এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "

প্রকাশকাল

জুন ২০১৩

উপস্থাপনা

নুসরাত জাহান নিঝুম

এম.ফিল.

রোল নম্বর : কম - ০৫

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "

উপস্থাপনা

নুসরাত জাহান নিঝুম

এম.ফিল.

রোল নম্বর : কম - ০৫

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮ - ২০০৯

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. নুরুল ইসলাম

অধ্যাপক

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিবরণ **পৃষ্ঠা**

অনুমোদন পত্র XI
ঘোষণা পত্র XII
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... XIII-XIV
গবেষণার সারসংক্ষেপ ..... XV-XVII

(১-১৩)

অধ্যায় এক ভূমিকা ১

১.১ ভূমিকা ২-৪
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৫-৭
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৮
১.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন ৯-১১
১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ১২-১৩

(১৪-৩৯)

অধ্যায় দুই বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ঃ একটি পর্যালোচনা ১৪

২.১ নারী নির্যাতন ভূমিকা ১৫
২.২ নারীনির্যাতন কেন লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ১৬
২.৩ নারী নির্যাতনের পরিসর ও স্বরূপ ১৭
২.৪ নারী নির্যাতনের স্বরূপ অন্বেষণ ১৮
২.৫ নারী নির্যাতনের ধরন - ধারণ ১৯
২.৬ নারী নির্যাতনের ব্যাপ্তি : জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২০
২.৭ নারী নির্যাতনের পরিণতিগুলো ২১
২.৮ নারী নির্যাতনের রাজনীতিকরণ ২২
২.৯ নারী নির্যাতনকে মদদদানকারী দিকসমূহ ২৩
২.১০ নারী নির্যাতনের পুরুষতান্ত্রিক রূপ ২৪
২.১১ নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিক ক্ষয় - ক্ষতি ২৫
২.১২ নারী নির্যাতন : পুরুষকেন্দ্রিক প্রতিকার ২৬
২.১৩ নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের সাধারণ দিক নির্দেশনা ২৭-২৮
২.১৪ নারী নির্যাতন : প্রতিকার ও প্রতিরোধের সঙ্কট ২৯
২.১৫ নারী নির্যাতন : প্রতিরোধে ভবিষ্যত কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ...৩০-৩১
২.১৬ নারী নির্যাতন : এক দশকের অর্জনসমূহ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ৩২-৩৩
২.১৭ নারী নির্যাতন : বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতিমালা ৩৪-৩৫
২.১৮ নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যবলী ৩৬-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
	(৪০-৭৫)
অধ্যায় তিন জনমিতিক তথ্য	**৪০**
৩.১ জনমিতিক তথ্য :	
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	৪১-৭৪
৩.২ পরিশিষ্ট	৭৫
	(৭৬-১০৩)
অধ্যায় চার নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি	**৭৬**
৪.১ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি :	
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	৭৭-১০২
৪.২ পরিশিষ্ট	১০৩
	(১০৪-১১০)
অধ্যায় পাঁচ নারী নির্যাতনের কারণ	**১০৪**
৫.১ নারী নির্যাতনের কারণ :	
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	১০৫-১০৯
৫.২ পরিশিষ্ট	১১০
	(১১১-১১৮)
অধ্যায় ছয় নারী নির্যাতনের প্রভাব	**১১১**
৬.১ নারী নির্যাতনের প্রভাব :	
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	১১২-১১৭
৬.২ পরিশিষ্ট	১১৮
	(১১৯-১৩১)
অধ্যায় সাত নারী নির্যাতন দূর করার উপায়	**১১৯**
৭.১ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় :	
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন	১২০-১৩০
৭.২ পরিশিষ্ট	১৩১

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিবরণ **পৃষ্ঠা**

(১৩২-১৫৪)

অধ্যায় আট কতিপয় কেস উপস্থাপন ১৩২

৮.১ কেস গ্রহণের যৌক্তিকতা ১৩৩
৮.২ কেস স্টাডি সমূহের তালিকা ১৩৪-১৩৬
৮.৩ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কেস উপস্থাপন ১৩৭
৮.৩.১ কেস - ০১ ..... ১৩৮-১৪০
৮.৩.২ কেস - ০২ ..... ১৪১-১৪৪
৮.৩.৩ কেস - ০৩ ..... ১৪৫-১৪৭
৮.৩.৪ কেস - ০৪ ..... ১৪৮-১৫০
৮.৩.৫ কেস - ০৫..... ১৫১-১৫৩
৮.৪ পরিশিষ্ট ১৫৪

(১৫৫-১৭১)

অধ্যায় নয় গবেষণার ফলাফল ১৫৫

৯.১ ভূমিকা ১৫৬
৯.২ গবেষণার প্রধান ফলাফল উপস্থাপন (৯.২.১ থেকে ৯.২.৫) ১৫৭
৯.২.১ জনমিতিক তথ্য হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ১৫৮-১৬২
৯.২.২ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ১৬৩-১৬৬
৯.২.৩ নারী নির্যাতনের কারণ হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ১৬৭
৯.২.৪ নারী নির্যাতনের প্রভাব হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ১৬৮
৯.২.৫ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ১৬৯-১৭০
৯.৩ পরিশিষ্ট ১৭১

(১৭২-১৮০)

অধ্যায় দশ গবেষণার সীমাবদ্ধতা, সুপারিশমালা ১৭২

১০.১ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৭৩-১৭৫
১০.২ গবেষণার সুপারিশমালা ১৭৬-১৭৮
১০.৩ উপসংহার ১৭৯-১৮০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিবরণ **পৃষ্ঠা**

(১৮১-২০২)

পরিশিষ্ট :- ১৮১

ক : সাক্ষাৎকার অনুসূচী ১৮২-১৯৫

খ : নারী বিষয়ক আইন সমূহ (খ.ক থেকে খ.ঘ) ১৯৬-২০০

গ : সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য উৎস ২০১-২০২

(২০৩-২৪৩)

সংযুক্তি :- ২০৩

সংযুক্তি - ১ :- টেবিল ২০৪-২২৪

সংযুক্তি - ২ :- উপাত্ত সম্পর্কিত তথ্যাবলী ২২৫-২৩৫

সংযুক্তি - ৩ :- ঘটনা অধ্যয়ন দিকনির্দেশনা ২৩৬-২৩৯

সংযুক্তি - ৪ :- নির্যাতনের শিকার নারীদের তথ্য সম্বলিত তালিকা ২৪০-২৪৩

সারণী তালিকা :- ..... (VI- X)

(ক) জনমিতিক তথ্য : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	৩.১.১	উত্তরদাতাদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪২
২	৩.১.২	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৩
৩	৩.১.৩	উত্তরদাতাদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৪
৪	৩.১.৪	উত্তরদাতাদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৫
৫	৩.১.৫	উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৬
৬	৩.১.৬	উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৭
৭	৩.১.৭	উত্তরদাতাদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৮
৮	৩.১.৮	উত্তরদাতাদের স্বামীদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৪৯
৯	৩.১.৯	উত্তরদাতাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫০
১০	৩.১.১০	উত্তরদাতাদের স্বামীদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫১
১১	৩.১.১১	উত্তরদাতাদের স্বামীদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫২
১২	৩.১.১২	উত্তরদাতাদের স্বামীদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৩

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১৩	৩.১.১৩	উত্তরদাতাদের স্বামীদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৪
১৪	৩.১.১৪	উত্তরদাতাদের স্বামীদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৫
১৫	৩.১.১৫	উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৬
১৬	৩.১.১৬	উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৭
১৭	৩.১.১৭	উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৮
১৮	৩.১.১৮	উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা (জন) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৫৯
১৯	৩.১.১৯	উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৬০
২০	৩.১.২০.১	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৬১
২১	৩.১.২০.২	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৬২
২২	৩.১.২০.৩	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৬৩
২৩	৩.১.২০.৪	উত্তরদাতাসহ তাঁর (উত্তরদাতার) সাথে পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সারণী শতকরা বিন্যাস-	৬৪-৬৫
২৪	৩.১.২০.৫	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৬৬
২৫	৩.১.২০.৬	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস-	৬৭
২৬	৩.১.২০.৭	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস-	৬৮-৬৯
২৭	৩.১.২০.৮	উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭০
২৮	৩.১.২১	উত্তরদাতারা বর্তমানে যে পরিবারে অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭১
২৯	৩.১.২২	উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭২
৩০	৩.১.২৩	উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭৩
৩১	৩.১.২৪	উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭৪

(খ) নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	৪.১.১	উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭৮
২	৪.১.২	উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৭৯
৩	৪.১.৩	উত্তরদাতারা কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮০
৪	৪.১.৪	উত্তরদাতারা কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮১
৫	৪.১.৫	উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮২
৬	৪.১.৬	উত্তরদাতারা তাদের পরিবারে মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৩
৭	৪.১.৭	উত্তরদাতারা কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৪
৮	৪.১.৮	উত্তরদাতাদের উপর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৫
৯	৪.১.৯	উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৬
১০	৪.১.১০	উত্তরদাতারা কোন ধরণের সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৭
১১	৪.১.১১	উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -	৮৮
১২	৪.১.১২	উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৮৯
১৩	৪.১.১৩	উত্তরদাতারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতিত হলে তার ধরণ - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯০
১৪	৪.১.১৪	উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -	৯১
১৫	৪.১.১৫	উত্তরদাতাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় -এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯২
১৬	৪.১.১৬	উত্তরদাতারা নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৩
১৭	৪.১.১৭	উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৪

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১৮	৪.১.১৮	উত্তরদাতাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৫
১৯	৪.১.১৯	উত্তরদাতাদের নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৬
২০	৪.১.২০	উত্তরদাতাদের স্বামী তাদের (নির্যাতন কারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৭
২১	৪.১.২১	উত্তরদাতাদের স্বামী উত্তরদাতা ছাড়া তাদের পিতা - মাতা, অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৮
২২	৪.১.২২	উত্তরদাতাদের হুমকি দিলে তা কিরুপ - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	৯৯
২৩	৪.১.২৩	উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা - এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০০
২৪	৪.১.২৪	উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০১
২৫	৪.১.২৫	উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০২

(গ) নারী নির্যাতনের কারণ : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	৫.১.১	উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০৬
২	৫.১.২	উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের কারণ কি - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০৭
৩	৫.১.৩	উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০৮
৪	৫.১.৪	উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১০৯

(ঘ) নারী নির্যাতনের প্রভাব : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	৬.১.১	উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১১৩
২	৬.১.২	উত্তরদাতাদের সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১১৪

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
৩	৬.১.৩	উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১১৫
৪	৬.১.৪	উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১১৬
৫	৬.১.৫	উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১১৭

(ঙ) নারী নির্যাতন দূর করার উপায় : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

ক্রমিক নং	সারণী নং	সারণী অর্ন্তভুক্ত বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
১	৭.১.১	উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২১
২	৭.১.২	উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২২
৩	৭.১.৩	উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাবকরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৩
৪	৭.১.৪	উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৪
৫	৭.১.৫	উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৫
৬	৭.১.৬	উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন - এ সম্পর্কে তথ্যাবলীর বিন্যাস-	১২৬
৭	৭.১.৭	উত্তরদাতারা নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৭
৮	৭.১.৮	উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৮
৯	৭.১.৯	উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-	১২৯
১০	৭.১.১০	উত্তরদাতাদের কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস-	১৩০

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০০৮ - ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি আমার তত্ত্বাবধানে গবেষক নুসরাত জাহান নিঝুম কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি মৌলিক (Original)। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ বিশেষ ইতিপূর্বে ডিগ্রি লাভের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠনে উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. মো. নুরুল ইসলাম
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি, **"বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** আমার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি মৌলিক (Original) কাজ যা আমার তত্ত্বাবধায়ক - এর উপদেশ ও নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। আমি নিজে এই গবেষণার দায়িত্ব পালন করেছি এবং এই অভিসন্দর্ভ - এ যে সমস্ত সুপারিশ, বিবরণ ও মতামত সন্নিবেশিত হয়েছে তা গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করেছি। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ বিশেষ ইতিপূর্বে ডিগ্রি লাভের জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠনে উপস্থাপন করা হয়নি।

নুসরাত জাহান নিঝুম
এম.ফিল.
রোল নম্বর : কম - ০৫
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮ - ২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ছোবল হতে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে নারীরা নির্যাতনের শিকার। নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ ও পরিণতি হচ্ছে নারীদের অধ:স্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা ও অবস্থান। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এখন পর্যন্ত একটি প্রধান সমস্যা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এটি বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। দেশে নারী নির্যাতন এখন যেন ক্রমবর্ধমান নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ফলে প্রতিটি পরিবার মেয়েদের নিয়ে (বিশেষ করে কিশোরী/তরুণীদের নিয়ে) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঘরে - বাইরে নির্যাতন এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতা নারীদের জীবনকে ভীতিকর ও অনিশ্চিত করে তুলেছে। আর এই ভীতিকর বাস্তবতা শুধু নারী - পুরুষের সমতাকেই বাধাগ্রস্ত করছে না, সেই সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নও এর ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এই নারী নির্যাতন গোটা সমাজ ও সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। এবং এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০০৮ - ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এম .ফিল . অভিসন্দর্ভ **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন ব্যবহারিক গবেষণা বিষয়ের উপর চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী করার সময়। এ গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সমাপ্ত করতে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রথমেই আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং বর্তমান পরিচালক ড. মো. নুরুল ইসলাম স্যারকে যিনি এই গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, আন্তরিক তত্ত্বাবধান, যথাযথ পরামর্শ ও যুক্তিপূর্ন উপদেশ, নির্দেশীত বই - পুস্তক, পত্র - পত্রিকা, সাময়িকী, অভিজ্ঞতাপূর্ণ সুচিন্তিত নির্দেশনা এবং তদারকী দিয়ে আমার কাজকে সহজ সাধ্য ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করেছেন। তার সুচিন্তিত মতামত ও নিদের্শনা ছাড়া নিজের অর্জিত সামান্যতম জ্ঞানের আলোকে আমার পক্ষে এ কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হতো না। গবেষণা নামের জটিল এ বিষয়ে তিনিই প্রথম আমাকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে আমার জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করেছেন।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অন্যান্য সকল শিক্ষক মহোদয়কে।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় মহিলা সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব শহীদুল ইসলাম নিজামী। যিনি তার কর্মব্যস্ততার মাঝে ও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ ও নির্দেশনা সহ তথ্য সংগ্রহের জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছেন। আরও স্মরণ করছি জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রকাশনা অফিসার এ.কে.এম শামসুল আলম সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে।

কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি Women for Women সহ সে সব ব্যক্তিবর্গের প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন সময় সেমিনার থেকে বই, জার্নাল, পত্র - পত্রিকা, সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদনসহ বিভিন্নভাবে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে সার্বিক সহযোগীতা করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার সহপাঠী কে.এম.জাহাঙ্গির আলম কে। যে কিনা শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও আমার কাজকে সহজ সাধ্য ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করেছে।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি গবেষণার আওতাভুক্ত সকল তথ্য প্রদানকারী নির্যাতিতা নারীদের প্রতি । যারা ধৈর্য সহকারে সময় দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও প্রদান করে আমার গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় এবং সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতায়
নুসরাত জাহান নিঝুম
এম.ফিল.
রোল নম্বর : কম - ০৫
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮ - ২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

নারী নির্যাতন আমাদের জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। মানুষের জীবনের সেই শুরু অর্থ্যাৎ আদি লগ্ন থেকে আজ অবধি পর্যন্ত নারীরা সমাজ জীবনে ক্রমাগত ভাবে নিপীড়িত হয়ে আসছে। এছাড়া এসব নারীদের মধ্যে যারা দরিদ্র শ্রেণীর তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাই সমাজের প্রতিটি নারী সদস্যই কামনা করেন যেন এহেন অবস্থা তার জীবনে না আসে। নারী নির্যাতন একটি আধুনিক ও প্রাচীন সমস্যা। দৈহিক দিক থেকে নারীরা পুরুষের অপেক্ষা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। আর তাই নারী সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা নানা ভাবে নির্যাতন চালিয়ে থাকে। এছাড়া নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা এবং তাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। নানামুখী আন্দোলন, নতুন নতুন আইন প্রনয়ন এবং নারী সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ - প্রতিরোধ ও গণমাধ্যমগুলোর সচেতনতামূলক প্রচার - প্রচারণাও কমাতে পারছে না দেশের নারী নির্যাতন। কার্যত ১০ বছর ধরে নারী নির্যাতন ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি নারী নির্যাতনের হার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণ ভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে যেকোন প্রকার যন্ত্রনা দেয়াকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর শারীরিক (দৈহিক), মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়।

বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতন সমাজ জীবনকে বিপর্যয় করেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য হতে জানা যায় যে, বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন নারী নির্যাতনের শিকার হন। বাংলাদেশে নারীদের উপর সংঘটিত এ ধরণের নির্যাতন সম্পর্কে Women for Women কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, " It is one of the under reported type because in this country patriarchal norms about unequal gender relations in the family prevail . A husband's right to absence his wife is recognized by family and society. " প্রতিদিন খবরের কাগজে যে সব নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ থাকে তাতে সমাজে দরিদ্র নারীদের সংখ্যাই বেশি। এসব ঘটনা রীতিমত আতংকের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ করে ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় বা সম্ভাবনা থাকে।

শারীরিক (দৈহিক), মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন - যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, স্ত্রী'কে মারধর করা ইত্যাদি নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত। চীনের রাজধানী বেইজিং - এ ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে সারা পৃথিবীর ৩৫ হাজার নারী - পুরুষ প্রতিনিধি নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে বলেছেন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব জুড়ে সব দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করেছে। প্রতি বছর এ বিষয়ের উপর আলোচনা, বিতর্ক ও সুপারিশ চলছে। নারী নির্যাতন সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ১৯৯০ সালের ৮ই মার্চ থেকে " আর্ন্তজাতিক নারী দিবস " সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতন সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য হতে জানা যায় যে , বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত একজন নারী নির্যাতনের শিকার হন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ১৯৯৪ - এ যেখানে ছিল ১২০৬ টি , ১৯৯৮ সালে এর সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৪৫০৭ টিতে। ১৯৯৮ মার্চে সংগৃহীত (আইন ও সালিশ কেন্দ্রে) এক তথ্যে দেখা যায় ১৯৯৮ এর ফেব্রুয়ারী মাসে রেকর্ডকৃত নারী নির্যাতনের কেস ছিল ১৭৮ টি।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপ-পরিষদের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গতবছর জুলাই পর্যন্ত দেশে ৩,৮১৪ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ বছর একই সময়ে এই সংখ্যা ৪,১০৭ টি। এক বছরেই ৯৯৩ টি ঘটনা বেশি ঘটেছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গত ১০ বছরের প্রতিবেদনে দেখা যায় - দেশে নারী নির্যাতন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। নারী নির্যাতনের একটি গতানুগতিক ধরন হলো যৌতুকের জন্য পারিবারিক সহিংসতা ও নিপীড়ন। নারী নির্যাতনের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে - প্রহার, হত্যা, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক (দৈহিক) - মানসিক - সামাজিক - অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতন, উত্যক্তকরণ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যা, এসিডদগ্ধ , অগ্নিদগ্ধ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, গৃহের অভ্যন্তরে নির্যাতন, ফতোয়া, পাচার, পতিতাবৃত্তি, পতিতালয়ে বিক্রি, নারী ও শিশু হত্যা, গৃহপরিচালিকা নির্যাতন ও হত্যা, যৌন হয়রানি, আত্মহত্যা, গায়ে ছ্যাকা দেয়া, চুল কেটে ন্যাড়া করে দেয়া, অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা, চিকিৎসা না করা, গর্ভপাত করতে বাধ্য করা, বদনাম ছড়ানো, যৌনাঙ্গে কিছু ঢুকিয়ে দেয়া, জোর পূর্বক অন্যায় কাজে বাধ্য করা প্রভৃতি ছাড়াও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ছয় হাজারেরও বেশি। প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা যায় - রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নারী নির্যাতনের ঘটনা বেশী ঘটে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এটাকে ' মিসিং উইমেন ' বলেছেন। তার ব্যাখ্যা হলো - নারী নির্যাতনের ফলে নারীরা ঝরে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কারণেই নারী নির্যাতন কমছে না। নারী নির্যাতনের সব ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ পায় না। বগুড়ার মহস্থানগড় পুরাকৃতিতে এক পুরুষ এক নারীকে পেটাচ্ছে - এ ছবি দেখা যায়। এর মানে আমাদের সংস্কৃতিতে এর অংশ দীর্ঘদিনের। আমরা তা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারিনি।

নারী নির্যাতন কমাতে নারীকে যেমন সচেতন হতে হবে , তেমনি পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন বিজ্ঞজনরা। এদিকে পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০০২ সালে ৫৭৯২ জন, ২০০৩ সালে ৫৬১৮ জন, ২০০৪ সালে ৫৯৮০ জন, ২০০৫ সালে ৬৯২২ জন, ২০০৬ সালে ৬০৫৪ জন, ২০০৭ সালে ৪৩৫৫ জন, ২০০৮ সালে ৩১৫০ জন, ২০০৯ সালে ৩৬৭৯ জন, ২০১০ সালে ৫৭৪৩ জন, ২০১১ সালে ৬৬১৬ জন, ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই ৩৪১৪ জন নির্যাতনের শিকার।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের রিপোর্ট অনুযায়ী গত জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে সহিংসতার শিকার হয়েছে ১৯৬১ জন নারী। এর মধ্যে যৌতুকের সহিংসতার শিকার ৭৩৪ জন। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে ৯০ জন এবং ধর্ষণের শিকার ৭০১ জন। যৌন হয়রানির শিকার ৪৩৬ জন।

বর্তমানে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের ধরণ ও ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, দরিদ্র নারীরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল নারীদের চেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এর ফলে তারা ও তাদের সন্তানেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকে। এছাড়া ভবিষ্যতে এসব সন্তানেরা নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারন হিসেবে এবং নারী নির্যাতনের পেছনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সক্রিয় রয়েছে। যৌতুক, তালাক, স্বামীর একাধিক বিবাহ, খোরপোষ, দেনমোহর, ধর্ষণ ইত্যাদি উপাদান ভেদে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি লক্ষনীয়। এর কারনের মধ্যে রয়েছে বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আইনের শিথিল প্রয়োগ প্রভৃতি। আর নারী নির্যাতনের প্রভাব সমূহের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা সহ প্রভৃতি।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব আন্দোলনের ফলে বিচ্ছিন্ন দু'একটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারি পক্ষ থেকে সাফল্য এলেও সামগ্রিক ভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তা কার্যকর অবদান রাখেনি। তাই সামগ্রিক ভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ না করলে নারী

নির্যাতন বন্ধ হতে পারে না। তাই সমাজ থেকে বৈষম্য, অন্যায়, পক্ষপাতিত্ব এবং অবক্ষয় দূর করতে হবে। আর এজন্য নারী - পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, পরস্পরের সুবিধা - অসুবিধার প্রতি গুরুত্ব দান এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

নির্যাতনের শিকার নারীদের কথা বলা ও শোনার তেমন কোন নিদির্ষ্ট স্থান পরিলক্ষিত হয় না। যার ফলে নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আসেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, লিগ্যাল এইড, ও.এস.সি.সি. ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য বেশী করে প্রচার মাধ্যম গুলোকে সক্রিয় হতে হবে। আর পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকে বেশী বেশী লেখালেখি করতে হবে। যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের নিরোধ সংস্থাগুলোর সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দমনের জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারনে এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবেই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নারীর উপর নির্যাতন রোধ করা সহ নারীর সকল প্রকার অধিকার সমুন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে যথাযথ মর্যাদায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সহিংসতা বন্ধের জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নারী নির্যাতনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সহিংসতা বন্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে এসে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপশনাল প্রটোকল অনুমোদন করতে হবে। সমস্ত থানায় নারী পুলিশ অফিসার দিয়ে নারী অভিযুক্ত ও নারী ভিকটিমদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে অবশ্যই অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারকে নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় এক : ভূমিকা

১.১ ভূমিকা
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন
১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

১.১ ভূমিকা

বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোর ভেতরে এদেশের নারীরা নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। প্রতিদিন নারীরা ঘরে ও বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে। কর্মস্থলে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম্য সালিশের রায়ে অথবা মনগড়া ফতোয়ার কারণে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন ইতিহাসটি পুরনো। পরিবার ও সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই নারীর অবস্থান অধ:স্তন। নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের ব্যাপকতা সমাজের চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ মাত্রকেই বিচলিত করে। নির্যাতিতা নারী চরম নির্যাতনের ক্ষেত্রেও আইনের সাহায্য নিতে পারে না। পরিবারের ভিতরে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ব্যাপারে পরিবারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নীরবতা পালনকেই যথার্থ মনে করে। যেভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া হোক না কেন - এতে নারীর প্রতি নির্যাতন বাড়ে বইকি কমে না। এতে করে নির্যাতনকারী উৎসাহিত হয়, সম্ভাব্য নির্যাতনকারীরা এতে অনুপ্রাণিত হয়। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান একদিনে সম্ভব নয়। তবে এপথে এগুতে হলে প্রথমেই নীরবতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রের নির্মম শিকার হচ্ছে বিবাহিত নারীরা। নারীরা তাদের পারিবারিক জীবন যেমন হচ্ছে বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার তেমনি তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। আমাদের দেশের নারীরা জন্ম ও মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। শৈশব থেকেই বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু। অত:পর বিয়ে, মাতৃত্ব, বৈবাহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কম বেশী নির্যাতন অব্যাহত থাকে। কন্যা, বোন, স্ত্রী, মা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই নারী নিপীড়ন মুক্ত নয়। নারী নির্যাতন একটি বড় সমস্যা হিসিবে দেখা দিয়েছে। সারা দেশে নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। নারীর বিরুদ্ধে এ নির্যাতনের মধ্যে যৌতুক ও তালাক এবং পারিবারিক জীবনে বৈষ্যম্যের হারই হচ্ছে বেশি।

এই সমাজে নারী নির্যাতন যেমন বিস্তৃত তেমনি সমাজের প্রায় প্রতিটি নারীই হচ্ছে নির্যাতনের শিকার। আর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানুষ গুলো প্রায় ক্ষেত্রেই নারী নির্যাতনের অর্জিত চিত্র নিয়ে সমাধানের উদ্যোগ নেয় কিছু কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের দীনতা টুকু লুকাবার চেষ্টা করেন। আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবার পরই একটা ঘটনা সমাজে নারী নির্যাতন হিসাবে চিহ্নিত হয়। আর যে কারণে যে কেউ কোন ভাবেই নারী নির্যাতনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন সেটা হবে একটা খন্ডিত চিত্র।

এমন একটা সমাজে বাংলাদেশের নারীর জন্ম যেখানে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে নিজেরা আবর্তিত ও দাস ভাবাপন্ন অবস্থার কারণে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রায়ই নীরবে নির্যাতিত হয়। নারীদের ভোগান্তি বিষয়ে রয়েছে এদেশে নীরবতর সংস্কৃতি নারীর প্রতি নির্যাতন খুব স্বাভাবিক ঘটনার রূপ নিয়ে ও দিয়ে আমরা বড় হই। নারীকে শাসনে রাখতে হয় নারীর ভালো জানাই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের। নারীরা তা মেনে নিতে অভ্যস্ত। কেননা তার প্রতিবাদে কোন সমর্থন নেই কোথাও এটা সে ভাল করেই জানে।

নারীরা সবচেয়ে বেশী এবং বিপুল হারে ভোগান্তির শিকার হয় ঘনিষ্টতম সামাজিক ইউনিট পরিবারে এবং নিরাপদতম স্থান বাড়িতে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি বিরাট অংশ যা চলেছে এই পরিবারের অভ্যন্তরে। নীরবে ঘটে চলে এই নির্যাতন দিনের পর দিন। গৃহে সংঘটিত মারাত্নক অপরাধের সংবাদগুলোর অর্ধেকও কেউ কখনো জানতে পারে না। গৃহে নির্যাতিত অধিকাংশই বিবাহিত। শহরের তুলনায় এর হার গ্রামে বেশী। অশিক্ষা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অপরিসর জায়গায় বসবাস ইত্যাদির সাথে পরিবারে নারী নির্যাতনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যে পরিবারে নারীরা নির্যাতিত, বিয়ের পর হতেই সাধারণত সেই নির্যাতন শুরু হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে পারিবারিক সহিংসতায় শারীরিক নির্যাতন কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না। এর সাথে

সম্পর্কিত থাকে মানসিক এবং অনেক সময় যৌন নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতনের শতকরা ৫০ ভাগই পিটানো বা হত্যার শিকার হন এবং ৯৭ ভাগই মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। আমাদের দেশে শতকরা ১৪ জন নারীর গর্ভাবস্থায় সহিংসতার জন্য মাতৃত্বজনিত মৃত্যু হয় (মঞ্জু , সম, ২০০০ : ২৫)। জানুয়ারী - ডিসেম্বর ১৯৯৯ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নির্যাতনের রূপটি ছিল মারাত্মক। এর মধ্যে মোট যৌতুক ও তালাকের শিকার হয় ১৫৫ জন নারী (মঞ্জু , সম, নভেম্বর ২০০০ : ০১)। আবার জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী " স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। " প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ নারী স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। তবে দেশের মানবাধিকার কর্মী ও সংশ্লিষ্ট গবেষকের মতে, দেশের শহর, গ্রাম, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর ৯০ শতাংশ নারীই বিভিন্ন ভাবে স্বামীর হাতে নির্যাতিত হচ্ছে (মাসিক কারেন্ট ওর্য়াল্ড। এপ্রিল, ২০০৫ :৪৪)। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ২০১২ সালে ১০ হাজার ২৯ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার ৩৪৪৮ জন, এসিড আক্রমন অর্থাৎ এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে ৪৯ জন, অপহরণ হয়েছে ২০৭৭ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৮৬৯ জন, ধর্ষণের পরে খুন হয়েছে ১৩ জন, খুন হয়েছে ১১৬ জন, আহত ও জখম হয়েছে ৬৩ জন, অপহরণ-পাচার (০) জন এবং অন্যান্য ধরণের নির্যাতনের শিকার অর্থাৎ সহিংসতার শিকার হয়েছে ২৩৯৪ জন নারী ।

নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো এই সহিংসতা। এর পিছনে বহু আর্থ সামাজিক ও মণোজাগতিক বিশ্লেষণ ও নিয়োজিত রয়েছে। বান্দুরার থিয়োরির মতে, " মানুষ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখে ভবিষ্যতে সেই রকম আচরণেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে যে পুত্র ছোট বেলায় বাবাকে দেখেছে মাকে মারধর করতে, সে সেই সময় মায়ের জন্য যতই দরদ থাকুক না কেন ভবিষ্যতে স্বামী হয়ে স্ত্রীকে পেটাতে দ্বিধা করে না।" অন্য একটি থিয়োরির মতে," পুরুষ যেহেতু কর্তৃত্ব করতে চায় আর সেটা করতে চায় পরিবারের জন্য সম্পদ আহরণের মাধ্যমে, যখন সে সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন সে তার শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে স্ত্রীর বশ্যতা আদায় করতে চায়। " অন্য আরেকটি থিয়োরির মতে, " পুরুষতন্ত্রের তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থ্যাৎ নারীর অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ সামাজিক অবস্থিতিকে প্রতিষ্ঠার জন্যই নারীর প্রতি পুরুষের শারীরিক নির্যাতনের সূচনা (মঞ্জু , সম, ২০০০ : ২৫।) "

নারীদের নির্যাতনের আরেকটি দিক হলো, তার শ্রমের কোন স্বীকৃতি ও আর্থিক মূল্য না থাকা। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বলেছে যে, মানব সভ্যতা গড়ে তুলতে যে শ্রম দিচ্ছে মানুষ তার দুই তৃতীয়াংশই নারী (রহমান, ১৯৯৪ : ৫৫)। আমাদের সমাজের বৃহদাংশই বিবাহিত অবস্থায় পারিবারিক জীবনে নারী - পুরুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মমত্ববোধ ও আত্মিক যোগসাজ সর্বত্র নেই। বিবাহিত অবস্থায় নারী শুধু স্বামী কর্তৃক নয় সেই সাথে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এমন কি শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্নীয় - স্বজন দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যৌতুকের কারণেই বিবাহিত অবস্থায় নারীকে চরম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে।

নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত করা, তার উপর লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে। এমন কতগুলো আইন হলো :

১. মুসলিম পারিবারিক আইন - ১৯৬১ (সংশোধনী, ১৯৮৬) ।
২. বিবাহ ও তালাক নিবন্ধী করন আইন - ১৯৭৪ (সংশোধনী, ১৯৭৫)।
৩. যৌতুক নিরোধ আইন - ১৯৮০ (সংশোধনী, ১৯৮৬) ।
৪. ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত।
৫. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন - ১৯৯৫।
৬. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন - ১৯৯৯ (খসড়া)।

৭. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন - ২০০০।
৮. শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২।
৯. এসিড নিক্ষেপ আইন, ২০০২।
১০. এসিড নিয়ন্ত্রণে আইন, ২০০২ ।
১১. দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ২০০২।
১২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন, ২০০৩
১৩. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইত্যাদি।

দেশে এত সব আইন প্রচলিত থাকলেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে জ্যামিতিক হারে। এ সমস্ত আইনে সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ড বিধান জারি হয়েছে । তবে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে অকার্যকর। আইনের কাছে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। তবে আইন মানে জটিল ধারা সম্বলিত বাক্যের ফাইলের নিচে চাপা পড়া বিবেকবোধ নয়। আইন জনগনের ন্যায় সংগত মৌলিক অধিকার আদায়ের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সহায়ক হবে এবং মানবাধিকার সংরক্ষন ও প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে এটা আমাদের সবার প্রত্যাশা। নারী নির্যাতন বন্ধ করে নারীর মানবাধিকারকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে আমরা সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থানকে উন্নত করবো। এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা ও দৃঢ় অঙ্গীকার।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

পরিবার থেকে রাষ্ট্র অবধি নারী কোথাও নিরাপদ নয়। ঘরে, ঘরের বাইরে, রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই নারী নিরাপত্তাহীন ও সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের জরিপ মতে, নারীর উপর ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ, অপহরণের পর হত্যা, যৌতুক, যৌতুকের কারণে হত্যা, পারিবারিক কলহের কারণে হত্যা, আত্মহত্যা, অন্যান্য কারণে হত্যা, এসিড আক্রমণ, স্বামীর পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় হত্যা, যৌন পীড়ণ, অন্যান্য নানা ধরণের নির্যাতন, পাচার, বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়া, অবৈধ সম্পর্কে রাজী না হওয়া, স্বামীর নেশাগ্রস্থের কারণে, বেকারত্ব, ধর্ষণের অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা, যৌতুক দিতে না পারার কারণে সব ধরণের নির্যাতন সহ্য করা এমনকি এক পর্যায়ে আত্মহত্যা, পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ- সহিংসতার ঘটনায় বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। দেশে ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে সকল নারী ঝুঁকির মধ্যে, তন্মধ্যে আদিবাসী ও প্রান্তিক নারীর উপর নির্যাতনের ঝুঁকি অনেকগুন বেশী।

নির্যাতনের ধরন ও কৌশল, অঞ্চল-দেশভেদে ভিন্ন হলেও সারা বিশ্বেই কম-বেশি বৈষম্য চলছে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন করার পরও সহিংসতা কমছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। নানা রকমের সহিংসতা দমনে রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যর্থতা মর্মান্তিক। বাংলাদেশের পুলিশ সদরদপ্তর এর সূত্র অনুযায়ী, ২০০১-২০১২ পর্যন্ত নারীর উপর সহিংসতার মামলা হয়েছে মোট ১,৮৪,৪২২টি। শুধুমাত্র ২০১২ সালে ১৯,৬১৭টি সহিংসতার মামলা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, স্বামী ও তার পরিবারের নিকটজনদের দ্বারা ঘরে ঘরে সংঘটিত হয় অসংখ্য নির্যাতনের ঘটনা যা নিয়ে সাধারণত কোন মামলা হয় না। জোরপূর্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপায়ে গর্ভপাতের কারণে বহু নারীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পিছনেও রয়েছে নির্যাতন ও নিপীড়নের অসংখ্য জানা-অজানা ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্রমতে, এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাতের কারণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ২,১৬,০০,০০০ (দুই কোটি ষোল লক্ষ) নারী প্রাণ হারায়।

স্বাধীন জীবন যাপন এবং জীবিকার লক্ষ্যে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে নারীর বিচরণ আবশ্যক ; তথাপি নিশ্চিত হয়নি নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাধীন পথ চলা। প্রতিনিয়ত পথে-ঘাটে নারীকে উত্তক্তকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। এমনকি চলন্ত বাসে ও ট্রেনে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে। নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হচ্ছে নানাভাবে, নানা কায়দায়। দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ যোগান দিচ্ছে পোশাক শিল্পে কর্মরত হাজার হাজার নারী শ্রমিক। সেই নারী শ্রমিককে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের ন্যায্য মজুরী থেকে। যে নারীদের শ্রমে দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য মালিকপক্ষ ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলে নির্বিকার। অতি লাভের লোভে, দুর্নীতি, অনিয়ম ও শ্রমিককে ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে সম্পদের পাহাড় গড়ার নেশায় তারা এতটাই মত্ত যে, তালাবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে কারখানার প্রাণ সেই শ্রমিক হত্যা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না, জবাবদিহি করতে হয় না, কখনো কখনো কেবল তথাকথিত ক্ষতিপূরণের নামে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সামাল দেয়া হয় মাত্র।

আমাদের দেশে এখনো ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ নারী ঘরে নির্যাতনের শিকার হন। প্রতিনিয়ত নারীদের নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে নেই। নারী সহিংসতার শিকার হলেও মুখ ফুটে তা বলেন না বা বিচারকের দারস্থ হতে চান না। এদিকে নারী নির্যাতন রোধের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রনয়ন হলেও কিছু আইনের এখনো বিধিমালা হয়নি। আর এর জন্য প্রয়োজন সকলের সচেতনতা। আইন দিয়ে শুধুমাত্র নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়, এজন্য মনেরও পরিবর্তন করতে হবে।

অন্য দিকে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে তাঁদের অবস্থাও পরিবর্তন হবে না। এজন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দরকার। বর্তমানে সর্বত্রই নারীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে হবে। দিন দিন নির্যাতনের ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। কম বয়সে নারীরা যৌতুকসহ বিভিন্ন কারণে, শেষ বয়সে তাঁদের অন্য রকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যা ফলে থানা, হাসপাতাল, আদালতকে আরও নারীবান্ধব করতে হবে। পুলিশকে সংবেদনশীল করতে হবে। নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য ' ভিকটিম সহায়তা কেন্দ্র ' সহজলভ্য করতে হবে। আইনের বিধিমালার জন্য থেমে থাকা যাবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও বাংলাদেশের প্রতি জেলায় নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র থাকা দরকার। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রয়োজন।

প্ল্যান বাংলাদেশের জেন্ডার অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি বিশেষজ্ঞ নিগার সুলতানার মতে, তাঁদের ২০১১ সালের এক মানবাধিকার-বিষয়ক জরিপে দেখা গেছে, ৫৩ শতাংশ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ৩৮ শতাংশ নারী মনে করেন স্বামীদের স্ত্রীকে মারার অধিকার আছে। দেশের ছয়টি বিভাগের আটটি উপজেলার ১০২টি ইউনিয়নে এই জরিপ কাজটি হয়। তাঁর মতে, ভয় ও সামাজিক কলঙ্কিত হওয়ার ভয়ে ক্ষতিগ্রস্থ নারীরা পারিবারিক সহিংসতার জন্য বিচারকের দারস্থ হতে চান না।

জাতিসংঘের ভাষ্যমতে," বাংলাদেশের ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন এবং সকল প্রকার নারী নির্যাতন রোধকল্পে বৃহত্তর বাংলাদেশী সমাজ বা রাজনৈতিক দলগুলো সম্পৃক্ত হয়নি। বড় শহরকেন্দ্রিক তথাকথিত সুশীল সমাজ, গুটিকয়েক বনেদি এনজিও এবং নারী সংগঠনগুলোর মধ্যেই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ। " বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কমপক্ষে আধা ডজন 'কঠোর' আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের একাধিক সাহসী নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন বাড়ছেই। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পরিসংখ্যান মতে, প্রতি ১০০ জনে মাত্র দুজন নির্যাতিতা আইনের আশ্রয় নেন। বাংলাদেশের পুলিশ সদরদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২০০০-২০১২ পর্যন্ত প্রায় ২,০০,০০০ জন (দুই লক্ষ) নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। একই সময় নারী নির্যাতন মামলার প্রায় ৫,৫০,০০০ জন (সাড়ে পাঁচ লক্ষ) আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ৮০,০০০ জন (আশি হাজার)। সাজাপ্রাপ্ত আসামির পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

সুতরাং দেশব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এটা সমাজের মৌলিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। নারীর প্রতি এই সহিংসতা বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি। বদলাতে হবে রাষ্ট্র ও সমাজের চরিত্র। আর আইন থাকলে তা সাহস জোগায়। কিন্তু যেটা অন্যায়, সেটা বলা জন্য আইন জরুরি নয়। বাংলাদেশের নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে আর তার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের। নারীর অধিকার রক্ষা, তার উপর সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধের জন্য দেশে প্রচলিত আইন আছে বিভিন্ন নারী কল্যাণমূলক আইন। কিন্তু বাস্তবে আইনগুলো নারীদের কল্যাণে ও তাদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে। আর তাই নারী নির্যাতনের প্রকৃতি জেনে সেই উপযোগী আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অতীতে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায় যে, উক্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করলে তা বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃত সম্পর্ককে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে। আর এ পরিস্থিতি গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরলে এর ফলে একদিকে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যেমন সুবিধা হবে তেমনি গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগনের মধ্যে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলা এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে । অন্যদিকে উক্ত ফলাফলের প্রতি আইনবিদ, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সমাজকর্মী, এনজিও কর্মী, মানবহিতৈষী কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের পক্ষে

বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রনয়ন সম্ভব হবে। দরিদ্র নারী নির্যাতনের উপর দেশে ও বিদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল তুলনা করার ক্ষেত্রেও এ গবেষণা ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে। কিন্তু এসব আন্দোলন সংগঠিত নয়। এসব বিচ্ছিন্ন দু'একটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের উপর এর প্রভাব পড়েনি। উন্নত বিশ্বে নারী অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত ক্যাফেটরিয়া, চার্চ, ক্লাব ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, বাংলাদেশের নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য আজ অবধি তেমন কোন জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সীমাহীন দুর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাব এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি কোন কার্যক্রম বা উদ্যোগ আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক কোন প্রতিকারের নজীর স্থাপন করতে পারেনি। তথাপি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে দেশের সরকারি ও বেসরকারি সকল কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানানো দরকার।

বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা সুপারিশ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত তথ্য পরবর্তীতে এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানকারী গবেষক এবং আগ্রহী পাঠকদের জন্য প্রাসঙ্গিক সাহিত্য হিসাবেও অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ, পরবর্তী গবেষকদের কাছে এ গবেষণা একটি মাধ্যমিক উৎস হিসেবে কাজ করবে।

সুতরাং বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ধরণের গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। সর্বোপরি , **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** - ভবিষ্যতে গবেষণা ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য এ গবেষণা উৎস হিসেবে কাজ করতে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান এবং প্রস্তাবিত গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি, অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সঠিক চিত্রগুলো তুলে ধরা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে গবেষণাটি পরিচালিত হল ঃ-

১. নারীদের জনমিতিক তথ্য ও তাদের আর্থ - সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।
২. নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা।
৩. নারীদের উপর নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করা।
৪. নারী নির্যাতনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
৫. নারী নির্যাতন দূর করার উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এ নির্যাতন নিরোধের ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত, সুপারিশ গ্রহণ করা ও তুলে ধরা।

বাংলাদেশের নারীদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারকল্পে সক্রিয় ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন

নারী (Women) :

স্রষ্টার সৃষ্টির একটি অন্যতম সৃষ্টি হচ্ছে নারী। সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে নারী - পুরুষ সমান পর্যায়ে অবস্থানের কথা থাকলেও তা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভবপর হচ্ছে না। নারী শুধু একজন মা - ই নয়, একজন নারী। কখনো বা দোসর, কখনো স্ত্রী, কখনো বোন, কখনো বা কন্যা। তারা আমাদের সমাজের একটি বিশেষ অংশ। নারী জাতি ছাড়া কোন পরিকল্পনার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম নারী মুক্তির বাণী নিয়ে এলেও প্রাথমিক যুগের ইসলামিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পর ইসলামিক আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত মুসলিম সমাজে নারীদের ন্যায্য অধিকার দেয়া হচ্ছে না। সকল সমাজে এবং সকল ধর্ম ব্যবস্থায় নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে মানবতার জাগরণ শুরু হয়েছে। তাই নারী সমাজ তথা বিশ্ব সমাজ নারীর অধিকার ও নারী নির্যাতন সম্পর্কে বিশ্ব বিবেক জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাপী " আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ " উদযাপন করা হয়। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয় যেদিন বিশ্ব নারী সম্পর্কে অবগত হবে এবং নারী নির্যাতন হতে মুক্ত হবে।

নির্যাতন (Violence) :

নির্যাতন কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক এবং তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন নির্যাতন হলো দৈহিক (শারীরিক), মনস্তাত্ত্বিক বা আবেগগত শক্তি বা চাপ প্রয়োগের দ্বারা এমন ধরনের কাজ যা বেআইনি এবং যা নিগৃহীতের যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে আঘাত করার অভিপ্রায় থেকে সাধিত কর্মকান্ডকে নির্যাতন বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি মানুষই যে কোন সময়ে নানাভাবে নির্যাতিত হবার কম - বেশি ঝুঁকি বহন করে। এই নিরাপত্তাহীনতা সমাজ জীবনের সাধারণ বাস্তবতা। কিন্তু একজন নারী শুধু মানুষ হিসেবে নয় বরং নারী হবার কারণে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত এবং নির্যাতনের কবলে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটায়। তাই নারী নির্যাতন নিছক অপরাধমূলক কোন তৎপরতা নয়, নারী নির্যাতন হলো লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন।

লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন (Gender-basedviolence) :

নারী নির্যাতনকে " লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন "(Gender-based violence) বলা হয় এই কারণে যে তা সমাজে নারীর অধস্তন বা হীন অবস্থান বা মর্যাদার কারণে ঘটে থাকে। আর অধিকাংশ সংস্কৃতি, প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান নারী নির্যাতনকে বৈধতা দেয় এবং এর ফলে নারী নির্যাতন স্থায়ীত্ব লাভ করে। সেজন্য " লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন " এই টার্মটি বা পরিভাষাটির ব্যবহার নারী নির্যাতনের দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে। নির্যাতিতা হিসেবে একজন নারীর চাইতে বরং বিদ্যমান অসম জেন্ডার সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ দাবি করে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার নারীর বদলে নারী নির্যাতনের মূল কারণ স্বরূপ গৎবাধা জেন্ডার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নারী - পুরুষের অসম ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতি আমাদের নজর দিতে বলে " লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন "।

নারী নির্যাতন (Oppression) :

সাধারনভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে কোন না কোন প্রকার কষ্ট দেয়াকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সকল প্রকার অন্যায় আচরন বা বৈষম্যকে বোঝায়। নারী নির্যাতন একটি সুস্পষ্ট লিঙ্গভিত্তিক অর্থাৎ নারীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এ নির্যাতনের ফলে ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে নারী সাংঘাতিক রকম ক্ষতির শিকার হয়। এর বাইরেও তার অর্থনৈতিক ক্ষতিও অনেকক্ষেত্রে অপরিমেয়। এ ধরনের

অত্যাচারে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতির ফলে নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়। তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও বিপর্যস্ত হয়।

অর্থাৎ নারী নির্যাতন বলতে বোঝায়, নারীর অধিকারহীনতা, পুরুষের অধীন ও অধস্তন হীনাবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবন থেকে নারীর বহিস্কার ও নির্বাসন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের নীচে বঞ্চনা, শোষণ ও বৈষম্যের শিকার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই হীন অবস্থা প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতন।

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence) :

নারীর প্রতি সহিংসতা নারী নির্যাতনের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। নারীকে পদতলে দাবিয়ে রাখার জন্য পুরুষ সহিংসতার আশ্রয় নেয়। নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে আছে ধর্ষণ বা বলাৎকার, স্ত্রী-নিগ্রহ, যৌন হয়রানি, পরিবারে নারীর প্রতি নিগ্রহ, যৌতুক, গণেকাবৃত্তি, নারী পাচার ইত্যাদি।

পারিবারিক নির্যাতন (Family Violence) :

পারিবারিকভাবে সাধারণত পরিবারের মধ্যে এবং পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে সংঘটিত নির্যাতনকে বলা যায় পারিবারিক নির্যাতন। নির্যাতন হলো সমাজের একটি অনালোচিত, অন্ধকার, ও স্পর্শকাতর দিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পারিবারিক নির্যাতনকে সাংস্কৃতিকভাবে অনুমোদন করা হয়। অথচ নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে এই ব্যক্তিগত জীবণের পরিধিতে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা। কিন্তু রাষ্ট্রের বা সমাজের এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করাটা খুবই দুস্কর হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা নানাভাবে এমন পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারনা টিকিয়ে রাখে, যা গৃহের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনকে মদদ দেয় বা মেনে নিতে অভ্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে আবার গোপনীয়তা, চক্ষু লজ্জা, অপর্যাপ্ত নিদর্শন, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা কারণে পারিবারিক নারী নির্যাতন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ে।

সেক্স (Sex) :

সেক্স বলেতে বোঝায় নারী - পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদ। জীববিজ্ঞান এই প্রভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এতে মানুষের হাত নেই। যথা, নারী সন্তান ধারণ করে। পুরুষ এ কাজে অপরাগ। এইকাজে পুরুষের সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই গর্ভ ধারণে নারীর ভূমিকা সেক্স ভূমিকা।

জেন্ডার (Gender) :

জেন্ডার বলতে বুঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ সৃষ্ট প্রভেদ। মানুষ এই প্রভেদ সৃষ্টি করেছে। এতে জীব বিজ্ঞানের কোন ভূমিকা নেই। রান্না- বান্না নারীর জেন্ডার ভূমিকা। নারী ঘরে বসে রান্না করবে : পুরুষ অফিসে আদালতে বসে চাকরি করবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই প্রভেদ সমাজের সৃষ্টি। একজন পুরুষ রান্না করতে পারে-এ ব্যাপারে কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। বস্তুত হোটেল রেস্তোরাতে সকল পাচক বা বাবুর্চি পুরুষ। কিন্তু সন্তান লালন - পালন, সন্তানকে গোছল করানো, কাপড় পরানো, ঘুম পাড়ানো, বোতলে দুধ বানিয়ে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে পুরুষের কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। নারী অফিসে কাজ করতে পারবে না- এমন কোন জৈবিক সীমাবদ্ধতা নেই। সন্তান প্রতিপালন নারীর জেন্ডার ভূমিকা। নারীর জেন্ডার ভূমিকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যাবস্থা নারীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

নারী - অধিকার (Women's rights) :

নারী - অধিকার বলতে বুঝায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের মধ্যে সমতা (Equality) ও ন্যায্যতা (Equity)। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরুষ যে অধিকার ও দায়িত্ব ভোগ করে নারীকে সমভাবে সে সকল অধিকার ও দায়িত্ব তুল্যাংশে প্রদান করতে হবে।

নারী মুক্তি (Women's emancipation) :

নারীমুক্তি বলতে বোঝায়, সেক্স পার্থক্যের দোহাই দিয়ে নারীর উপর আরোপিত সকল নির্যাতনমূলক বাধা নিষেধ অপসারণ, নারীকে স্বাধীকার প্রদান এবং নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা দান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীর উপর যে সকল সামাজিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো নির্মূল করতে হবে। নারীকে নিজের ভাগ্য নিজের নিয়তি গড়ে নেবার অধিকার দিতে হবে। সমাজে নারীর ভূমিকা কি হবে নারী নিজে তা নির্ধারণ করবে। সর্বোপরি, নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আয়উপার্জন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। জন্ম বা বিয়ে একজন নারীর সামাজিক মর্যাদা নিরুপণ করবে না। নারী নিজের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং নিজের যৌন জীবন নিজে নির্ধারণ করে সমাজে নিজের মর্যাদা নিজে প্রতিষ্ঠা করবে, অন্য কারও উপর নির্ভরশীল থাকবে না।

নারীবাদী চেতনা বা সচেতনতা (Feminist consciousness) :

সাধারণত চার স্তরে নারীবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করে। প্রথম স্তরে, নারীর প্রতি অবিচার সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি। প্রত্যেক নারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সে বৈষম্য, বঞ্চনা ও শোষণের শিকার ; বুঝতে হবে যে তার প্রতি অন্যায় - অবিচার করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ধাপে সকল নারীর মধ্যে একটি অভিন্ন একত্ববোধ (Sisterhood) জাগাতে হবে। ধনী, নির্ধন, বিত্তশালী, বিত্তহীন, গ্রামীণ, শহুরে, কর্মজীবী, গৃহবধু নির্বিশেষে সকল নারী একই অন্যায় অবিচারের শিকার ; নির্যাতনের মাপকাঠিতে তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। সকল নারীর মধ্যে নির্যাতনের শাশ্বত রুপ সম্পর্কে ঐক্যমত সৃষ্টি হলে নারী নিজ অবস্থা পরিবর্তনে একতাবদ্ধ হবে।

তৃতীয় স্তরে, নারীর অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে ও কৌশল নির্ধারণ। মহিয়সী রোকেয়া বলেছিলেন, " আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করলে আর কেউ আমাদের জন্য ভাববে না। " নারীকে নিজের অবস্থার পরিবর্তন নিজের করতে হবে ; অন্য কেউ করে দেবে না। এখানে নারীর ইতিহাসের জ্ঞান অপরিহার্য। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ভবিষ্যতের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব। ইতিহাস বলে দেবে, আমরা কি ছিলাম, ঐ জ্ঞান দিয়ে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করে জানব আমরা কি আছি ; তবেই না আমরা নির্ধারণ করতে পারব, আমরা ভবিষ্যতে কি চাই।

সচেতনতার শেষ ধাপে ভবিষ্যতের রুপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। সেই স্বপ্নের ভবিষ্যৎকে বাস্তবে রুপ দিতে হবে এবং এ দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীবাদী সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ সম্মিলিত নারীকে।

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

১. গবেষণার মৌল পদ্ধতি :

বর্তমান প্রস্তাবিত গবেষণাটি মূলত একটি তথ্য উদঘাটনমূলক গবেষণা। এর মূল পদ্ধতি হচ্ছে নমুনা জরিপ পদ্ধতি।

২. গবেষণা এলাকা :

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার অর্ন্তভুক্ত নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩. সমগ্রক ও বিশ্লেষণের একক নির্বাচন :

গবেষণার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল - এ আগত ১৫-৫৫ অথবা তার অধিক বয়স (বছর) সীমার নারীদেরকে গবেষণার সমগ্রক হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে। আর উক্ত বয়স (বছর) বন্ধনীর প্রত্যেক নারীই বিশ্লেষণের একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. নমুনায়ন :

গবেষণাটি নমুনা জরিপ পদ্ধতি। এখানে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা এলাকায় প্রথমত সমস্যাগ্রস্ত নির্যাতিতা নারীদের সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ৭৪ টি প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছে এবং ৫১ জন নারীকে আকস্মিক নমুনায়নের ভিত্তিতে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নমুনা নির্বাচনের সময় নারীদের লিঙ্গ বিবেচনা করা হয়েছে।

৫. উত্তরদাতা :

নমুনা হিসেবে গৃহিত ৫১ জন নির্যাতিত নারীর প্রত্যেকে গবেষণার এক একজন উত্তরদাতা।

৬. তথ্য সংগ্রহকারী :

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এর এম.ফিল.- এর আওতাভুক্ত Field Practice (Research Setting) আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম বলে আমি নিজেই তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করেছি।

৭. তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং মাধ্যম :

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই গবেষণা এলাকায় নমুনার অর্ন্তভুক্ত নির্যাতিতা নারীদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংঙ্গতি রেখে বাংলা ভাষায় লিখিত একটি মানসম্মত সাক্ষাৎকার অনুসূচি ব্যবহার করে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি মানসম্মত উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে অধিকতর উপযোগী করার জন্য পূর্ব পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ উভয় ধরণের প্রশ্নই সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথমে

পরীক্ষামূলক ভাবে একটি প্রাথমিক প্রশ্নপত্র নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ব পরীক্ষার পর অভিজ্ঞতা তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে।

৮. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ, উপস্থাপন ও ব্যাখ্যাকরণ :

মাঠ থেকে সংগৃহিত উপাত্ত বা প্রাপ্ত তথ্যাবলী প্রথমত যথাযথভাবে সম্পাদন করার পর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করণ ও সারণীবদ্ধ করণ করা হয়েছে । এরপর সারণীবদ্ধ করে উপাত্ত গুণাত্মক ও সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্কের ভাবার্থ তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বি - চলক বিশিষ্ট সারণী এবং বহুচলক বিশিষ্ট সারণীতে উপাত্ত উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ লৈখিক উপায়েও এর ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯. গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশ :

গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন, পদ্ধতিতে প্রণালীর যথাযথ বিবরণ এবং প্রাপ্ত উপাত্তের গুনাত্মক ও সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। আর যথাযথ সম্পাদনার পর চুড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় দুই : বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ঃ একটি পর্যালোচনা

২.১ নারী নির্যাতন ভূমিকা
২.২ নারী নির্যাতন কেন লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন
২.৩ নারী নির্যাতনের পরিসর ও স্বরূপ
২.৪ নারী নির্যাতনের স্বরূপ অন্বেষণ
২.৫ নারী নির্যাতনের ধরন - ধারণ
২.৬ নারী নির্যাতনের ব্যাপ্তি : জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
২.৭ নারী নির্যাতনের পরিণতিগুলো
২.৮ নারী নির্যাতনের রাজনীতিকরণ
২.৯ নারী নির্যাতনকে মদদদানকারী দিকসমূহ
২.১০ নারী নির্যাতনের পুরুষতান্ত্রিক রূপ
২.১১ নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিক ক্ষয় - ক্ষতি
২.১২ নারী নির্যাতন : পুরুষকেন্দ্রিক প্রতিকার
২.১৩ নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের সাধারণ দিক নির্দেশনা
২.১৪ নারী নির্যাতন : প্রতিকার ও প্রতিরোধের সঙ্কট
২.১৫ নারী নির্যাতন : প্রতিরোধে ভবিষ্যত কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম
২.১৬ নারী নির্যাতন : এক দশকের অর্জনসমূহ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
২.১৭ নারী নির্যাতন : বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতিমালা
২.১৮ নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যবলী

২.১ ভূমিকা

নির্যাতন কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক এবং তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন নির্যাতন হলো দৈহিক (শারীরিক), মনস্তাত্ত্বিক বা আবেগগত শক্তি বা চাপ প্রয়োগের দ্বারা এমন ধরনের কাজ যা বেআইনি এবং যা নিগৃহীতের যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে আঘাত করার অভিপ্রায় থেকে সাধিত কর্মকান্ডকে নির্যাতন বলা হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি নারী নির্যাতনের অর্থও অনেক বিস্তৃত। সাধারণত নারী নির্যাতন শুধু নারী হবার কারণে একজন নারীর অধিকার লঙ্ঘনের যে কোন ঘটনাকে ধারণ করে। আবার কেবল বল প্রয়োগ করা নয়, সেই সঙ্গে বল প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে একজন নারীকে কোন কিছু করতে বা না করতে বাধ্য করানোটাও নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

ক্রমবর্ধমানভাবে নানা মাত্রিক নারী নির্যাতন ও প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হবার ঝুঁকি এক গভীর নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। এতে করে নারীর জীবন ও জীবিকা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তার কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র হচ্ছে সংকুচিত। আর নারীর প্রতি এই সহিংসতা বা নারী নির্যাতন হচ্ছে সমতা ও উন্নয়ন, শান্তির লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম প্রতিবন্ধক। নারীরা সবচেয়ে বেশী এবং বিপুল হারে ভোগান্তির শিকার হয় ঘনিষ্টতম সামাজিক ইউনিট পরিবারে এবং নিরাপদতম স্থান বাড়িতে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি বিরাট অংশ যা চলেছে এই পরিবারের অভ্যন্তরে। নীরবে ঘটে চলে এই নির্যাতন দিনের পর দিন। গৃহে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধের সংবাদগুলোর অর্ধেকও কেউ কখনো জানতে পারে না। গৃহে নির্যাতিত অধিকাংশই বিবাহিত। শহরের তুলনায় এর হার গ্রামে বেশী। অশিক্ষা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অপরিসর জায়গায় বসবাস ইত্যাদির সাথে পরিবারে নারী নির্যাতনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রের নির্মম শিকার হচ্ছে বিবাহিত নারীরা। নারীরা তাদের পারিবারিক জীবন যেমন হচ্ছে বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার তেমনি তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। আমাদের দেশের নারীরা জন্ম ও মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। শৈশব থেকেই বঞ্চনা ও নির্যাতন শুরু। অত:পর বিয়ে, মাতৃত্ব, বৈবাহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কম বেশী নির্যাতন অব্যাহত থাকে। কন্যা, বোন, স্ত্রী, মা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই নারী নিপীড়ন মুক্ত নয়। নারী নির্যাতন একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সারা দেশে নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে। নারীর বিরুদ্ধে এ নির্যাতনের মধ্যে যৌতুক ও তালাক এবং পারিবারিক জীবনে বৈষম্যের হারই হচ্ছে বেশি।

২.২ নারী নির্যাতন কেন লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন

প্রতিটি মানুষই যে কোন সময়ে নানাভাবে নির্যাতিত হবার কম - বেশি ঝুঁকি বহন করে। এই নিরাপত্তাহীনতা সমাজ জীবনের সাধারণ বাস্তবতা। কিন্তু একজন নারী শুধু মানুষ হিসেবে নয় বরং নারী হবার কারণে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত এবং নির্যাতনের কবলে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটায়। তাই নারী নির্যাতন নিছক অপরাধমূলক কোন তৎপরতা নয়, নারী নির্যাতন হলো লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন।

নারী নির্যাতনকে 'লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন' (Gender-basedviolence) বলা হয় এই কারণে যে তা সমাজে নারীর অধস্তন বা হীন অবস্থান বা মর্যাদার কারণে ঘটে থাকে। আর অধিকাংশ সংস্কৃতি, প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান নারী নির্যাতনকে বৈধতা দেয় এবং এর ফলে নারী নির্যাতন স্থায়ীত্ব লাভ করে। সেজন্য " লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন " এই টার্মটি বা পরিভাষাটির ব্যবহার নারী নির্যাতনের দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রেক্ষিতকে তুলে ধরে। নির্যাতিতা হিসেবে একজন নারীর চাইতে বরং বিদ্যমান অসম জেন্ডার সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ দাবি করে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার নারীর বদলে নারী নির্যাতনের মূল কারণ স্বরুপ গৎবাধা জেন্ডার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নারী - পুরুষের অসম ক্ষমতা সম্পর্কের প্রতি আমাদের নজর দিতে বলে " লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন "।

'লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন' সংজ্ঞায়িত করতে হলে তাই নারীর উপর পরিচালিত নানাবিধ নির্যাতনের ধরন এবং যে ব্যবস্থা এ ধরনের নির্যাতনকে বৈধতা দান করে টিকিয়ে রাখে তার বিশ্লেষণ জরুরি। দেখা যায় যে একজন নারী হবার কারণেই ধর্ষণ, নারী খৎনা বা যৌনাঙ্গ কর্তন, কন্যা শিশু হত্যা, পারিবারিক নির্যাতন, সতীদাহ, যৌতুকের কারণে হত্যা ইত্যাদির ঝুঁকিরও সম্মুখীন হয়। সেজন্যই আমরা দেখি যে, ইউরোপে সামন্ত যুগে রাজা ও চার্চের স্বৈরশাসনকে চ্যালেঞ্জ করায় লাখ লাখ নারীকে ডাইনি বলে হত্যা করা হয়েছে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার নারী সতীদাহ প্রথার কারণে চিতায় পুড়ে প্রাণ হারিয়েছে। সে সময়কার সরকারি তথ্য মতে ১৮১৫ - ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়।

আসলে তাই লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে সাংস্কৃতিক, আর্থ - সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। এ জন্য অনেক নারীবাদী - (পুরুষ) কর্তৃত্বপরায়ণ জেন্ডার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা বা মদদ দেয়ার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ বা দমনের দ্বারা কৃত যে কোন কর্মকান্ডকেই 'লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন' (Gender-basedviolence) রুপে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করছেন (APWLD 1990)। এই সংজ্ঞার সবচেয়ে সবলতার দিক হচ্ছে যে এখানে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৩ নারী নির্যাতনের পরিসর ও স্বরূপ

মূলত তিনটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনগুলো সংঘটিত হয় - পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। আর এই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কেবল নারী নির্যাতনকে বৈধ করার একটি সর্বগ্রাসী ও পারস্পরিক সম্পর্কিত ব্যবস্থাকেই ধারণ করে না, উপরন্তু নারী নির্যাতনও সংঘটিত হয়ে থাকে এসব স্তরে।

লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনের স্থান ও মাধ্যম

(ক) পরিবার : পরিবারের মধ্যে বা পারিবারিক সম্পর্কসূত্রে নির্যাতন -

- **শারীরিক নির্যাতন :** হত্যা (যৌতুক ও অন্যান্য কারণে),আঘাত বা মারধর করা, নারী খৎনা বা যৌনাঙ্গ ছেদন, মেয়ে ভ্রুণ হত্যা, মেয়ে শিশু হত্যা, মেয়েদের প্রতি খাদ্য বঞ্চনা, মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চনা, মেয়েদের প্রজনন নিয়ন্ত্রণ।
- **যৌন নির্যাতন :** ধর্ষণ, যৌন অনাচার।
- **মানসিক নির্যাতন :** অবরোধ প্রথা, চলাফেরা / গতিবিধি নিয়ন্ত্রন, জোরপূর্বক বিবাহ প্রদান, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার হুমকি।

(খ) সমাজ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী (সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়) সমাজের মধ্যে বা বাইরে নারী নির্যাতন -

- **শারীরিক নির্যাতন :** আঘাত বা মারধোর, শারীরিকভাবে শাস্তি প্রদান, প্রজনন বা যৌন অধিকার দমন / নিয়ন্ত্রণ, ডাইনি বলে পোড়ানো, সতীদাহ (বর্তমানে বিলুপ্ত হলেও সাম্প্রতিককালেও এ ঘটনা ভারতে যটেছে)।
- **যৌন নির্যাতন :** ধর্ষণ।
- কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতন।
- **যৌন আক্রমণ :** যৌন হয়রানি, যৌন পীড়নের ভীতি প্রদর্শন।
- **বানিজ্যিক নির্যাতন :** নারী পাচার, জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় লিপ্ত করা।
- **গণমাধ্যম :** পর্ণোগ্রাফি, নারীর দেহকে পণ্য করা বা বাণিজ্যিকীকরণ।

(গ) রাষ্ট্র : রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তি দ্বারা নারী নির্যাতন -

- **রাজনৈতিক নির্যাতন (নীতিমালা / আইন ইত্যাদি) :** বেআইনি আটক, জোরপূর্বক বন্ধ্যাত্বকরণ, জোরপূর্বক গর্ভধারণ, রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তি দ্বারা সম্পাদিত লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনকে মেনে নেয়া (যেমন : যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন)।
- **হেফাজতকালীন নির্যাতন (সেনাবাহিনী / পুলিশ ইত্যাদি) :** ধর্ষণ, নির্যাতন।

২.৪ নারী নির্যাতনের স্বরূপ অন্বেষণ

এটা আজ স্বীকৃত সত্য যে, নারী - পুরুষের মধ্যকার অসম ক্ষমতা সম্পর্কই হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতনের কারণ ও পরিণাম দুই-ই। নারী নির্যাতন আসলে নারীর অধস্তনতারই বহি:প্রকাশ। যদিও নারী নির্যাতন কোন নতুন ঘটনা নয়, সুদূর অতীত থেকে আজও তা কেবল বিদ্যমানই নয়, বরং এখন তা আরো ভয়াবহ মাত্রায় বিস্তৃত।

বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলনের ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে বোঝায় : নারীর প্রতি সহিংসতামূলক যে কোন ধরনের তৎপরতা ; যার ফলে নারীর শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটে বা ঘটতে পারে। একই সঙ্গে এর দ্বারা বোঝানো হয় উল্লিখিত ধরনের তৎপরতা, দমন - পীড়ন বা অবাধ স্বাধীনতা হরণের হুমকি, যা জনজীবন বা ব্যক্তিজীবন - যে কোন ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করা হয় বা করা হতে পারে। আবার জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, নারীর প্রতি সহিংসতা বা নারী নির্যাতন হলো - দৈহিক, জৈবিক ও মানসিকভাবে নারীর ক্ষতি সাধন করে কিংবা করতে পারে এবং নারীকে তার অবাধ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এমন কোন আচরণ, ভীতি প্রদর্শন কিংবা বল প্রয়োগের ঘটনা - তা ব্যক্তি জীবন অথবা জনজীবন যাকেই প্রভাবিত করুক না কেন।

জাতিসংঘ সিডও সনদে নারী নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়েছে : নারীকে শারীরিক, মানসিক ও জৈবিকভাবে বেদনাহত, ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্ভোগের ভাগীদার করে এমন কিছু আচরণ কিংবা ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও বল প্রয়োগ যা নারীর স্বেচ্ছামূলক কাজ করার ও চলাফেরার ব্যাপারে তাকে বঞ্চিত করে। আরো আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, নারী নির্যাতন হলো এমন কোন আচরণ যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শারীরিক, জৈবিক ও মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক করে - প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, হুমকি, বল প্রয়োগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে কোন নারীকে আতঙ্কিত করতে, শাস্তি দিতে, অপমানিত করতে, তার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ হ্রাসকরতে অথবা আত্মসম্মানবোধ ও শরীরের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করে ছক বাঁধা নিয়মে জীবন পরিচালিত করতে বাধ্য করে।

অন্যদিকে আবার অনেক নারীবাদী - বিদ্যমান পুরুষ কর্তৃত্বপরায়ণ জেন্ডার সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে বা মদদ দেয়ার উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ বা দমনের দ্বারা সাধিত যে কোন কর্মকান্ডকেই লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন তথা নারী নির্যাতন রুপে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করেছেন। সেজন্য অধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী নারী নির্যাতন এখন - নারীর জীবন কিংবা তার শারীরিক, মানসিক পূর্ণতাকে বিপন্নকারী আঘাত, হিংস্রতা, দমন - পীড়নমূলক মনোভাব ও আচরণ - এসব কিছুকেই ধারণ করে।

নারী নির্যাতন তাই আজ কেবল শারীরিক আঘাত বা যৌন নিপীড়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শারীরিক নির্যাতনের আকারেই শুধু নারী নির্যাতন সংঘটিত হয় না, নারীর নানা মানসিক আঘাতেরও শিকার হয়। শারীরিক আক্রমণকে ছাপিয়ে মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়নের বিষয়গুলোও এখন নারী নির্যাতনের আওতাভুক্ত। আসলে 'নির্যাতন' শব্দটি বর্তমানে নারীর অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনা পর্যন্ত প্রসারিত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র মূলত এই তিনটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন সংঘটিত হয়ে থাকে।

২.৫ নারী নির্যাতনের ধরন - ধারণ

নারী নির্যাতনের ফলে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে নারী সাংঘাতিক রকম ক্ষতির শিকার হয়। এর বাইরেও তার অর্থনৈতিক ক্ষতিও অনেকক্ষেত্রে অপরিমেয়।

- **প্রত্যক্ষ বা প্রকাশ্যে দৈহিক নির্যাতন :** গৃহে বা বাইরে দৈহিকভাবে আঘাত বা মারধোর করা।
- **মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন :** অবরোধ প্রথা, জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া, ভয়ভীতি প্রদর্শন, কুৎসিত ইঙ্গিত ও মন্তব্য, রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত বা হয়রানি করা (Eve-teasing), জনসমক্ষে নির্যাতন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন এবং গালিগালাজ।
- **যৌন নির্যাতন :** ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ঘরে ও বাইরে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি, স্ত্রীর অনিচ্ছায় সহবাস বা বৈবাহিক জীবনে ধর্ষণ (Marital rape), যৌন দাসত্ব।
- **প্রজনন অধিকার হরণ সংক্রান্ত নির্যাতন :** গর্ভধারণ, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাত্বকরণে নারীকে বাধ্য করা, গর্ভ নিরোধক ব্যবহারে বাধ্য করানো।
- **প্রচলিত রীতি - নীতি বা কু- প্রথাভিত্তিক নির্যাতন :** যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্নয় করে মেয়েভ্রুন হত্যা, মেয়েদের যৌনাঙ্গ ছেদন বা স্ত্রী খৎনা, পুত্র সন্তানকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে মেয়ে সন্তানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা (যেমন : কম খাদ্য ও পুষ্টি, শিক্ষার কম সুযোগ প্রদান ইত্যাদি), একতরফা বিচার করে মেয়েদের একঘরে করা, ফতোয়াবাজি ও দোররা মারা, হিল্লা প্রথা, পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে মেয়েদের হত্যা করা (Honour killing) আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি।
- **নারীকে পণ্যে পরিণত করা :** দেহ ব্যবসা, অপহরণ, নারী পাচার, পর্ণোগ্রাফি বা নীল ছবি (Blue film), বিজ্ঞাপনে নারী দেহের যৌন আবেদনমূলক ব্যবহার ইত্যাদি।
- **সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিপীড়ন :** সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নারী মুখে বা দেহে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করা, নাক বা কান ফুটো করে ভারী ধাতব অলংকার পড়ানো, পা ছোট রাখার জন্য লোহার জুতো পড়ানো, পুরুষের চোখে সুন্দর হবার জন্য কম খাদ্য গ্রহণ করতে ও স্বাস্থ্য কমাতে (ডায়েটিং ও স্লিমিং) বাধ্য বা প্রণোদিত করা ইত্যাদি।
- **যুদ্ধ - বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব - সংঘাতকালীন নারী নির্যাতন :** এছাড়া যুদ্ধ ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নানাভাবে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তারা। যুদ্ধ, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - হামলার সময়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল বা অবমাননা করার উপায় হিসেবে নারী ধর্ষণসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চালানো এখন একটি বহুল প্রচলিত পন্থা। অনেক সময় স্বয়ং রাষ্ট্রই নারীদের প্রতি নানা ধরনের নির্যাতন চালায় বা এসব দেখেও না দেখার ভান করে কিংবা তা প্রতিরোধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে না।
- **অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের পথ রুদ্ধ করা :** যেমন : অর্থ জমিজমাসহ নানা উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, চাকরি বা রোজগার করতে না দেওয়া।

২.৬ নারী নির্যাতনের ব্যাপ্তি : জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

আমাদের দেশের নারীরা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। আমরা অতীত থেকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান কারণ দেখতে পাই -

নারী নির্যাতনের ব্যাপ্তি : জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

- **জন্মের পূর্বে :** মেয়েশিশুর ভ্রুন হত্যা, গর্ভকালে মারধোর, গর্ভধারণে বাধ্য করা।

- **জন্মের পরপরই :** নবজাতক মেয়েশিশু হত্যা, মানসিক ও শারীরিক পীড়ন ও দুর্ব্যবহার, নবজাতক মেয়ে শিশুর প্রতি অবহেলা, নবজাতক মেয়ে শিশুকে খাদ্য ও চিকিৎসা প্রদানে বৈষম্য।

- **শৈশবকালে :** বাল্যবিবাহ, মেয়ে খৎনা বা যৌনাঙ্গ ছেদন, পরিবারের বা আশেপাশের লোকজনের দ্বারা যৌন নিপীড়ন, খাদ্য ও শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন, মেয়ে শিশুদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি, মেয়ে শিশু পাচার।

- **কিশোরীকালে :** বিয়ে বা প্রেমের নামে প্রতারণা করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও গর্ভপাতে বাধ্য করা, প্রেমিকের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া, অপহরণ, পাচার, এসিড নিক্ষেপ, অর্থের বিনিময়ে জোরপূর্বক যৌন কর্মে লিপ্ত করানো, কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, হত্যা ও আত্মহত্যা, পথে - ঘাটে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা, যৌন কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করা।

- **প্রজনন কালে :** ঘনিষ্ঠ পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নিপীড়ন বা দুর্ব্যবহার, বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও হত্যা, স্বামী বা ঘনিষ্ঠ মানুষ কর্তৃক খুন, মানসিক নির্যাতন, কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন, গর্ভকালীন নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ, প্রতিবন্ধী মেয়েদের নির্যাতন।

- **বৃদ্ধ বা প্রবীণ বয়সে :** বিধবাদের উপর নিপীড়ন, আরো বৃদ্ধ বয়সে নিপীড়ন (এতে করে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি ক্ষতিগ্রস্থ)।

২.৭ নারী নির্যাতনের পরিণতিগুলো

নির্যাতনের ফলে নারীর শরীর ও মনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। এটি যে শুধুমাত্র নারীর জীবন ও প্রজননে প্রভাব ফেলে তা নয়, এটি পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষত শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। নারী নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো শারীরিক লক্ষণ রয়েছে। আর নির্যাতনের ফলে কয়েকটি মানসিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যেমন :

(ক) শারীরিক লক্ষণ :

- তলপেটে রোগের সংক্রমণ।
- যৌন সংক্রমনজনিত অসুখ।
- বন্ধ্যাত্ব।
- পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অসুখ।
- হত্যা।
- আত্মহত্যা।

(খ) মানসিক লক্ষণ :

- নিদ্রায় ব্যাঘাত।
- বিষণ্নতা।
- আঘাতজনিত লক্ষণসমূহ।
- আত্মসম্মানবোধের অভাব।
- আত্মহত্যার চিন্তা ও চেষ্টা।
- বিবিধ।

তবে সাম্প্রতিককালে সরকারি - বেসরকারি অনেকগুলো সংস্থা সহিংসতার ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে ডাক্তারী সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য কাজ শুরু করেছে। একই সঙ্গে গণসচেতনতা সৃষ্টির ফলে এ বিষয়গুলো সম্পর্কেও মানুষ জানছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ইতিবাচক হতে বাধ্য।

২.৮ নারী নির্যাতনের রাজনীতিকরণ

এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে, যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংকট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্ধ - সংঘাত কিংবা ঘাত - প্রতিঘাত, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নারীরাই হয় আক্রমণের অন্যতম প্রধান টার্গেট। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ঘৃণ্য কৌশল হচ্ছে ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন বা নারী নির্যাতন। উপরন্ত এ ধরনের যৌন নির্যাতনকে অনেক সময় অপরাধ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয় না। এসব ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের ঘটনা আপতদৃষ্টিতে যতই আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও, তা কিন্তু খুবই পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করা হয়। আবার এসব নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা দায়ী না হলেও, রাষ্ট্র বা প্রশাসন এমন উদাসীন ভূমিকা পালন করে যা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনে মদদ দেয় কিংবা এ ধরনের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। যদিও এভাবে নারীর মানবাধিকার হরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সরাসরি দোষী সাব্যস্ত করা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা খুব সহজেই এই বলে পার পেয়ে যান যে, এসব নারী নির্যাতন রাষ্ট্রীয়ভাবে নয়, ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, তাই এর জন্য তো আর রাষ্ট্রকে দায়ী করা যায় না।

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিককালে তাই এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নারী নির্যাতনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই জন্য ইদানিং আমরা দেখতে পাই যে, রাজনৈতিক সংঘাত বা নির্বাচনকালে হামলার মূল টার্গেট হয় নারী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার লক্ষ্যে প্রতিহিংসার খড়গ নেমে আসে নারীর ওপর। আক্রমণকারী বা হামলাকারীরা তাদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নারীর ওপর। মূলত রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এ ধরনের নারী নির্যাতন চলে। আর যারা সংখ্যাগতভাবে এবং ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে দুর্বল থাকে, তাদের নারীদের উপরই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছোবল পড়ে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে আবার এ ধরনের নারী নির্যাতনকে রাজনীতিকরণের ফলে সংঘটিত নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে অনেকাংশে আড়াল করে ফেলা হয়। তাই তখন সংঘটিত ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনকে পরিকল্পিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দুষ্কৃতিকারীদের বিচার করাটা দুরূহ হয়ে পড়ে। আসলে এভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নারী নির্যাতন দেশে দেশে অনিবার্য নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। কেননা প্রবল পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দ্বারা চালিত রাষ্ট্রযন্ত্র এ ধরনের যে কোন নাজুক পরিস্থিতি থেকে নারীদেরকে রক্ষা করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। উপেক্ষার বরফ জলে নারী নির্যাতনের ঘটনা ও অভিঘাতকে ডুবিয়ে মারা হয়।

২.৯ নারী নির্যাতনকে মদদদানকারী দিকসমূহ

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক কারণ জড়িত আছে এর সঙ্গে। এসব নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, দারিদ্র, শিক্ষার নিম্নমান, পরিবারে নারীর অবস্থান, নির্যাতন ও ধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করা যায়। নারী নির্যাতনকে মদদদানকারী দিকের অভাব নাই। এক্ষেত্রে মদদদানকারী দিকসমূহ হল -

(ক) সাংস্কৃতিক :

- নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলার প্রচলিত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া।
- নারী ও পুরুষের প্রচলিত ভূমিকার (জেন্ডার ভূমিকা) সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা।
- নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা থেকে উদ্ভূত সামাজিক প্রত্যাশা।
- পুরুষের সহজাত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস।
- পুরুষ কর্তৃক নারী ও মেয়ে শিশুর ওপর মালিকানাসুলভ অধিকার ফলানোর প্রচলিত মূল্যবোধ।
- পরিবারকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তিগত পরিধি হিসেবে গন্য করা।
- নারী নির্যাতনকে দ্বন্দ্ব - সংঘাত নিরসনের একটি উপায় হিসেবে মেনে নেওয়া।
- গৃহে নির্যাতন বা পারিবারিক নির্যাতনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা না করা।

(খ) অর্থনৈতিক :

- পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা।
- অর্থ ও ঋণ প্রাপ্তিতে নারীর সীমিত সুযোগ।
- উত্তরাধীকার, সম্পত্তির অধিকার, খাস জমির ব্যবহার, বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিধবা হবার পর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর জন্য বৈষম্যমূলক আইন - কানুন।

(গ) আইনগত :

- লিখিত আইন কিংবা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নারীর আইনগত হীন অবস্থান।
- নারীর জন্য বৈষম্যমূলক বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কানুন।
- ধর্ষণ এবং পারিবারিক নিপীড়নের আইনগত ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা।
- নারীদের আইনগত শিক্ষার অভাব।
- পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা কর্তৃক নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি অসংবেদনশীল বা অবিবেচকের মতো আচরণ।

(ঘ) রাজনৈতিক :

- ক্ষমতা, রাজনীতি, গণমাধ্যম সহ আইনি ও চিকিৎসা পেশায় নারীর নগণ্য প্রতিনিধিত্ব।
- পরিবারকে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে বলে মনে করা।
- রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নারী সংগঠনের স্বল্পতা।
- সংগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর সীমিত অংশগ্রহণ।

২.১০ নারী নির্যাতনের পুরুষতান্ত্রিক রূপ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নানা কারণে নারী নির্যাতন সংগঠিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নানা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত নারী নির্যাতনকে তাই আমরা কতগুলি ধরনে ভাগ করতে পারি। এগুলো হল -

(ক) শাস্তি প্রদানমূলক নির্যাতন (Punitive Violence) : কোন প্রকৃত বা আনীত অভিযোগের কারণে নারীকে শাস্তিদান করার জন্য পুরুষ কর্তৃক সংঘটিত নির্যাতন।

(খ) প্রতিরোধমূলক বা নিষেধমূলক নির্যাতন (Preventive Violence) : কোন নারী যাতে করে কোন কিছু না করে বসতে পারে সেজন্য তাকে ভয়ভীতির মধ্যে এবং নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার জন্য সাধারনত এ ধরনের নির্যাতন চালানো হয়।

(গ) সুযোগ সন্ধানমূলক নির্যাতন (Opportunistic Violence) : স্ত্রী বা অন্য কোন নারীর উপর ত্যাক্ত - বিরক্ত হয়ে যখন পুরুষ যে কোনো অজুহাতে বা যে কোন ছুতো ধরে নারীকে নির্যাতন করে। যেমন বউয়ের স্বভাব - চরিত্র খারাপ - এই অজুহাতে নির্যাতন করা।

(ঘ) ক্ষতিপূরণমূলক বা খেসারতমূলক নির্যাতন (Compensatory Violence) : সাধারণত এ ধরনের নির্যাতনে পুরুষের হতাশার বা রাগের খেসারত দিতে হয় নারীদের। যেমন : কোন পুরুষ যখন তার চাকরিচ্যুত হবার জন্য হতাশ বা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের ক্ষমতা বা গুরুত্বকে জাহির করতে কোন নারীকে বা স্ত্রীকে মারধর করে।

(ঙ) প্রতীকী বা প্রতীকীধর্মী নির্যাতন (Symbolic Violence) : সকলের সামনে নিজের ক্ষমতা বা পৌরুষ জাহির করার জন্য এ ধরনের নির্যাতন চালানো হয়।

২.১১ নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিক ক্ষয় - ক্ষতি

নারী নির্যাতন এখন বিশ্বজুড়ে বহুল আলোচিত ইস্যু। নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিক ক্ষয় - ক্ষতি :

(ক) অর্থনৈতিক ক্ষয় - ক্ষতি :

- নারী নির্যাতন দারিদ্য দূরীকরণের পথে একটি অন্যতম বাধা।
- নারী নির্যাতনের স্বাস্থ্যগত ক্ষয় - ক্ষতি ও আইনগত ব্যয় অনেক বেশি।
- নারী নির্যাতন উন্নয়নের সম্ভাব্য সুযোগ বিনষ্ট করায় তার আর্থিক ক্ষতিও ব্যাপক।
- নারী নির্যাতন কর্মক্ষেত্রে শ্রমসময় নষ্ট করে ও আয় - উপার্জন মূলক কাজের ব্যাঘাত ঘটায়।
- নিউজিল্যান্ডে পারিবারিক নারী নির্যাতনের আর্থিক ক্ষতি (পুলিশ ও আইন আদালত সংক্রান্ত ব্যয়) সেদেশের উল (Wool) শিল্প থেকে প্রাপ্ত মোট আয়ের চাইতে বেশি।
- কানাডায় প্রতি বছর গৃহভিত্তিক নারী নির্যাতনের অর্থনৈতিক ক্ষতি (চিকিৎসা ব্যয় ও উৎপাদনশীল সময় নষ্ট হবার দরুন আর্থিক ক্ষতি) বছরে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার।
- আমেরিকায় দুর্ঘটনা, ছিনতাই ও ধর্ষণের চাইতে স্ত্রীকে নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট আঘাতের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন বেশি হওয়ায় এর জন্য ব্যয়ও বেশি হয়।
- বিশ্বব্যাংক সমীক্ষা মতে বিশ্বজুড়ে ধর্ষণ ও পারিবারিক নির্যাতনের ফলে ১৫-৪৪ বয়সী নারীরা যক্ষ্মা, গর্ভকালীন সংক্রামণ, ক্যান্সার বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(খ) সামাজিক ক্ষয় - ক্ষতি :

- নারী নির্যাতন পারিবারিক ভাবমূর্তি ও ভূমিকাকে খাটো করে এবং একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে।
- নারী নির্যাতন শিশুদেরকে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, মানসিক সুস্থতা ও অধিকার উপভোগ করার সুযোগ নষ্ট করে।
- নারী নির্যাতন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে খর্ব করে যা কি না নেতিবাচক ফল বয়ে আনে।
- নারী নির্যাতন সমস্যা সমাধানের নেতিবাচক মডেল তুলে ধরে। নারী ও পুরুষের মধ্যে তা বৈষম্যের শিক্ষা এবং জেন্ডার বৈষ্যমকে মদদ দেয়।
- কোন নির্যাতিত নারী স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন বেশি গর্ভপাত এবং চার (৪) গুণ বেশি অপুষ্ট সন্তান জন্মদান করার ঝুঁকি বহন করে। তাদের বাচ্চারা জন্মের প্রথম বছরেই মারা যাবার চল্লিশ (৪০) গুণের বেশি ঝুঁকি বহন করে।
- নেপালে ঘন ঘন স্ত্রী প্রহারের ফলে ৩৬মাস বয়েসী শিশুরা ক্ষুদ্রাকৃতি ও দুর্বল হবার উচ্চ ঝুঁকি বহন করে।
- নিকারাগুয়ায় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীদের সন্তানদের জন্য তিন (৩) গুণেরও বেশি চিকিৎসা সেবার দরকার হয় এবং তাদের বারবার হাসপাতালে যেতে হয়।

(গ) রাজনৈতিক ক্ষয় - ক্ষতি :

- নারী নির্যাতন নারীর ক্ষমতায়নকে সংকুচিত করে।
- নারী নির্যাতন নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাধা দেয়।
- নারী নির্যাতন গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধক।

২.১২ নারী নির্যাতন : পুরুষকেন্দ্রিক প্রতিকার

নারী নির্যাতন এখন বিশ্বজুড়ে বহুল আলোচিত ইস্যু। কিন্তু তবু এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে সামান্য। বরং নারী নির্যাতনের নানারুপী ভয়াবহতা উদ্বেগজনকভাবে ক্রমবর্ধমান। এর অন্যতম কারণ হলো নারী নির্যাতনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থতা কিংবা অনীহা। কেননা অধিকাংশ রাষ্ট্র আর দশটা অপরাধের মতো নারী নির্যাতনকে দেখে থাকে। একে সাদামাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধরুপে চিহ্নিত করে এবং এ জন্য আইন - কানুন ও নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়। অথচ এখন নারী নির্যাতনের মূল কারণগুলো যথাযথভাবে সনাক্ত না হওয়ায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও সকল প্রচেষ্টা অবশেষে কাগুজে তৎপরতায় পর্যবেসিত হয়। ফলে নির্যাতিত নারীর অসহায়, নিরুপায় ও দুর্বল ভাবমূর্তি তার ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সমাজের করুণার বিষয়ে পরিণত করে।

অন্যদিকে আবার তাত্ত্বিকভাবে নারী নির্যাতনের উৎস অনুসন্ধানের বিদ্যমান মূল প্রবণতা হলো নারী - কেন্দ্রিক। অর্থাৎ নারীর দিক থেকেই নারী নির্যাতনের কারণ খোঁজার চেষ্টা চলে। যেমন ক্ষমতাহীনতার কারণেই নারীর ওপর নির্যাতন ঘটে। এ ধরণের ব্যাখ্যার সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও, তা একরৈখিক ও সরলীকৃত। কেননা নারীর ক্ষমতাহীনতাকে কেবল নারী নির্যাতনের কার্য - কারণ রুপে সনাক্ত করার ফলে এর সমাধান আশা করা হয় নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে। কিন্তু বিগত দশক ধরে দেশে দেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হলেও, নারী নির্যাতন সে অনুপাতে কমছে না। বরং নারীর ক্ষমতায়নের নানামাত্রিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নারী ও পুরুষের মধ্যে দ্বন্ধ - সংঘাত (Gender Conflict) আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর প্রতিফলস্বরুপ নানা ধরনের নারী নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করছে। এ সংক্রান্ত জাতীয় ও বৈশ্বিক তথ্য - উপাত্ত তার প্রমাণ। সে জন্য সাম্প্রতিককালে পুরুষের দিক থেকে নারী নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কেননা পুরুষরাই নারী নির্যাতন চালায়। তাই পুরুষরা কেন নারী নির্যাতনকারী হয় বা হয়ে ওঠে, সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করাটা জরুরি। তা না হলে নারী নির্যাতনকে কেবল নারীর ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়ত্বের পরিণতি হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রতিকারের জন্য যতই উদ্যোগ নেওয়া হোক না কেন, সেটা হবে রোগের মূল কারণের বদলে নিছক রোগের উপসর্গ বা লক্ষণের চিকিৎসা। এ ধরনের দাওয়াইয়ে এই সামাজিক ব্যাধির সাময়িক উপশম হলেও, এই রোগ থেকে সমাজের চিরতরে মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না।

২.১৩ নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের সাধারণ দিক নির্দেশনা

নারীর ওপর নির্যাতনের ইতিহাসটি পুরনো। তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং নানা প্রতিকারের উদ্যোগটিও পুরনো। এই প্রতিরোধ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের সাধারণ দিক নির্দেশনা -

(ক) আইন সংশোধন ও সংস্কার :

- নারী নির্যাতনের আইনগত বিচার পাবার ক্ষেত্রে আগে আইন ব্যবস্থায় বিদ্যমান এ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি ভিত্তি স্বরুপ নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিদ্যমান আইনকানুন ও প্রথা বিলোপ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ধর্ষণের অপরাধের সঙ্গে যৌন নিপীড়নমূলক অপরাধকেও আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে।
- ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনকানুন সংশোধন করতে হবে। যেমন : ধর্ষণের সংজ্ঞা এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে।
- পারিবারিক নির্যাতন ও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(খ) আইনের প্রয়োগ :

- নারী নির্যাতন কমাতে নারী নির্যাতন আইনসহ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিচারের ক্ষেত্রে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির অগ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করতে হবে। কেস ডায়েরির প্রাসঙ্গিকতাও পর্যালোচনা করতে হবে।

(গ) পুলিশ প্রশাসন :

- পুলিশ কর্তৃক নারী নির্যাতনের এফআইআর রেজিস্ট্রেশনের পথে সকল বাধাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা দূর করতে হবে।
- নির্যাতনের শিকার নারী কিংবা বালিকাকে পুলিশ হেফাজতে (নিরাপদ বা নিরাপদ হেফাজত যে নামেই একে ডাকা হোক না কেন) রাখা চলবে না।
- পুলিশকে নির্যাতনের তদন্তকালে তাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কর্তব্যে অবহেলার জন্য শাস্তির বিধান রাখতে হবে এবং নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেই মূল তদন্তকারী বডি হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। তাই আলাদা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী নির্যাতন সংক্রান্ত তদন্ত সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও নতুন করে আবার তদন্ত করার নির্দেশ দানের জন্য বিচার বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত তদন্ত পর্যবেক্ষণ করার অধিকার অবশ্যই ফরিয়াদি পক্ষের আইনজীবীকে দিতে হবে।

- সকল পুলিশ স্টেশনে 'নারী সেল' স্থাপন করতে হবে এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ পুরোপুরিভাবে তদন্ত করার মতো পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও সুযোগ - সুবিধা তাদের প্রদান করতে হবে।

(ঘ) গণমাধ্যমের ভূমিকা :

- সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা সৃষ্টির জন্য নারী নির্যাতনের বিচারের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থার সফল উদাহরণ গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার রিপোর্ট সংবাদপত্রে নিছক পত্রিকার কাটতি বাড়াবার স্বার্থে বা মানুষের মনে সুড়সুড়ি দিতে যেন প্রকাশ করা না হয় সেজন্য অবশ্যই সংবাদপত্রকে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

(ঙ) আইনজীবীদের দায় - দায়িত্ব :

- আইনজীবীদেরকে অবশ্যই বিদ্যমান কোড অব এথিকস বা নৈতিক বিধি মেনে চলতে হবে।
- নারী নির্যাতনে বিচার করা জন্য বিচার বিভাগকে সচল রাখতে ব্যক্তি, এনজিও ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে আইনজীবীদেরকে আলাপ - আলোচনা ও মত বিনিয়োগে যেতে হবে।

(চ) চাপ প্রয়োগকারী গ্রুপ গঠন :

- নারী নির্যাতনের গুরুত্বপূর্ণ চলতি ঘটনাগুলো সনাক্তকরণ ও সেগুলো বিচার কার্য তদারকি করা এবং আইনি প্রক্রিয়াকে উৎসাহ যোগাবার জন্য নাগরিকদের নিয়ে চাপ প্রয়োগকারী গ্রুপ (Pressure Group) গঠন করতে হবে।

(ছ) সহায়ক পরিষেবা প্রদান :

- নারী নির্যাতনে শিকার এমন পরিবারকে নানাবিধ সহায়তা প্রদানের জন্য ফ্যামিলি কাউন্সিলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- নারী নির্যাতন পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, পেশাজীবী ও বিভাগের সমন্বয় একটি জাতীয় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(জ) প্রশিক্ষণ :

- সমগ্র পুলিশ বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ নারী নির্যাতন : প্রতিকার ও প্রতিরোধের সঙ্কট

নানা অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীরা এখনো অব্যাহতভাবে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। পুরুষতন্ত্র, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনকানুন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও প্রথার কারণে নারী নির্যাতন বাংলাদেশের সমাজে অনেকটাই অনুমোদিত। নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মূল কারন অনুধাবনের ঘাটতি নারী নির্যাতন রোধের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করার মত প্রয়োজনীয় কর্মসূচির এখনো ঘাটতি রয়ে গেছে। নারী নির্যাতন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবের ফলে আবার প্রকৃত বাস্তবতা জেনে-বুঝে নীতি নির্ধারণ এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করাটা দুরুহ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক মনোভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজের নারীদের অধস্তন অবস্থানকে আরো পাকাপোক্ত করে। এর ফলে নারী ও মেয়েশিশুরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক দেশেই স্বাস্থ্যব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্র, প্রচার মাধ্যম, শিক্ষাব্যাবস্থা এবং সর্বোপরি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের একটি সমন্বিত বহুমুখী অ্যাপ্রোচ এখনো নেই বললেই চলে। বৈবাহিক জীবনে যৌন নির্যাতনসহ পারিবারিক নির্যাতনকে অনেক দেশে এখনো ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিফল সম্বন্ধে উপলব্ধি, কীভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়, নির্যাতিতের অধিকার - এসব ব্যাপারে এখনো সচেতনতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও পারিবারিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতন এবং শিশু পর্ণোগ্রাফীর বিরুদ্ধে আইন ও আইনগত ব্যবস্থা-বিশেষত অপরাধীদের বিচার-এসব এখনো অনেক দুর্বল। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কৌশলগুলোও খন্ডিত ও প্রতিক্রিয়াধর্মী এবং এসব ইস্যুতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচিরও প্রচন্ড অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু দেশে নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে এবং সকল ধরনের যৌন ও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আরো অনেক নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি করছে।

নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের সঙ্কট এর ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব রয়েছে। আর এক্ষেত্রে পুলিশও সঠিক ভূমিকা পালন করে না। কারন নারী নির্যাতন মামলাগুলির সাথে পুলিশ বিভাগ সরাসরি জড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুলভাবে এফ.আই.আর. দাখিল এবং বিদ্যমান আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় নারী নির্যাতন মামলাগুলি অনেক সময় দুর্বল হযে পড়ে। পুলিশ আন্তরিক না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিচার বিঘ্ন হতে বাধ্য। নারী নির্যাতনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা সঠিক না থাকার কারণে বিচার শেষে আসামি খালাস পায় এবং এই সকল আসামি পুনরায় একই অপরাধ করে। উপরন্ত পুলিশ মনে করে যে অধিকাংশ নারী নির্যাতন মামলা ভুয়া এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে পুরুষ আত্নীয়দের দ্বারা নারীরা এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (নাসরিন, ২০০৪)। এছাড়াও পুলিশ বিভাগের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাব এবং পুলিশ বাহিনীতে নারীদের সংখ্যা স্বল্পতা ইত্যাদি হল নারী নির্যাতন মামলা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

এখানে আরোও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেই ১৯৯৯ সালেই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনে। মহিলা মন্ত্রণালয়ে তখন জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের প্রতিবেদনে তুলে ধরে যে, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ ও তদন্তের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উদাসীনতা উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এজন্য তখন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নারী নির্যাতন রোধে ৮ দফা সুপারিশ পেশ করা হয় (প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ১৯৯৯) ।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ নারী নির্যাতন : প্রতিরোধে ভবিষ্যত কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম

নারী নির্যাতন বন্ধে সরকার আইন - কানুন প্রণয়ন করা ছাড়াও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য বেশ কিছু কার্যক্রম নিয়ে রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- সিডও'র ধারা ২ ও ধারা ১৬ (১) গ এর ওপর থেকে সরকারকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে। সিডওর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা আমাদের সংবিধানে জেন্ডার সমতা ও যেকোন ধরণের বৈষম্য বিলোপ নিশ্চিত করে। এছাড়াও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, দারিদ্র বিমোচন কৌশলে জেন্ডার সমতাকে মূল ধারায় আনার অঙ্গিকার করা হয়েছে।
- বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন বা Personal Law সংশোধন এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করা এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন (UFC) প্রণয়ন ও কার্যকর করা।
- সরকারকে বর্তমান নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ও সংশোধনী ২০০৩ কার্যকর করতে হবে যেখানে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে এবং যেখানে ধর্ষিতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।
- নিরাপদ হেফাজতের ক্ষেত্রে নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার প্রদানের জন্য বিদ্যমান আইনে নতুন ধারা সংযুক্ত করা। নিরাপদ হেফাজতে থাকা নারীর অবস্থাকে অবশ্যই পরিবীক্ষণ ও তদন্ত করা।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত, ২০০৩) এর মধ্যে পারিবারিক নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে অন্তর্ভূক্ত করা ; এই আইনে ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন ধর্ষণ রুপে চিহ্নিত। এখন স্ত্রীর সঙ্গে সকল ধরণের সম্মতিহীন সহবাসকেও ধর্ষণ বলে চিহ্নিত করণ নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের সকল ধর্মের সকল সদস্যদেরকে পারিবারিক আদালতের আওতায় আনার জন্য পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর সুযোগ ও পরিধি বৃদ্ধি করা।
- ফতোয়া ও ফতোয়াজনিত নারী নির্যাতন অবশ্যই যথাযথভাবে তদন্ত ও বিচার করতে হবে এবং আইনগতভাবে ফতোয়া নিষিদ্ধ করা।
- সরকারের সকল কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগের সদস্যদেরকে অবশ্যই সিডওতে বর্ণিত নারীর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। নারী অধিকার সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে অবশ্যই সিডও বিধান প্রয়োগের জন্য সংবেদনশীল করা।
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিদ্যমান আইনকানুন চিহ্নিত করে এসব আইন বদল বা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী থেকে নারীদেরকে রক্ষা করতে যৌন হয়রানী রোধ আইন বা আচরণবিধি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে নারীদের রক্ষার জন্য কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত মান বজায় রাখা।
- নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য সমান সুযোগ ও সমান মজুরি চালু করণ।
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও সমাজের পুরুষ সদস্যদের সামাজিক ও আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংস্কার নিশ্চিত করণ।

- ইতিমধ্যে চালু করা বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম (পুনবার্সন কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার) আরো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ।
- স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে মানবাধিকার ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতি চর্চার জন্য সরকারকে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও শিক্ষা মাধ্যমকে ব্যাবহার করতে হবে।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষদেরকে জড়িত ও সংবেদনশীল করা দরকার।
- নারী নির্যাতন রোধে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, নারী ও পুরুষ বিশেষত তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- নারী নির্যাতন রোধে সরকার কর্তৃক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি কেন্দ্রীয় সেল (Central Cell) স্থাপন এবং মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় অনুরুপ সেল গঠন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই কেন্দ্রীয় সেলের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য একটি ১৫ সদস্যের আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্বন্বয় কমিটি গঠন।
- নারী অধিকার সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে সংশোধনী আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী আইন কমিশন গঠন (Permanent Law Commission)।
- পুলিশ সদর দপ্তর সহ ৪ টি পুলিশ স্টেশনে নারীর জন্য ' স্পেশাল সেল ' স্থাপন।
- জেলা-উপজেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতন রোধে সরকার কর্তৃক কমিটি গঠন, যা নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনগত, চিকিৎসা ও মানসিক সহায়তা প্রদান করবে।
- নারী নির্যাতন রোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহুখাতওয়ারি প্রকল্প গ্রহণ। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা দ্রুত তদন্ত এবং নির্যাতিতার আইনগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার স্থাপন।
- ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা নারীর জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ও সেফ কাস্টডি বা নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা।
- নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তার জন্য মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক একটি কর্মসূচি গ্রহণ ; যা নির্যাতিতাকে দক্ষতা অর্জন, উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আইনগত সহায়তা করছে।
- ইউ.এন.এফ.পি.এ.-এর সহায়তায় মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক নারী নির্যাতন বন্ধে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন। নারী নির্যাতন বিলোপে সামাজিক তৎপরতা এবং নারী নির্যাতন সম্বন্ধে পুরুষদের মনোভাব পরিবর্তন হলো এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

২.১৬ নারী নির্যাতন : এক দশকের অর্জনসমূহ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে নারী নির্যাতনের খবর প্রকাশের মাধ্যমে সমূহ বিশেষত সংবাদপত্র ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে তা এখন সংবাদ মাধ্যমে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। অবশ্য ইলেকট্রিক মিডিয়া যথাযথভাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে না। দৈনিক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই ভয়াবহ চিত্র কেবল নারী নির্যাতনের রিপোর্টকৃত ঘটনা সংখ্যা বৃদ্ধির হারকেই তুলে ধরে। যদিও এ ধরণের নারী নির্যাতনের ঘটনার অধিকাংশই এখনও রিপোর্ট আসে না এবং এসব ঘটনা অদৃশ্য রয়ে যায়।

(ক) এক দশকের অর্জনসমূহ :

- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আংশিক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নারী নির্যাতন রোধে প্রশাসনের অধিক মাত্রায় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি।
- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্যাতিত পরিবারের নারীরা এখন সাহস করে সামনে এসে ন্যায় বিচারের দাবি জানাচ্ছে।
- সংবেদনশীলতা সৃষ্টির কর্মসূচির ফলে গণমাধ্যম (বিশেষত সংবাদপত্রগুলো) এখন নারী নির্যাতন রোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(খ) বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ :

- নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও নারী নির্যাতনের সংখ্যা, ধরণ ও মাত্রা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে।
- বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত সিডও'র সনদের ধারা ২ ও ধারা ১৬ (১) গ এর উপর তার সংরক্ষণ বা আপত্তি বজায় রেখেছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের দুর্বল রুপরেখা ও বাস্তবায়নের দুর্বলতার জন্য নারীরা নিরাপদ হেফাজতে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
- স্কুলের বালিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সকল বয়সের নারীরা সর্বত্রই নিরাপত্তাহীন। বালিকা, তরুনীরাই নির্দিষ্টভাবে নির্যাতনের ঝুঁকির মুখে আছে।
- বিভিন্ন গণপ্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকালে নারীরা এখন লাগাতারাভাবে পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত ও গ্রেফতার হচ্ছে। নারীরাই ফতোয়ার শিকার হচ্ছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ - ২০০৩ এ সময়কালে প্রতিবছর নারী নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে গড়ে ৩০ টি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ফতোয়া দিয়ে নারী নির্যাতন।
- নারী নির্যাতন মোকাবেলায় বিদ্যমান আইন প্রক্রিয়া হচ্ছে জটিল। নারী নির্যাতন রোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ও বিচার বিভাগে জেন্ডার ভারসাম্যহীনতা ও জেন্ডার অসচেতনতা রয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনকানুন সংশোধন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য খুব সামান্যই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব রয়েছে। কেননা রাজনৈতিক দলগুলির ইস্তিহারে নারী নির্যাতনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। আর এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যখন আমরা ধর্ষণকে সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযানের একটি রুপ হিসেবে দেখতে পাই, যা কিনা নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ ধরন।

- ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই সাম্প্রদায়িক উচ্ছেদপর্ব চলে, যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা, বিশেষত কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীরা গণধর্ষণ সহ নানা ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।
- সমাজ ও সরকার এখন পর্যন্ত পারিবারিক নির্যাতনকে সনাক্ত ও মোকাবেলা করতে পারেনি এবং স্ত্রী ধর্ষণকে নারী নির্যাতনের একটি রুপ হিসাবে চিহ্নিত করেনি।
- এখনও কতগুলি ক্ষেত্রে যথাযথ আইনের (ধর্ষণ, অশ্লীল মন্তব্য দিয়ে উত্যক্ত করা) এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ নারী নির্যাতনের মামলা বিচারহীন থেকে যায়। এসিড আমদানি, তৈরী ও বিক্রি সংক্রান্ত আইন থাকা সত্ত্বেও তা এখনও হ্রাস পায়নি। সর্বোপরি মেকানিজম অকার্যকর হওয়ার কারণেও এসিড সন্ত্রাস চলছে।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যজনিত নির্যাতন সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। এ ধরনের নির্যাতন চিহ্নিত করা হলেও তা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না।
- সারাদেশে নির্যাতিতাদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সুলভ নয় বরং তা অতি সামান্য।
- এসিড দগ্ধের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।
- নির্যাতিতা নারীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও আইনগত সুযোগ এখনও পর্যন্ত সহজলভ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৭ নারী নির্যাতন : বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতিমালা

নারী নির্যাতনের বিপক্ষে বাংলাদেশ সরকার সব সময় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ অর্থাৎ CEDAW(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) সনদে স্বাক্ষরদানকারী একটি সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশ বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) এর সমর্থনকারী একটি দেশ। দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সিডো ও পি.এফ.এ. - এর সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নারীর বিরুদ্ধে সব ধরণের বৈষম্য ও নির্যাতন দূরীকরণের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও নারী - পুরুষের সমান অধিকারের কথা সমানভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির মূলে কুঠারাঘাত ঠিকই শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। এখন এই অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গির দেয়াল ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজন বিরামহীন কাজ করে যাওয়া।

- **ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার :**
  দেখা গেছে অধিকাংশ নির্যাতিতা নারী অসহায়। তাদের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার মতো লোক কম। তারপর এক জায়গায় সবগুলো বিষয়ের সমাধান পাওয়া যায় না। এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় চালু করেছে নির্যাতিতা নারীদের সকল ধরনের সহযোগীতা প্রদানকারী কেন্দ্র One Stop Crisis Centre বা OSCC এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্রে এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে এক স্থান থেকে নির্যাতিতা নারীদের জন্যে উন্নত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ; কাউন্সেলিং ; অপরাধের রিপোর্ট করা ; আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ; পুলিশী তদন্ত সহায়তা ; মনস্তাত্ত্বিক ও পুনর্বাসন সহায়তা ; প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য নির্যাতিত নারীদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে আশ্রয়, পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তার জন্য নির্বাচিত এন.জি.ও. গুলোতে প্রেরণ করা সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মকর্তা - কর্মচারীদের সম্বন্বয়ে One Stop Crisis Centre এর কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো - এটি একটি সেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তবে এর খবর না জানার জন্য নির্যাতিতা ও অন্যান্যরা ওসিসির সেবা গ্রহণ করতে পারছে না। এসিড ও অগ্নিদগ্ধদের চিকিৎসার জন্য একটি বার্ণ ইউনিটও রয়েছে। এছাড়াও ওসিসিকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি ডিএনএ টেস্ট ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে, যার দ্বারা ধর্ষণকারীকে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগীয় শহরের সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার নির্মিত হচ্ছে।

- **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ :**
  ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে ' নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করার পর একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য এ আইনে যে সমস্ত শাস্তির বিধান রয়েছে তা হল, এ আইনের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকবে। এছাড়াও দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি ; নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি ; শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি ; নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ; মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি ; ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি ; যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দন্ড ; যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ; সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ ; এসব উল্লেখযোগ্য।

- **এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন :**
  এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান, পৃথক ট্রাইবুনালে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন এবং একটানা ৯০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করার বিধান রেখে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত এসিড অপরাধ দমন বিল ২০০২ সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। বিলে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য, অ-আপোসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিলের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এসিড নিক্ষেপের ফলে ক্ষতিগ্রস্তকে অর্থদন্ডের অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসিড অপরাধ দমন বিল ২০০২ এ বলা হয়েছে , আপাতত বলবত অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকবে।

- **নিরাপদ হেফাজত :**
  নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন বা হয়রানি থেকে নারী, কিশোরী ও শিশুদের রক্ষার জন্য এবং সাজাপ্রাপ্ত নয় কিন্তু সন্দেহজনক নারী অপরাধীদের রাখার জন্য মহিলা মন্ত্রণালয় একটি নিরাপদ হেফাজত বা সেফ কাস্টডি হোম (Safe Custody Home) প্রকল্প চালু করেছে। এ ধরনের আরো কয়েকটি নারীদের নিরাপদ হেফাজত বাড়ি বা সেফ কাষ্টডি হোম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

- পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচার রোধ বিষয়ক সার্ক কনভেনশন (২০০০) অনুমোদন।
- নিরাপদ আশ্রয়প্রার্থী নারীদের জন্য কতগুলো আশ্রয় কেন্দ্র চালু।
- গণমাধ্যমে ধর্ষিতা নারীদের ছবি ছাপানো নিষিদ্ধকরণ করায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- ' কাউন্টার ট্রাফিকিং ফ্রেমওযার্ক রিপোর্ট : বাংলাদেশ পারস্পেকটিভ ' প্রকাশ করে বহু খাতওয়ারি ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে পাচার রোধের গাইডলাইন প্রদান।
- সকল প্রকার নারী নির্যাতন রোধে সরকারি উদ্যোগে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্বাধীন প্রশাসন, এন.জি.ও. ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহণে ২০০৩ সালে দেশজুড়ে জাগরণ পদযাত্রা। এ বছরই ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনুষ্ঠিত ঢাকার এই জাগরণ পদযাত্রা উদ্বেধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
- প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যৌতুক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে বিশিষ্ট নাগরিকদের পত্র প্রেরণ।
- পাচার প্রতিরোধের (বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার) পদক্ষেপগুলো পরিবীক্ষণের জন্য একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পুলিশ সদর দপ্তরে একটি পরিবীক্ষণ সেল স্থাপন।
- আই.এল.ও-এর আর্থিক সহায়তায় মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রম ও যৌন শোষণের জন্য শিশু পাচার রোধে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮ সদস্যের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পাচার ও তা রোধ সংক্রান্ত মামলা পরিবীক্ষণ।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী) ২০০৩
- এসিড নিয়ন্ত্রণে আইন ২০০২
- এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২
- নারী নির্যাতন বন্ধে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে।

২.১৮ নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যবলী

নারী নির্যাতনের সাথে জড়িত এমন কতগুলো তথ্য আছে। যা আমাদের না জানলেই নয়। তাই জানা ও বোঝার জন্য তথ্যগুলো নিম্নে উপস্থাপিত হল।

(ক) জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসটির স্বীকৃতি ও ঘোষণা :

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের ৫৪ তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবনায় ২৫ নভেম্বরকে ' আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন নির্মূল দিবস ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও এর পূর্বে ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকার লংঘন হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ দিবসটি স্বীকৃতি পায়। এভাবে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের একটি বিজয় ঘটে।

(খ) নারী নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি :

নির্যাতন ও বৈষম্যমুক্ত হয়ে নারীর অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক নারী আজও মনে করে তাদের ওপর মারধর করার অধিকার তাদের স্বামীদের রয়েছে। ঐ সমীক্ষার ফলাফলে আরো দেখা গেছে, অধিকাংশ নারী মনে করে, যদি কোনো নারী কোনো পুরুষ দ্বারা ধর্ষিত হয় তাহলে ঐ নারীর উচিত ঐ ধর্ষণকারী পুরুষটিকে বিয়ে করা। নারীদের এ ধারণাও সঠিক নয় তাতে ধর্ষণকারীরা পরোক্ষভাবে পুরুস্কৃত হয় এবং সমাজে ধর্ষণ প্রবনতা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) সমাজে নারী নির্যাতিত কেন ? :

সমাজে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছে। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে ততই যেন নারীদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক কারণ জড়িত আছে এর সাথে। এসব নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, দারিদ্র , শিক্ষার নিম্নমান, পরিবারে নারীর অবস্থান, নির্যাতন ও ধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করা যায়।

(ঘ) নারী নির্যাতনের তীব্রতা বৃদ্ধি :

সাম্প্রতিককালে সামাজিকভাবে অবমাননা করার অস্ত্র হিসাবে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিবারের নারী ও শিশুরা যৌন নিপীড়নের শিকারে পরিণত হচ্ছে। বয়স ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরাও পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক উচ্ছেদের পন্থারূপে ব্যাপকভাবে যৌন নির্যাতনের (ধর্ষণ, গণধর্ষণ) শিকার হচ্ছে। পথে প্রান্তরে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা, এসিড নিক্ষেপ এই ধরণের নারী নির্যাতনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও চলতে ফিরতে অশ্লীল মন্তব্য, অপহরণের অপচেষ্টা এবং যৌন নিপীড়নের কারণে কিশোরী ও তরুণী মেয়েরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। পুলিশের নিরাপদ হেফাজতে ধর্ষণও বর্তমানে একটি গুরুতর বিষয়।

(ঙ) জেন্ডার প্রেক্ষিতে পারিবারিক নির্যাতন (পারিবারিক নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা) :

সাধারণত পারিবারিক নির্যাতন হল পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন, যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে মারধোর ও অত্যাচার, হত্যা, স্ত্রী ধর্ষণ (Marital Rape), অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, বিপজ্জনক গর্ভপাত ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পারিবারিক নির্যাতনকে সাংস্কৃতিকভাবে অনুমোদন করা হয়। অথচ নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে থাকে এই ব্যক্তিগত জীবনের পরিধিতে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা। কিন্তু রাষ্ট্রের বা সমাজের এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করাটা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা নানাভাবে এমন পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা টিকিয়ে রাখে, যা গৃহের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনকে মদদ দেয় বা মেনে নিতে অভ্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে আবার গোপনীয়তা, চক্ষু

লজ্জা, অপর্যাপ্ত নিদর্শন, সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা কারণে পারিবারিক নারী নির্যাতন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বিশ্বে প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে ১ জন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার। পাকিস্তানে ৮০ শতাংশ নারী নিজ গৃহে নির্যাতিত হন। পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে এখানে অনেক নারী হত্যার (Honour Killing) ঘটনা ঘটে, যা আবার প্রকাশ পায় না। নারীর জীবনে পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতন ছাড়াও মানসিক নির্যাতনের দিকটা কম গুরুত্ব পায়। অথচ নারীর জীবনে এর কোনটারই ক্ষতিকর প্রভাব কম নয়। বরং কখনো কখনো পরোক্ষ বা মানসিক নির্যাতন নারীর জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে।

(চ) ভ্রান্ত প্রচারের কারণে নির্যাতন বেড়েছে :

যুগ যুগ ধরে নারীদের মনে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ নারীদের জন্য নয়। এখনো এই ধারণাই বদ্ধমূল রাখার চেষ্টা চলে যে, নারীরা ঘরের বাইরে গেলে সংসার নষ্ট হয়ে যায়। সন্তান বিপথগামী হয়। মেয়েদের প্রতি এই ধারণাকে প্রচার মাধ্যমগুলো, যেমন - নাটক, চলচিত্র, গল্প, উপন্যাস - আরো দৃঢ়মূল করে। যার ফলে বর্তমান সময়ে বিয়ে ও যৌতুক, তালাক ও নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, স্ত্রী - হত্যা, শিশু পাচার, গৃহকাজে নির্যাতনের মতো নৃশংসতা সমগ্র সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

(ছ) রাষ্ট্র কর্তৃক নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উদ্যোগ :

- **আইনগত সহায়তা** : বিভিন্ন সময়ে নারীদের স্বার্থ রক্ষায় বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন : পেনাল কোড ১৮৬০, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪, শিশু আইন ১৯৭৪, বাল্যবিবাহ দমন আইন ১৯২৯, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত, ২০০৩) ইত্যাদি। তালিকাটি দীর্ঘ হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও নারীর দূর্বল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে এইসব অধিকাংশ আইনের অধীনে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়। নারী নির্যাতন মামলাগুলির সাথে পুলিশ বিভাগ সরাসরি জড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভুলভাবে এফ.আই.আর. দাখিল এবং বিদ্যমান আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় নারী নির্যাতন মামলাগুলি অনেক সময় দুর্বল হযে পড়ে।
- **চিকিৎসা সহায়তা** : নির্যাতনের শিকার নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, কাউন্সিলিং, অপরাধের রিপোর্ট করা, আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০০১ সালে একটি বার্ণ ইউনিট ও একমাত্র ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগীয় শহরের সরকারি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসেস সেন্টার নির্মিত হচ্ছে। এছাড়াও পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচার রোধ বিষয়ক সার্ক কনভেনশন (২০০০) অনুমোদন করা ; নিরাপদ আশ্রয়প্রার্থী নারীদের জন্য কতগুলো আশ্রয় কেন্দ্র চালু ; গণমাধ্যমে ধর্ষিতা নারীদের ছবি ছাপানো নিষিদ্ধকরণ করায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

(জ) নারী নির্যাতন রোধে এন.জি.ও.দের উদ্যোগ :

নারী অধিকার সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, বিভিন্ন এন.জি.ও. এবং নারী নেত্রীদের প্রেসার গ্রুপ বা চাপ প্রয়োগকারী দল হিসাবে কাজ করার মাধ্যমে বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের সক্ষমতা গঠন এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে শক্তিশালী করার জন্য এন.জি.ও. রা নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করেছে। যেমন- আইনি সহায়তা প্রদান, যৌতুক, বউ পেটানো ও পারিবারিক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে নারীদের সমবেত করা এবং র‍্যালি, সংবাদ সম্মেলন, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা, প্রচলিত

আইনের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য লবিং, নারী নির্যাতন রোধে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচার অভিযান চালানো ইত্যাদি।

আসলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এন.জি.ও. গুলোর নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নির্যাতিতা নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, স্থানীয় সমাজকে সংবেদনশীল করা, নির্যাতনের ঘটনা পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ করা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন কমিটি গঠন, তৃণমূল পর্যায়ে পুরুষদেরকে সংবেদনশীল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, আইনগত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, সিডও পূর্ণ অনুমোদনের জন্য আন্দোলন, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করার জন্য সরকারের কাছে এর খসড়া পেশ ইত্যাদি। এখানে অবশ্যই এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সিডও কমিটি বাংলাদেশ সরকারকে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড গ্রহণ এবং সিডও সনদের ধারা ২ ও ধারা ১৬ (গ) - এর ওপর আরোপিত সংরক্ষণ প্রত্যাহারের জন্য সুপারিশ করেছে। এছাড়াও নারী নির্যাতনের প্রতিকার ও নির্যাতনকারীর বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ, মিছিল, মানববন্ধন, স্বাক্ষরতা সংগ্রহ অভিযান ইত্যাদি হচ্ছে সিডও ও পিএফএ বাস্তবায়নে এন.জি.ও. দের দ্বারা গৃহীত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

(ঝ) গণমাধ্যমের ভূমিকা :

নারী নির্যাতনরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য গনমাধ্যম নিতে পারে বড় ধরনের ভূমিকা। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, বই-পুস্তক, চলচিত্র এসব নানাভাবে নারী নির্যাতন ও বৈষম্যের ওপর জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও বাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করতে পারে। বিগত কয়েক বছর ধরে এ জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচারিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু কাজ করে চলেছে দেশের বেশ কয়েকটি পত্রিকা। বর্তমানে দেশের কয়েকটি জেলা শহর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকাও নারী অধিকার বিষয়ে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশ করে চলেছে। সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও আগের তুলনায় অনেকটা সাফল্যের সঙ্গে সংবাদ, নাটক, আলোচনা ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী বিষয়ক তথ্য প্রচার করছে। তবে শক্তিশালী গণমাধ্যম চলচিত্রে নারীর উপস্থিতি এখনও নেতিবাচক।

(ঞ) আঞ্চলিক নেটওয়ার্কিং :

নারী নির্যাতন কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রকট নয়। তবে এখানে নানা ধরণের নারী নির্যাতনের মধ্যে কতগুলি বিশেষ ধারা আছে। আমরা যেখানে বাস করি সেখানে ১৯৯০ সালে সার্ক কর্তৃক মেয়েশিশু দশক ঘোষণা করা হয়েছিল। তবুও ১৯৯৭ সালে এই দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জেন্ডার অসংবেদনশীল রুপে চিহ্নিত হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের (পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য হত্যা, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, পাচার) শিকার কিন্তু এই নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা পর্যাপ্ত সহায়তা পায় না। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন রোধ কল্পে সামাজিক চাপ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ট) বিচারের বাণী নিরবে কাঁদে :

নারী নির্যাতনের খবর বেশির ভাগ সময়ই আড়ালে থাকে। হাতে গোনা যে কয়েকটি প্রকাশিত হয় তার মধ্যেও মাত্র ৭% ঘটনায় মামলা দায়ের হয়। আর এসমস্ত মামলায় মাত্র ১২% অপরাধী পরবর্তী সময়ে সাজা পায়। কিন্তু ৮৮% - ই খালাস পেয়ে যায়। এছাড়াও ধর্ষণের মামলা হয় খুব কম এবং এগুলোর অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়ার কারণে বাতিল হয়ে পড়ে।

(ঠ) আর নিরবতা নয় :

পারিবারিক নির্যাতন প্রতিকারে নানা উদ্যোগ সংগঠিত হচ্ছে। একে সংজ্ঞায়িত করাসহ আইনের অধীনে আনার বহুমুখী প্রয়াস চলছে। সবার আগে প্রয়োজন পারিবারিক নির্যাতনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধরুপে চিহ্নিত করার জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। তথাকথিত ব্যক্তিগত বিষয়ের চৌহদ্দি থেকে একে সামাজিক বিষয়ে পরিণত করা। পরিবারের অপ্রকাশ্যতা থেকে একে প্রকাশ্যে আনা। পারিবারিক নির্যাতনকে ঘিরে থাকা নীরবতার সাংস্কৃতিকে আঘাত হানা। আর কাজটা কে করবে বা কখন করবে- এ বির্তকে না গিয়ে আমাদের সকলকে এখনই এক্ষেত্রে তৎপর হতে হবে। তবে শুরুতেই করতে হবে নিজের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন সাধন। কেননা এই পারিবারিক নির্যাতন বিরোধী সচেতনতাই আমাদের উদ্দীপ্ত ও চালিত করবে পারিবরিক নির্যাতন রোধকারী তৎপরতায়।

(ড) অনাগত শুভ কিংবা নতুন দিন :

নারী নির্যাতনের বহুরূপী ও ভয়ঙ্কর নানা মুখ দেশের সর্বত্র বারবার ও প্রতিদিন ঝলসে উঠছে। কিন্তু এসবের মাঝেও কিন্তু ঠিকই বের হয়ে আসছে সমাজের নানা ক্ষেত্রে সংগ্রামশীল ও সফল নারী মুখ। কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ছাড়াও বাড়ছে নারী উদোক্তা ও সংগঠক। অনেক পুরুষই আজ প্রথাগত ধারণার বাইরে এসে নারীর সঙ্গে একত্রে কাজ করছেন নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন তথা নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে। নারী নির্যাতন বা এসিড সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যাই বলে দেয় তারা এখন ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছে। এই সংখ্যা আরো বাড়াতে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজন রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তি উদ্যোগ। সেই সঙ্গে দেশের সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিত হলে তা নারী নির্যাতন রোধের জন্য সহায়ক হবে। নারী নির্যাতন বিরোধী সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সমমর্যাদা ও অধিকারে নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি হলে নিকট ভবিষ্যতে নারী নির্যাতন ক্রমশ লোপ পাবে। আর এভাবেই নারীর জন্য তথা সকল মানুষের জন্য অনাগত দিন হয়ে উঠবে নতুন ও শুভ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় তিন : জনমিতিক তথ্য

৩.১ জনমিতিক তথ্য :
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন
৩.২ পরিশিষ্ট

৩.১ জনমিতিক তথ্য : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

আমাদের এই সমাজে প্রতিটি নারীই কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার। আর তার পাশাপাশি নারী নির্যাতনও বিস্তৃতি লাভ করছে। আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা খুব কম মানুষ গুলোই প্রায়ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের অর্জিত চিত্র নিয়ে সমাধানের উদ্দ্যোগ নেন কিছু কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের দীনতাটুকু লুকাবার জন্য। আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবার পরই একটা ঘটনা সমাজে নারী নির্যাতন হিসাবে চিহ্নিত হয়। আর এ কারণে যে কেউ কোন না কোন ভাবেই নারী নির্যাতনের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন সেটা হবে একটা খন্ডিত চিত্র।

বাংলাদেশের নারীরা এখনও বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার ও বিধি নিষেধের মাঝে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে। নারীরা পারিবারিক ভাবেই বেশী নির্যাতনের শিকার। পরিবারের মঙ্গল সাধনে নারীদের বিরাট অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিপূর্ণ গুরুত্ব এখনো স্বীকার করা বা বিবেচনা করা হয় না। নারীরা কিরূপ বয়সে বেশী নির্যাতনের শিকার হন এ সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া তাদের পেশা এবং আয়মূলক কর্মকান্ডের হারও জানা যাবে। এছাড়া উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বয়স ও লিঙ্গ, সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা/অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, মাসিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কেও জানা যাবে। এসবের সাথে সাথে উত্তরদাতাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের ধর্ম, স্বামীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও মাসিক আয়, উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স, দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স, উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের মধ্যে পার্থক্য, সন্তান সংখ্যা প্রভৃতি - এসকল বিষয় সর্ম্পকে এই জনমিতিক তথ্য হতে ধারণা পাওয়া যাবে। নারীদের জনমিতিক তথ্য ও উপাদান গুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সারণী আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিনা গবেষণা কাজকে আরও বেশী তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং নির্যাতিত নারীদের জনমিতিক তথ্য সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে জানা সম্ভব হবে।

সারণী নং -

৩.১.১ : উত্তরদাতাদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
১৮-২১	১২	২৩.৫
২২-২৫	১৬	৩১.৪
২৬-৩০	৮	১৫.৭
৩১-৩৫	৮	১৫.৭
৩৬-৪০	৫	৯.৮
৪১-৪৫	১	২.০
৪৬-৫০	১	২.০
৫১+	-	-
মোট	৫১	১০০.০

$\overline{X}$ = ২৭.৪

উত্তরদাতাদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ৩১.৪% উত্তরদাতাদের বয়স ২২ - ২৫ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২৩.৫% উত্তরদাতাদের বয়স ১৮ - ২১ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে। এছাড়া ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭% উত্তরদাতারা। ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭% উত্তরদাতারা। ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৯.৮% উত্তরদাতারা। ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ২.০% উত্তরদাতারা। এবং সর্বনিম্ন ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ২.০% উত্তরদাতারা রয়েছে। উত্তরদাতারা সকলেই বিবাহিতা নারী। তাই সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতারা অর্থাৎ (৩১.৪%) এর বয়স ২২ - ২৫ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে হয়েছে। উত্তরদাতাদের গড় বয়স (বছর) ২৭.৪ বয়স (বছর)।

উপরোক্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে, যুবতী বয়সী নারীরা অর্থাৎ ২২ - ২৫ বয়স (বছর) পর্যন্ত বেশী নির্যাতিত হচ্ছে। যুবতী বয়সী এবং মধ্য বয়সী নারীরা অর্থাৎ ২৬- ৩৫ বয়স (বছর) পর্যন্ত কম নির্যাতিত হচ্ছে। আর মধ্য বয়সী নারীরা ও প্রাক বার্ধক্য বয়সী নারীরা অর্থাৎ ৪১ - ৫০+ বয়স (বছর) বয়সীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা আরও কমে গিয়েছে। আর কিশোরী বয়সী নারীরা অর্থাৎ ০ - ২১ বয়স (বছর) বয়সীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রাও কম নয়।

সারণী নং -

৩.১.২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শিক্ষাস্তর	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	১০	১৯.৬
প্রাথমিক	২৯	৫৬.৯
মাধ্যমিক	৫	৯.৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৪	৭.৮
স্নাতক	২	৩.৯
স্নাতকোত্তর	-	-
অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫৬.৯% উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক অর্থাৎ মাধ্যমিকের নিচে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ১৯.৬% উত্তরদাতারা হলেন নিরক্ষর পর্যায়ে যারা কিনা লিখতে, পড়তে পারেন না। এছাড়া ৯.৮% উত্তরদাতারা মাধ্যমিক অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পাস আর করতে পারে নাই। অন্যদিকে ৭.৮% উত্তরদাতারা উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ স্নাতক এর নিচে। আর ৩.৯% উত্তরদাতারা হলেন স্নাতক পাস যা কিনা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের নিচে। অন্যদিকে অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ নাম মাত্র আরবী পড়া পড়তে পারেন, নাম দস্তখত, হালকা হিসেব কষতে পারেন ২.০%উত্তরদাতারা ।

অর্থাৎ সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর বাদে মোট নারী উত্তরদাতাদের (১০০% - ১৯.৬% = ৮০.৪%) ৮০.৪% শিক্ষিত। যার মধ্যে (৫৬.৯% + ৯.৮% = ৬৬.৭%) ৬৬.৭% উত্তরদাতারা হলেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত। অন্যদিকে (৭.৮% + ৩.৯% + ০% + ২.০% = ১৩.৭%) ১৩.৭% উত্তরদাতারা হলেন উচ্চ মাধ্যমিক হতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্তশিক্ষিত। এই চিত্র আমাদের দেশে শিক্ষাগত ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক সংখ্যায় ঝরে পড়ার হার নির্দেশ করে।

সারণী নং -

৩.১.৩ : উত্তরদাতাদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

ধর্ম	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
ইসলাম	৫০	৯৮.০
হিন্দু	১	২.০
খ্রিষ্টান	-	-
বৌদ্ধ	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮.০% উত্তরদাতারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর বাকী ২.০% নারী উত্তরদাতারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী।

উপরোক্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, সাধারণত ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা কুসংস্কারের কারণে, " স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশ্ত " চিন্তা করে নিদ্ধিধায় নির্যাতিত হচ্ছেন। আর স্বামীরাও পুরুষশাষিত সমাজের কারণে নারীদের নির্যাতন করে আসছেন। যা অন্য কোন ধর্মে এতটা লক্ষ্যনীয় নয়।

সারণী নং -

৩.১.৪ : উত্তরদাতাদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

এলাকা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
গ্রাম	১০	১৯.৬
উপজেলা শহর	-	-
জেলা শহর	৪১	৮০.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০.৪% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করেন। আর ১৯.৬% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করেন।

সারণী নং -

৩.১.৫ : উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

এলাকা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
গ্রাম	৪০	৭৮.৪
উপজেলা শহর	-	-
জেলা শহর	১০	১৯.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৮.৪% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করেন। আর ১৯.৬% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করেন। ২.০% উত্তরদাতারা তাদের পরিবার পরিজন সহ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন স্থানে বাস করেন।

সারণী নং-

৩.১.৬ : উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পেশা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
চাকুরী	১৯	৩৭.৩
ব্যবসা	১	২.০
শিক্ষকতা	-	-
গৃহিণী	২৯	৫৬.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬.৯% উত্তরদাতারা হলেন গৃহিণী । যা কিনা (১০০% - ৪৩.২০% = ৫৬.৮০%) ৫৬.৯% অর্থাৎ শতকরা ১০০ জনের মধ্যে ৫৭ জনই হলেন গৃহিণী । অন্য দিকে ৩৭.৩% উত্তরদাতারা হলেন অর্থাৎ (৪৩.২০% - ৫.৯০% = ৩৭.৩০%) চাকুরীজীবী। অপর দিকে ৩.৯% উত্তরদাতারা অর্থাৎ (৫.৯০% - ২.০% = ৩.৯০%) হলেন অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। অপর দিকে বাকি ২.০% উত্তরদাতারা হলেন অর্থাৎ (৫.৯০% - ৩.৯০% = ২.০০%) ব্যবসার সাথে জড়িত। সুতরাং গৃহের বাহিরের কাজে নিয়োজিত নারী উত্তরদাতাদের সংখ্যা মোট (৩৭.৩% + ২.০% + ৩.৯% = ৪৩.২%) ৪৩.২%। এ হার আমাদের দেশের নারীদের ব্যাপকভাবে গৃহকার্যে নিয়োজিত হবার চিত্র তুলে ধরে।

যার ফলে নারীরা স্বামী ও তাদের নিকটাত্নীয়দের উপর ব্যাপক মাত্রায় নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা নারীদের নির্যাতনের অন্যতম কারন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সারণী নং -

৩.১.৭ : উত্তরদাতাদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মাসিক আয় (টাকায়)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
আয় নাই	৩১	৬০.৮
< ১,০০০/	১	২.০
১,০০১/-২,০০০/	৩	৫.৯
২,০০১/-৩,০০০/	২	৩.৯
৩,০০১/-৪,০০০/	৩	৫.৯
৪,০০১/-৫,০০০/	৫	৯.৮
৫,০০০/ <	৬	১১.৮
মোট	৫১	১০০.০

$$\overline{X} = ১৮৫২$$

উত্তরদাতাদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে (১০০% - ৩৯.৩০% = ৬০.৭০%) ৬০.৮% নারীদের কোন আয় নেই। বাকি ৩৯.৩০% এর মধ্যে < ১,০০০/ টাকা হল ২.০% উত্তরদাতাদের। ১,০০১/-২,০০০/ টাকা হল ৫.৯% উত্তরদাতাদের। ২,০০১/-৩,০০০/ টাকা হল ৩.৯% উত্তরদাতাদের। ৩,০০১/-৪,০০০/ টাকা হল ৫.৯% উত্তরদাতাদের। ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকা হল ৯.৮% উত্তরদাতাদের। ৫,০০০/< টাকা হল ১১.৮% উত্তরদাতাদের। উত্তরদাতাদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ১,৮৫২ টাকা ।

উত্তরদাতাদের এই হার নিম্ন আর্থিক অবস্থার নির্দেশক। এর ফলে ব্যায় ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উত্তরদাতার মতামতের কোন গুরুত্ব থাকে না। যার ফলে আর্থিক নির্ভরশীলতার জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা অর্থাৎ নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

সারণী নং -

৩.১.৮ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
১৮-২১	-	-
২২-২৫	৮	১৫.৭
২৬-৩০	১৪	২৭.৫
৩১-৩৫	৯	১৭.৬
৩৬-৪০	১০	১৯.৬
৪১-৪৫	৩	৫.৯
৪৬-৫০	৩	৫.৯
৫১+	৪	৭.৮
মোট	৫১	১০০.০

$\overline{X}$ = ৩৪.৭

উত্তরদাতাদের স্বামীদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে প্রথম সর্বাধিক সংখ্যক ২৭.৫% স্বামীদের বয়স ২৬ - ৩০ বয়স (বছর)। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ১৯.৬% স্বামীদের বয়স ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর)। এছাড়া ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৭.৬% স্বামীদের, ২২ - ২৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭% স্বামীদের, ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৫.৯% স্বামীদের, ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৫.৯% স্বামীদের এবং ৫১+ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৭.৮% স্বামীদের। উত্তরদাতাদের স্বামীদের গড় বয়স (বছর) ৩৪.৭ বয়স (বছর)।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, নির্যাতিত নারীরা ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) শ্রেণীর স্বামীর দ্বারাই বেশী নির্যাতিত হচ্ছেন।

সারণী নং -

৩.১.৯ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শিক্ষাস্তর	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	১৬	৩১.৪
প্রাথমিক	২১	৪১.২
মাধ্যমিক	৪	৭.৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২	৩.৯
স্নাতক	৪	৭.৮
স্নাতকোত্তর	৪	৭.৮
অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪১.২% স্বামীদের শিক্ষাস্তর হল প্রাথমিক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩১.৪% স্বামীরা নিরক্ষর । এছাড়া ৭.৮% স্বামীরা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষিত। অন্যদিকে ৭.৮% স্বামীরা স্নাতক, ৭.৮% স্বামীরা স্নাতকোত্তর, ৩.৯% স্বামীরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিত।

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের তুলনায় শিক্ষিত বেশী বলে নির্দ্বিধায় অত্যাচার করে থাকেন।

সারণী নং -

৩.১.১০ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

ধর্ম	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
ইসলাম	৫১	১০০.০
হিন্দু	-	-
খ্রিষ্টান	-	-
বৌদ্ধ	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০.০% উত্তরদাতাদের স্বামীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী।

উপরোক্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, সাধারণত ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা কুসংস্কারের কারণে, " স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত " চিন্তা করে নিদ্ধিধায় নির্যাতিত হচ্ছেন। আর স্বামীরাও পুরুষশাষিত সমাজের কারণে নারীদের নির্যাতন করে আসছেন। যা অন্য কোন ধর্মে এতটা লক্ষ্যনীয় নয়।

সারণী নং -

৩.১.১১ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

এলাকা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
গ্রাম	১৬	৩১.৪
উপজেলা শহর	-	-
জেলা শহর	৩৫	৬৮.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে ৬৮.৬% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করে। আর ৩১.৪% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করে।

সারণী নং -

৩.১.১২ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

এলাকা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
গ্রাম	৪২	৮২.৪
উপজেলা শহর	-	-
জেলা শহর	৯	১৭.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে ৮২.৪% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করে। আর ১৭.৬% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করে।

সারণী নং -

৩.১.১৩ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পেশা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
চাকুরী	২৮	৫৪.৯
ব্যবসা	১৩	২৫.৫
শিক্ষকতা	-	-
বেকার	৫	৯.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫৪.৯% স্বামীরা চাকুরীরত অবস্থায় আছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২৫.৫% স্বামীরা ব্যবসার কাজে নিয়োজিত আছেন। অন্যদিকে ৯.৮% স্বামীরা বেকারত্ব অবস্থায় আছেন। এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় ৯.৮% স্বামীরা ।

আর্থিক সাবলম্বিতা এবং পরিবারের আর্থিক যোগানদাতা হিসেবে স্বামীরা তাদের স্ত্রী'দের থেকে এগিয়ে। যা কিনা নারী নির্যাতনের একটি কারন হতে পারে।

সারণী নং -

৩.১.১৪ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মাসিক আয় (টাকায়)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
আয় নাই	৫	৯.৮
< ১০০০/	-	-
১,০০১/-২,০০০/	-	-
২,০০১/-৩,০০০/	১	২.০
৩,০০১/-৪,০০০/	-	-
৪,০০১/-৫,০০০/	৬	১১.৮
৫,০০০/ <	৩৯	৭৬.৫
মোট	৫১	১০০.০

$\overline{X}$ = ১৯৪৪১

উত্তরদাতাদের স্বামীদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক স্বামীদের আয় ৭৬.৫% অর্থাৎ ৫,০০০/ <টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হল ১১.৮% স্বামীদের। আয় নাই ৯.৮% নারী উত্তরদাতাদের স্বামীদের । ২,০০১/-৩,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হল ২.০% স্বামীদের। উত্তরদাতাদের স্বামীদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ১৯,৪৪১ টাকা।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, পুরুষ শাসিত সমাজে গৃহের কর্তা অর্থাৎ স্বামীরাই পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করে থাকেন। যার ফলে স্ত্রী'দের কিছু বলার ও করার থাকে না। যা কিনা নারী নির্যাতনের একটি দিক।

সারণী নং -

৩.১.১৫ : উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
১-১৫	৬	১১.৮
১৬-১৮	১৫	২৯.৪
১৯-২১	১৭	৩৩.৩
২২-৩০	৯	১৭.৬
৩১-৪০	৩	৫.৯
৪১+	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

$$\overline{X} = ২০.৫$$

উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের বেশীর ভাগের বিবাহকালীন বয়স ১৯ - ২১ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৩৩.৩%) উত্তরদাতাদের, ১৬ - ১৮ বয়স (বছর) এর মধ্যে (২৯.৪%) উত্তরদাতাদের, ২২ - ৩০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৭.৬%) উত্তরদাতাদের, ১ - ১৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১১.৮%) উত্তরদাতাদের, ৩১ - ৪০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%) উত্তরদাতাদের। ৪১+ বয়স (বছর) এর মধ্যে (২.০%) উত্তরদাতাদের । উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে গড় বয়স (বছর) ২০.৫ বয়স (বছর) । এ হার আমাদের দেশের মেয়েদের পরিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত হবার আগেই বিয়ের প্রবনতা দেখা যায়।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের যত কম বয়সে বিয়ে হয়েছে তত তাদের মানসিক ও বুদ্ধিদীপ্ততার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ হয়নি। যার ফলে তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

সারণী নং -

৩.১.১৬ : উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
-১	৩	৫.৯
২	৩	৫.৯
৩-৫	১১	২১.৬
৬-১০	২৫	৪৯.০
১১-২০	৯	১৭.৬
২০+	-	-
মোট	৫১	১০০.০

$$\overline{X} = ৭.৩$$

উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৯.০% উত্তরদাতাদের হল ০৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১.৬% উত্তরদাতাদের হল ৩ - ৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১১ - ২০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ১৭.৬% উত্তরদাতাদের। - ১ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫.৯% উত্তরদাতাদের। ২ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫.৯% উত্তরদাতাদের। উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের মধ্যে গড় বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য ৭.৩ বয়স (বছর)।

সুতরাং সুস্পষ্ট যে, যে সমস্ত স্ত্রী - স্বামীদের বয়সের মধ্যে পার্থক্য ০৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা বেশী।

সারণী নং -

৩.১.১৭ : উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
-১	৮	১৫.৭
২	১৩	২৫.৫
৩-৫	৭	১৩.৭
৬-১০	১১	২১.৬
১১-১৫	৬	১১.৮
১৬-২০	৩	৫.৯
২১+	৩	৫.৯
মোট	৫১	১০০.০

$$\overline{X} = ৭.০$$

উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৫.৫% উত্তরদাতাদের হচ্ছে ২ বয়স (বছর) এর মধ্যে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১.৬% উত্তরদাতাদের হচ্ছে ৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে। - ১ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৫.৭%) উত্তরদাতাদের । ৩ - ৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৩.৭%) উত্তরদাতাদের । ১১ - ১৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১১.৮%) উত্তরদাতাদের । ১৬ - ২০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%) উত্তরদাতাদের। ২১+ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%) উত্তরদাতাদের । উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের গড় বয়স ৭.০ বয়স (বছর)।

সুতরাং সুস্পষ্ট যে, উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) স্থায়ীত্ব যতটা কম নির্যাতনের মাত্রা ততটা বেশী হয়ে থাকে।

সারণী নং -

৩.১.১৮ : উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা (জন) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-

সন্তান সংখ্যা (জন)	জীবিত- মৃত		গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
	জীবিত	মৃত		
১-৩	৩০	১	৩১	৬০.৭
৪-৫	১	-	১	১.৯
৬-৭	-	-	-	-
৮-৯	-	-	-	-
সন্তান নাই	২০	-	২০	৩৯.২
অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয়	-		-	-
মোট			৫২	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা (জন) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সন্তান সংখ্যার হার ৬০.৭% উত্তরদাতাদের এবং তাদের সন্তান সংখ্যা ১ - ৩ এর মধ্যে এবং ১ জন মৃত। সন্তান সংখ্যার হার ৩৯.২% উত্তরদাতাদের কোন সন্তান নেই। সন্তান সংখ্যার হার ১.৯% উত্তরদাতাদের এবং তাদের সন্তান সংখ্যা ৪ - ৫ এর মধ্যে।

সারণী নং -

৩.১.১৯ : উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-

পরিবারের ধরণ	**গনসংখ্যা (N)** **মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
একক পরিবার	২৮	৫৪.৯
যৌথ পরিবার	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.১৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.৯% উত্তরদাতারা একক পরিবারে বাস করেন। বাকি ৪৫.১% উত্তরদাতারা যৌথ পরিবারে বাস করেন।

সারণী নং -

৩.১.২০.১ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
-১	-	-
২ - ৪	২৫	৪৯.০
৫- ৬	৮	১৫.৭
৭ - ৮	৮	১৫.৭
৯ - ১০	৩	৫.৯
১১ - ১২	৩	৫.৯
১৩ - ১৪	১	২.০
১৫ - ১৬	২	৩.৯
১৭ - ১৮	১	২.০
১৯+	-	-
মোট	৫১	১০০.০

$\overline{X}$ = ৬.০

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের মধ্যে, ৪৯.০% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ - ৪ জন। ১৫.৭% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ - ৬ জন। ১৫.৭% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ - ৮ জন। ৫.৯% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ - ১০ জন। ৫.৯% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১ - ১২ জন। ৩.৯% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৫ - ১৬ জন। ২.০% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৩ - ১৪ জন। ২.০% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৭ - ১৮ জন। সুতরাং উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের গড় সদস্য ৬.০ সংখ্যা (জন)।

সারণী নং -

৩.১.২০.২ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
পুরুষ	১৪৫	২৮৪.৩
মহিলা	১৬৬	৩২৫.৫
মোট	৩১১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৩২৫.৫% হলেন মহিলা সদস্য। আর বাকি ২৮৪.৩% হলেন পুরুষ সদস্য।

সারণী নং -

৩.১.২০.৩ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বয়স (বছর)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
-৫	৩১	৬০.৮
৬-১০	২৮	৫৪.৯

১১-১৫	২৮	৫৪.৯
১৬-২০	২০	৩৯.২
২১-২৫	৩৫	৬৮.৬
২৬-৩০	৪০	৭৮.৪
৩১-৩৫	৩১	৬০.৮
৩৬-৪০	৩২	৬২.৭
৪১-৪৫	১২	২৩.৫
৪৬-৫০	২২	৪৩.১
৫১-৫৫	৯	১৭.৬
৫৬-৬০	১২	২৩.৫
৬০+	১১	২১.৬
মোট	৩১১	

$\overline{X}$ = ২৮.৯

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭৮.৪% সদস্যদের বয়স ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) এর মধ্যে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ৬৮.৬% সদস্যদের বয়স ২১ - ২৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে। এছাড়া ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৬২.৭% সদস্যদের । - ৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৬০.৮% সদস্যদের। ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৬০.৮% সদস্যদের। ৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫৪.৯% সদস্যদের। ১১ - ১৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫৪.৯% সদস্যদের। ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৪৩.১% সদস্যদের। ১৬ - ২০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৩৯.২% সদস্যদের। ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ২৩.৫% সদস্যদের। ৫৬ - ৬০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ২৩.৫% সদস্যদের। ৬০+ বয়স (বছর) এর মধ্যে ২১.৬% সদস্যদের। বাকি ৫১ - ৫৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ১৭.৬% সদস্যদের। পরিবারের সদস্যদের গড় বয়স (বছর) ২৮.৯ বয়স (বছর)।

সারণী নং -

৩.১.২০.৪ : উত্তরদাতাসহ তাঁর (উত্তরদাতার) সাথে পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পারিবারিক সম্পর্ক	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
নিজ	৫১	১০০.০

স্বামী / স্ত্রী	৩৮	৭৪.৫
পুত্র / কন্যা / সৎ পুত্র / সৎ কন্যা	৫২	১০২.০
পিতা / মাতা	২৬	৫১.০
ভাই / বোন / সৎ ভাই / সৎ বোন	৪২	৮২.৪
দাদা / দাদী / নানা / নানী	-	-
শ্বশুড় / শ্বাশুড়ী / সৎ শ্বশুড় / সৎ শ্বাশুড়ী	২৫	৪৯.০
শ্যালক / শালীকা / দেবর / ননদ	৫০	৯৮.০
সৎ পিতা / সৎ মাতা	১	২.০
ভাগিনা / ভাগ্নি / ভাতিজা / ভাস্তি	২০	৩৯.২
চাচা / চাচী / ফুফা / ফুফু / মামা / মামী / খালু / খালা	-	-
সম্পর্ক নাই	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৬	১১.৮
মোট	৩১১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাঁর (উত্তরদাতার) সাথে পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতার সাথে ১০২.০% সদস্যরা পুত্র / কন্যা / সৎ পুত্র / সৎ কন্যা - এর ভূমিকা পালন করেন। ১০০.০% সদস্যরা পরিবারে নিজ সত্তার ভূমিকা পালন করেন। ৯৮.০% সদস্যরা শ্যালক / শালীকা / দেবর / ননদ - এর ভূমিকা পালন করেন। ৮২.৪% সদস্যরা ভাই / বোন / সৎ ভাই / সৎ বোন - এর ভূমিকা পালন করেন। ৭৪.৫% সদস্যরা স্বামী / স্ত্রী - এর ভূমিকা পালন করেন। ৫১.০% সদস্যরা পিতা / মাতা - এর ভূমিকা পালন করেন। ৪৯.০% সদস্যরা শ্বশুড় / শ্বাশুড়ী / সৎ শ্বশুড় / সৎ শ্বাশুড়ী - এর ভূমিকা পালন করেন। ৩৯.২% সদস্যরা ভাগিনা / ভাগ্নি / ভাতিজা / ভাস্তি - এর ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন সম্পর্কে পরিবারের ১১.৮% সদস্যরা ভূমিকা পালন করেন। সৎ পিতা / সৎ মাতা ভূমিকায় ২.০% সদস্যরা আছেন।

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতারা পরিবারে যেই ভূমিকাই পালন করুক না কেন নারী নির্যাতন হতে তারা রেহাই পান না।

সারণী নং -

৩.১.২০.৫ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
অবিবাহিত / অবিবাহিতা	১১৩	২২১.৬

বিবাহিত / বিবাহিতা	১৮৮	৩৬৮.৬
আলাদা	-	-
বিপত্নিক / বিধবা	১০	১৯.৬
ডিভোর্স / তালাকপ্রাপ্ত	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৩১১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৬৮.৬% সদস্যরা হচ্ছেন বিবাহিত / বিবাহিতা । দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ২২১.৬% সদস্যরা হচ্ছেন অবিবাহিত / অবিবাহিতা। অন্যদিকে বিপত্নিক / বিধবা হল ১৯.৬% সদস্যরা ।

সারণী নং -

৩.১.২০.৬ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস -

শিক্ষাগত যোগ্যতা	**গনসংখ্যা (N)** **মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
লিখতে ও পড়তে পারে না	১৯৮	৩৮৮.২

শুধু লিখতে ও পড়তে পারে	৬	১১.৮
নিম্ন প্রাইমারী (প্রথম শ্রেণী - চতুর্থ শ্রেণী)	১৫	২৯.৪
প্রাইমারী (পঞ্চম শ্রেণী)	১৮	৩৫.৩
নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ শ্রেণী - অষ্টম শ্রেণী)	৩১	৬০.৮
এস.এস.সি.	১৪	২৭.৫
এইচ.এস.সি.	১৪	২৭.৫
ডিপ্লোমা	১	২.০
স্নাতক / স্নাতকোত্তর	১৪	২৭.৫
জানিনা / অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৩১১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৩৮৮.২% সদস্যরা লিখতে ও পড়তে পারে না। ৬০.৮% সদস্যরা নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ শ্রেণী - অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষিত । ৩৫.৩% সদস্যরা প্রাইমারী (পঞ্চম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষিত । ২৯.৪% সদস্যরা নিম্ন প্রাইমারী (প্রথম শ্রেণী - চতুর্থ শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষিত । ২৭.৫% সদস্যরা এস.এস.সি. পর্যন্ত শিক্ষিত । ২৭.৫% সদস্যরা এইচ.এস.সি. পর্যন্ত শিক্ষিত । ২৭.৫% সদস্যরা স্নাতক / স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষিত। ১১.৮% সদস্যরা শুধু লিখতে ও পড়তে পারেন। ডিপ্লোমা পাস ২.০% সদস্যরা।

সারণী নং -

৩.১.২০.৭ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস -

পেশা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
কৃষক	১৯	৩৭.৩
গৃহিণী	৯৭	১৯০.২

কৃষি মজুর	-	-
অকৃষি মজুর	৩	৫.৯
বেতনভুক্ত চাকুরী	২৯	৫৬.৯
রাজমিস্ত্রি	২	৩.৯
ছুতার মিস্ত্রি	-	-
রিক্সা / ভ্যান চালক	২	৩.৯
জেলে	-	-
মাঝি	-	-
কামার	-	-
কুমার	-	-
মুচি	-	-
দোকানদার	৪	৭.৮
সামান্য ব্যবসা	৩১	৬০.৮
ব্যবসা	৩	৫.৯
দর্জি	৪	৭.৮
ছাতা মেরামতকারী	-	-
গাড়ি চালক	৩	৫.৯
কুটির শিল্প	-	-
পল্লী চিকিৎসক / হাতুড়ে চিকিৎসক	-	-
ডাক্তার / হোমিওপ্যাথিক / আর্য়ুবেদিক / ইউনানী	১	২.০
ঈমাম / পাদরী / ভিক্ষু / পুরোহিত	-	-
মেকার (বিদ্যুৎ মিস্ত্রি / বলবিদ্যা মিস্ত্রি)	৩	৫.৯
নাপিত	-	-
অন্যের বাড়িতে কাজ করা	৬	১১.৮
দাই	-	-
কসাই	-	-
পেশা	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
শিক্ষক	১	২.০
অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী / বয়স্ক মানুষ	-	-
ছাত্র / ছাত্রী	৩৪	৬৬.৭
বেকার	৩২	৬২.৭
বাচ্চা / শিশু (০-৫)	৩০	৫৮.৮
অক্ষম / বৃদ্ধা / বৃদ্ধ / শারীরিক	৭	১৩.৭

প্রতিবন্ধী		
নির্বাসিত (যে বিদেশে কাজ করে)	-	-
গৃহপরিচারিকা	-	-
ভিক্ষুক	-	-
জানিনা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	**৩১১**	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গৃহিণী ১৯০.২%। ছাত্র / ছাত্রী ৬৬.৭%, বেকার ৬২.৭%, সামান্য ব্যবসা ৬০.৮%, বাচ্চা / শিশু (০-৫) হল ৫৮.৮%, বেতনভুক্ত চাকুরী ৫৬.৯%, কৃষক ৩৭.৩%, অক্ষম / বৃদ্ধা / বৃদ্ধ / শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৩.৭%, অন্যের বাড়িতে কাজ করা ১১.৮%, দোকানদার ৭.৮%, দর্জি ৭.৮%, অকৃষি মজুর ৫.৯%, ব্যবসা ৫.৯%, গাড়ি চালক ৫.৯%, মেকার (বিদ্যুৎ মিস্ত্রি / বলবিদ্যা মিস্ত্রি) ৫.৯%, রাজমিস্ত্রি ৩.৯%, রিক্সা / ভ্যান চালক ৩.৯%, ডাক্তার / হোমিওপ্যাথিক / আর্য়ুবেদিক / ইউনানী ২.০% এবং শিক্ষক ২.০%।

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোন প্রকার আয়মূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নেই অনেকেই। অর্থাৎ পরিবারে নির্ভরশীল সদস্যদের হার মোট (১৯০.২% + ৬৬.৭% + ৬২.৭% + ৫৮.৮% + ১৩.৭% = ৩৯২.১%) ৩৯২.১%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে , পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয় করে এমন সদস্যদের তুলনায় আয় করে না, এমন সদস্যদের হার বেশী। যা কিনা পরিবারের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সারণী নং -

৩.১.২০.৮ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মাসিক আয় (টাকায়)	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**

আয় নাই	১৯৮	৩৮৮.২
< ১,০০০/	১	২.০
১,০০১/-২,০০০/	৮	১৫.৭
২,০০১/-৩,০০০/	৪	৭.৮
৩,০০১/-৪,০০০/	৯	১৭.৬
৪,০০১/-৫,০০০/	২৪	৪৭.১
৫,০০০/-১০,০০০/	৩৭	৭২.৫
১০,০০১/-১৫,০০০/	৬	১১.৮
১৫,০০০/ <	২৪	৪৭.১
মোট	৩১১	

$\overline{X}$ = ৫৫৭৩.৩

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২০.৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, ৩৮৮.২% সদস্যদের মাসিক কোন আয় নেই। ৭২.৫% সদস্যদের মাসিক আয় ৫,০০০/-১০,০০০/ টাকা। ৪৭.১% সদস্যদের মাসিক আয় ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকা। ৪৭.১% সদস্যদের মাসিক আয় ১৫,০০০/ < টাকা। ১৭.৬% সদস্যদের মাসিক আয় ৩,০০১/-৪,০০০/ টাকা। ১৫.৭% সদস্যদের মাসিক আয় ১,০০১/-২,০০০/ টাকা। ১১.৮% সদস্যদের মাসিক আয় ১০,০০১/-১৫,০০০/ টাকা। ৭.৮% সদস্যদের মাসিক আয় ২,০০১/-৩,০০০/ টাকা। ২.০% সদস্যদের মাসিক আয় < ১,০০০/ টাকা। পরিবারের সদস্যদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ৫,৫৭৩.৩ টাকা।

সারণী নং -

৩.১.২১ : উত্তরদাতারা বর্তমানে যে পরিবারে অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)

স্বামী	৩২	৬২.৭
নিজ	-	-
পিতা- মাতা	৮	১৫.৭
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী	১০	১৯.৬
ভাই - ভাবী	-	-
ভাসুর- জ্যা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা বর্তমানে যে পরিবারে অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২১) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক মাত্র ৬২.৭% উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রধান হচ্ছেন স্বামী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১৯.৬% উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রধান হচ্ছেন শ্বশুর - শ্বাশুড়ী। এছাড়া বাকী ১৫.৭% উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রধান হলেন পিতা- মাতা। ২.০% উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রধান হল অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য আত্নীয় স্বজন।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের প্রধান স্বামী হওয়াতে একচেটিয়া তিনি বিভিন্ন কারনে, বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীকে নির্যাতন করছেন।

সারণী নং -

৩.১.২২ : উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পিতা - মাতা	জীবিত- মৃত		গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
	জীবিত	মৃত		

পিতা	৩২	২১	৫৩	১০৩.৯
মাতা	৪৪	৭	৫১	১০০.০
মোট			১০৪	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০৩.৯% উত্তরদাতাদের পিতা জীবিত - মৃত। এদের মধ্যে জীবিত ৩২ জন এবং মৃত ২১ জন। অন্যদিকে বাকী ১০০.০% উত্তরদাতাদের মাতা জীবিত - মৃত। এদের মধ্যে জীবিত ৪৪ জন এবং মৃত ৭ জন। উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সমান সংখ্যক হয়নি, কারন গুটিকয়েক উত্তরদাতার মাতা একজন হলেও পিতা দু'জন। কারন মাতা'রা তাদের প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের সহ কিংবা ছেলেমেয়েদের ছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করছেন।

সারণী নং -

৩.১.২৩ : উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	জীবিত- মৃত		গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
	জীবিত	মৃত		
শ্বশুর	৩০	২১	৫১	১০০.০
শ্বাশুড়ী	৪৩	১০	৫৩	১০৩.৯
মোট			১০৪	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০.০% উত্তরদাতাদের শ্বশুর জীবিত - মৃত। এদের মধ্যে জীবিত ৩০ জন এবং মৃত ২১ জন। অন্যদিকে বাকী ১০৩.৯% উত্তরদাতাদের শ্বাশুড়ী জীবিত - মৃত। এদের মধ্যে জীবিত ৪৩ জন এবং মৃত ১০ জন। উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সমান সংখ্যক হয়নি, কারন গুটিকয়েক উত্তরদাতার শ্বশুর একজন হলেও শ্বাশুড়ী দু'জন। কারন শ্বশুর'রা তাদের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের সহ কিংবা ছেলেমেয়েদের ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রী'র সাথে সংসার করছেন। আবার গুটিকয়েক উত্তরদাতা তাদের শ্বাশুড়ী জীবিত নাকি মৃত সে সর্ম্পকে অবগত নন।

সারণী নং -

৩.১.২৪ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
< ২০,০০০/	১	২.০
২০,০০১/-৫০,০০০/	১৭	৩৩.৩
৫০,০০১/-১,০০,০০০/	২০	৩৯.২
১,০০,০০১/-২,০০,০০০/	৭	১৩.৭
২,০০,০০০/ <	৬	১১.৮
মোট	৫১	১০০.০

$$\overline{X} = ১৫৩০১৯$$

উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৩.১.২৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৯.২% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে ৫০,০০১/-১,০০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৩.৩% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে ২০,০০১/-৫০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৩.৭% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে ১,০০,০০১/-২,০০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১১.৮% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে ২,০০,০০০/ < টাকা। আর ২.০% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে < ২০,০০০/ টাকা। সুতরাং উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকায়) ১,৫৩,০১৯ টাকা।

৩.২ পরিশিষ্ট :

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। আর এই প্রান্তিকতা সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক স্তরবিন্যাস কাঠামো থেকে তৈরী হয়েছে। অপর পক্ষে এই প্রান্তিকতার দুটি উপাদান অর্থাৎ প্রথম উপাদান অধ:স্তনতা এবং দ্বিতীয় উপাদান নির্যাতন, স্তরবিন্যাস কাঠামো জনিত কারণেই শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক, সেজন্য সামাজিক স্তরবিন্যাস কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থান অধ:স্তন এবং এই অধ:স্তনতার কারণে তারা নির্যাতিত।

অধ:স্তনতা এবং নির্যাতন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলে। যার দ্বারা নারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক অর্থাৎ নির্যাতন (শারীরিক ও মানসিক) তৈরী করে। যা সমাজ সম্পর্কে অধ:স্তনতা (কোমলতা, উত্তরাধিকার প্রথা, পর্দা প্রথা ইত্যাদি) তৈরী করে এবং সার্বিক রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ ও পরিবারে শোষণ তৈরী করে। আর এই সকল নির্যাতনের একটি বড় উপাদান হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। অন্য উপাদানগুলো হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্র কাঠামো।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় চার : নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি

৪.১ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি :
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৪.২ পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

নারী নির্যাতন কমিটি বহুল প্রচলিত এবং আলোচিত কিন্তু এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন। বিশেষ করে নির্যাতনের প্রকৃতি যখন বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সাধারণভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে যে কোন সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে কোন না কোন প্রকার কষ্ট দেওয়াকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর শারীরিক (দৈহিক), মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ধরণের নির্যাতন ও নিপীড়নকে বোঝায়। বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতন সমাজ জীবন কে বিপর্যয় করে তুলেছে। বিভিন্নসূত্রে পাওয়া তথ্য মতে, বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে অন্তত সকল নারী নির্যাতনের শিকার হয়। নারী নির্যাতনের একটি গতাণুগতিক ধরণ হল যৌতুকের জন্য পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন ও নিপীড়ন। বিবাহিত নারীদের বেশী র ভাগই যৌতুক, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, স্বামীর পরকীয়ায় আসক্তি এর কারণে নির্যাতিত হয়ে থাকে। যা শারীরিক (দৈহিক), মানসিক নির্যাতন থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত গড়ায়। উপরোক্ত ঘটনা ছাড়া নারী নির্যাতন যে আরো কত ব্যাপক মাত্রায় সংঘটিত হয়ত অনুৎঘাটিত থাকবে। যা একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে কিভাবে জানেন, নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা, কার কার দ্বারা কিভাবে অর্থাৎ শারীরিক (দৈহিক), মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হলেন - এ সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া তাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় এবং নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এ সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যাবে। উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা, স্বামীরা তাদের (নির্যাতনকারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা, উত্তরদাতা ছাড়া তাদের বাবা - মা এবং অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা , হুমকি দিলে তা কিরুপ - এসকল বিষয় সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে। নির্যাতিত হবার পরও উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা এবং উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক (দৈহিক), মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা অর্থাৎ নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণগুলো সম্পর্কে জানা যাবে। নিম্নে নির্যাতনের ধরণগুলো আলোচনা করা হল। নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্য ও উপাদানগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সারণী আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিনা গবেষণা কাজকে আরও বেশী তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং নির্যাতিত নারীদের নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে জানা সম্ভব হবে।

সারণী নং -

৪.১.১ : উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস-

প্রকৃতি	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
পত্র পত্রিকা থেকে	-	-
বই পুস্তক থেকে	-	-
প্রচার মাধ্যম থেকে	২	৩.৯
মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত থেকে	৩	৫.৯
পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে	৪১	৮০.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক ৮০.৪% উত্তরদাতারা পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে নারী নির্যাতনের নিরোধ সেল সম্পর্কে জেনেছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯.৮% উত্তরদাতারা জেনেছে অন্যান্য মাধ্যম হতে অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় । আর ৫.৯% উত্তরদাতারা জেনেছে মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত থেকে। আর প্রচার মাধ্যম থেকে জেনেছে ৩.৯% উত্তরদাতারা।

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের নিরোধ সেল, লিগ্যাল এইড সেবা, নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে বিভিন্ন আইন সম্পর্কে জানার জন্য সম্পর্কে জানার জন্য বেশী করে প্রচার মাধ্যম গুলোকে সক্রিয় হতে হবে। আর পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকে বেশী বেশী লেখালেখি করতে হবে। যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের নিরোধ সংস্থাগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে।

সারণী নং -

৪.১.২ : উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতারা হলেন নির্যাতনের শিকার।

অর্থাৎ সমস্ত উত্তরদাতারাই নির্যাতনের শিকার। তারা কখন স্বামী, শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ-ননশ, অথবা ভাসুর - জ্যা দ্বারা। উত্তরদাতারা গণ নির্যাতনের শিকার হলেও তারা মনে করেন যে, নারী হয়ে জন্মালে একটু - আধটু নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কিন্তু নির্যাতন করা যে, আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ সে সম্পর্কে খুব কম উত্তরদাতারই ধারণা রয়েছে।

সারণী নং -

৪.১.৩ : উত্তরদাতারা কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

কার দ্বারা নির্যাতিত	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর - ননদ - ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর - জ্যা	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৬	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০% উত্তরদাতারা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ শ্বশুর - শ্বাশুড়ী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন ৫১.০% উত্তরদাতারা, দেবর - ননদ - ননশ কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন ১৫.৭% উত্তরদাতারা, ১৩.৭% উত্তরদাতারা অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। এবং বাকি উত্তরদাতাদের মধ্যে ভাসুর - জ্যা কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন ৭.৮% উত্তরদাতারা।

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের প্রধান স্বামী হওয়াতে একচেটিয়া তিনি বিভিন্ন কারনে, বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীকে নির্যাতন করছেন। আর স্বামীর সাথে যুক্ত হয়ে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং তাদের অন্যান্য আত্নীয় - স্বজনরাও কোন অংশেই কম নেই।

সারণী নং -

৪.১.৪ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শারীরিক নির্যাতনের ধরণ / প্রকৃতি	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
দৈহিক আঘাত (লাথি / কিল / ঘুষি দ্বারা)	৪৫	৮৮.২
পিটানো (বেত / লাঠি দ্বারা)	৪০	৭৮.৪
দগ্ধ করা (খুনতী / লোহার সামগ্রী দ্বারা)	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৯২	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৮.২% উত্তরদাতারা দৈহিক আঘাত অর্থাৎ লাথি, কিল, ঘুষি দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। এছাড়া ৭৮.৪% উত্তরদাতারা পিটানো অর্থাৎ বেত, লাঠি দ্বারা মারের শিকার হন। আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য উপায়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ৯.৮% উত্তরদাতারা। দগ্ধ করা অর্থাৎ খুনতী ও লোহার সামগ্রী দ্বারা দগ্ধ করা হয় ৩.৯% উত্তরদাতাদের ।

সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কম - বেশী সব উত্তরদাতাই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

সারণী নং -

৪.১.৫ : উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর - ননদ - ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর - জ্যা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৪	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০% উত্তরদাতারা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং অন্যান্য আত্নীয়স্বজন উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সহায়তা করছে ৫১.০% উত্তরদাতাদেরকে। দেবর - ননদ - ননশ সহায়তা করছে ১৫.৭% উত্তরদাতাদের, আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ স্বামীর অন্যান্য আত্নীয় স্বজনরা সহায়তা করছে ১৩.৭% উত্তরদাতাদেরকে। আর ভাসুর - জ্যা হচ্ছেন ৩.৯% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে।

সারণী হতে সুস্পষ্ট যে, স্বামীই শুধু নির্যাতন করেন না এক্ষেত্রে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং অন্যান্য আত্নীয়স্বজনরাও মাথা ঘামান। অর্থাৎ নারীকে নির্যাতনের ক্ষেত্রে মদদদাতা অর্থাৎ সহায়তাকারী ব্যক্তির অভাব নেই।

সারণী নং -

৪.১.৬ : উত্তরদাতারা তাদের পরিবারে মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা তাদের পরিবারে মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০% নারীরাই মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে, নারীদের উপর নির্যাতন শুধু মাত্র শারীরিক ভাবে'ই হয় না, মানসিক ভাবে'ও তাদের উপর নির্যাতন করে তাদের মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে রাখা হয় প্রতিনিয়ত। যার বেশীর ভাগই থেকে যায় লোক চক্ষুর আড়ালে।

সারণী নং -

৪.১.৭ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মানসিক নির্যাতনের ধরণ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
কটু কথার দ্বারা	৩৭	৭২.৫
বৈষম্যের দ্বারা	১৩	২৫.৫
অবহেলার দ্বারা	২৮	৫৪.৯
তিরস্কারের মাধ্যমে	২২	৪৩.১
কথা বন্ধ করার মাধ্যমে	৭	১৩.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	১০৯	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭২.৫% উত্তরদাতারা কটু কথার দ্বারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন । এছাড়া অবহেলার দ্বারা ৫৪.৯% উত্তরদাতারা, তিরস্কারের মাধ্যমে ৪৩.১% উত্তরদাতারা, বৈষম্যের দ্বারা ২৫.৫% উত্তরদাতারা, কথা বন্ধ করার মাধ্যমে ১৩.৭% উত্তরদাতাদের। এগুলোর সবগুলোই উত্তরদাতাদের সাথে করা হয় যা মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ভুক্ত। আর বাকি ৩.৯% উত্তরদাতাদের অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা মানসিক নির্যাতন করা হয়ে থাকে।

সারণী নং -

৪.১.৮ : উত্তরদাতাদের উপর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর - ননদ - ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর - জ্যা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৪	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০% উত্তরদাতারা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। আর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী কর্তৃক দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫১.০% উত্তরদাতারা, দেবর - ননদ - ননশ কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন ১৫.৭% উত্তরদাতারা, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্নীয় - স্বজন কর্তৃক ১৩.৭% উত্তরদাতারা এবং বাকি ভাসুর - জ্যা কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন ৩.৯% উত্তরদাতারা।

সারণী নং -

৪.১.৯ : উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সামাজিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩১	৬০.৮
না	২০	৩৯.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০.৮% উত্তরদাতারাই সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন। অন্যদিকে ৩৯.২% উত্তরদাতারা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন না।

সারণী নং -

৪.১.১০ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সামাজিক নির্যাতনের ধরণ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
কটু কথার দ্বারা	১৪	২৭.৫
বৈষম্যের দ্বারা	৪	৭.৮
অবহেলার দ্বারা	১৪	২৭.৫
তিরস্কারের মাধ্যমে	২৯	৫৬.৯
সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২০	৩৯.২
মোট	৮১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা কোন ধরণের সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬.৯% উত্তরদাতারা তিরস্কারের মাধ্যমে সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার। ৩৯.২% উত্তরদাতাদের অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা সামাজিক ভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। এছাড়া ২৭.৫% কটু কথার দ্বারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন । অবহেলার দ্বারা ২৭.৫% উত্তরদাতারা, বৈষম্যের দ্বারা ৭.৮% উত্তরদাতারা।

সারণী নং -

৪.১.১১ : উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩০	৫৮.৮
না	১	২.০
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২০	৩৯.২
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১১) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৮.৮% উত্তরদাতারাই সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন। আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ ৩৯.২% উত্তরদাতারা হ্যাঁ অথবা না এর মাঝে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সময় সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন আবার অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না। আর মাত্র ২.০% উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতিত হলেও সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না।

সারণী নং -

৪.১.১২ : উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৪	৬৬.৭
না	১৭	৩৩.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৬.৭% উত্তরদাতারাই অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন। আর বাকী ৩৩.৩% উত্তরদাতারাই অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন না।

অর্থাৎ নারীরা সংসার করার সময় অর্থনৈতিক ভাবে স্বামীদের নিকট হতে নির্যাতনের শিকার হন। কারন স্বামীরা অনেক সময় সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। আবার অনেক সময় শ্বশুর বাড়ী (উত্তরদাতাদের বাবার বাড়ী) স্ত্রী'দের পাঠিয়ে দেন। সেখানেও স্ত্রী'দের কোন খোরপোষ বহন করেন না। আবার অনেক সময় স্ত্রী'দের আলাদা বাসা ভাড়া করে দিয়ে নিজেরা অন্যত্র চলে যান। তখন নারীরা (উত্তরদাতারা) অর্থনৈতিক ভাবে অভাব গ্রস্থ হন। যার ফলে সন্তান সহ কিংবা ছাড়া উত্তরদাতাদের অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হতে হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।

সারণী নং -

৪.১.১৩ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

অর্থনৈতিক নির্যাতনের ধরণ	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
সন্তানের খরচ বহন না করা	১৩	২৫.৫
স্ত্রী'র খরচ বহন না করা	১৯	৩৭.৩
সংসারের খরচ বহন না করা	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১৮	৩৫.৩
মোট	৭৩	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫.১% উত্তরদাতারা সংসারের খরচ বহন না করা দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন। স্ত্রী'র খরচ বহন না করা দ্বারা ৩৭.৩% উত্তরদাতারা। অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা ৩৫.৩% উত্তরদাতারা। বাকি ২৫.৫% উত্তরদাতারা সন্তানের খরচ বহন না করা দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন।

সারণী নং -

৪.১.১৪ : উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
হ্যাঁ	৩৪	৬৬.৭
না	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১৭	৩৩.৩
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৬.৭% উত্তরদাতারাই অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন । আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ ৩৩.৩% উত্তরদাতারা হ্যাঁ অথবা না এর মাঝে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সময় অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন আবার অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না।

সারণী নং -

৪.১.১৫ : উত্তরদাতাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের কারন	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
যৌতুকের জন্য	৩৯	৭৬.৫
স্বামী'র দ্বিতীয় বিয়ের জন্য	১৭	৩৩.৩
মতামত প্রদান করার কারণে	৬	১১.৮
স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য	৯	১৭.৬
সন্তানের জন্য	-	-
নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে	২০	৩৯.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৯	১৭.৬
মোট	১০০	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৫) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিবাহিতা নারীরা বেশির ভাগই নির্যাতনের শিকার তা আমরা জানি। কিন্তু কেন তারা এই নির্যাতনের সম্মুখীন হন সে সর্ম্পকে আমরা অবগত নই। তাই এই সারণী বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৭৬.৫% উত্তরদাতারা যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৯.২% উত্তরদাতারা নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে নির্যাতনের শিকার হন। বাকি ৩৩.৩% উত্তরদাতারা স্বামী'র দ্বিতীয় বিয়ের জন্য নির্যাতনের শিকার হন। ১৭.৬% উত্তরদাতাদের স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন কারনে ১৭.৬% উত্তরদাতারা, মতামত প্রদান করার কারণে ১১.৮% উত্তরদাতারা।

সুতরাং লক্ষ্যনীয় যে, সমাজ ও পরিবারে যৌতুক একটি অভিশাপ স্বরুপ।

সারণী নং -

৪.১.১৬ : উত্তরদাতারা নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন	১৯	৩৭.৩
মানসিক অস্থিরতা	৩২	৬২.৭
সংসারের প্রতি উদাসীনতা	১৮	৩৫.৩
সন্তানদের প্রতি অবহেলা	৭	১৩.৭
সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা	১৭	৩৩.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৯৩	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবারে নির্যাতনের শিকার উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬২.৭% উত্তরদাতারা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৭.৩% উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন এবং সংসারের প্রতি উদাসীনতায় ভোগে ৩৫.৩% উত্তরদাতারা। আর ৩৩.৩% উত্তরদাতাদের সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা হয়। সন্তানদের প্রতি অবহেলা ১৩.৭% উত্তরদাতাদের।

সুতরাং দেখা যায় যে, এই ধরণের সমস্যা একটি পরিবারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

সারণী নং -

৪.১.১৭ : উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৯	১৭.৬
না	৪২	৮২.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের স্বামীদের মধ্যে ৮২.৪% স্বামীরা তাদের উপর নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন না। আর বাকি ১৭.৬% উত্তরদাতাদের স্বামীরা নেশা গ্রস্থ অবস্থায় বা নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য তাদের নির্যাতন করে থাকেন।

সারণী নং -

৪.১.১৮ : উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক , মানসিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
হ্যাঁ	২৮	৫৪.৯
না	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক, মানসিক , সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.৯% উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় । আর ৪৫.১% উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় না।

সারণী নং -

৪.১.১৯ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর - ননদ - ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর - জ্যা	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৬	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.১৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০% উত্তরদাতাদের স্বামী নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসে। ৫১.০% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী এগিয়ে আসেন। দেবর - ননদ - ননশ আসেন ১৫.৭% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে। অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্নীয় - স্বজন আসেন ১৩.৭% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে। বাকি ৭.৮% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে ভাসুর - জ্যা এগিয়ে আসেন।

সারণী নং -

৪.১.২০ : উত্তরদাতাদের স্বামী তাদের (নির্যাতন কারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতন কারীকে হুমকি প্রদান	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	৬৮.৬
না	১৬	৩১.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামী তাদের (নির্যাতন কারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস , সারণী নং (৪.১.২০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ উত্তরদাতাদের স্বামীরা তাদের (নির্যাতন কারীকে) হুমকি দিয়ে থাকেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৮.৬% উত্তরদাতাদের হুমকি দিয়ে থাকেন। আর ৩১.৪% উত্তরদাতাদের হুমকি দেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং -

৪.১.২১ : উত্তরদাতাদের স্বামী উত্তরদাতা ছাড়া তাদের পিতা - মাতা, অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পিতা - মাতা, অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	৬৮.৬
না	১৬	৩১.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামী উত্তরদাতা ছাড়া তাদের বাবা - মা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২১) পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, উত্তরদাতাদের স্বামীরা তাদের বাবা - মা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও হুমকি দিতে পরোয়া করে না। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে স্বামীরা উত্তরদাতা ছাড়া তাদের বাবা - মা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও হুমকি দেন ৬৮.৬%। আর বাকি ৩১.৪% হুমকি দেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং -

৪.১.২২ : উত্তরদাতাদের হুমকি দিলে তা কিরুপ - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

হুমকি দিলে তা কিরুপ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
মেরে ফেলার	১০	১৯.৬
তালাক দেবার	২৮	৫৪.৯
অঙ্গহানী করার	-	-
অপহরণ করার	৫	৯.৮
দ্বিতীয় বিয়ে করার	৬	১১.৮
মুক্তিপন দাবী করার	৫	৯.৮
বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার	১১	২১.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৪	৭.৮
মোট	৬৯	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের হুমকি দিলে তা কিরুপ - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে স্বামীরা যে হুমকি দেয় তার মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫৪.৯% উত্তরদাতাদের তালাক দেবার হুমকি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২১.৬% উত্তরদাতাদের বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার মাধ্যমে হুমকি প্রদান করা হয়। মেরে ফেলার হুমকি ১৯.৬% উত্তরদাতাদের, দ্বিতীয় বিয়ে করার হুমকি ১১.৮% উত্তরদাতাদের, অপহরণ করার হুমকি ৯.৮% উত্তরদাতাদের । বাকি মুক্তিপন দাবী করার হুমকি ৯.৮% উত্তরদাতাদের, ৭.৮% উত্তরদাতাদের অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে হুমকি প্রদান করা হয়।

সারণী নং -

৪.১.২৩ : উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা - এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সংসার করতে আগ্রহী কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪১	৮০.৪
না	১০	১৯.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা - এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২৩) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীরা প্রকৃতিগত ভাবেই সহনশীলা এবং ধৈর্য্যশীলা হয়ে থাকে তার আরেকটি প্রমাণ নির্যাতিত হয়েও বেশীর ভাগ নারী'ই তাদের স্বামীর সাথে সংসার করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০.৪% উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী। বাকি ১৯.৬% উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী নন।

সংসার করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশের আরেকটি কারন হল, নির্যাতনের শিকার নারীরা তাদের বাবা-মা'র মতামত নিয়ে বা অমতে নিজেদের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করে। যার ফলে নির্যাতিত হলেও কাউকে বলার ও কোন কিছু করার থাকে না। এক্ষেত্রে অভিভাবকরাও কোন দায়িত্ব নিতে চান না এবং অপরাগতা প্রকাশ করেন যেহেতু পাত্রটি তাদের নির্বাচিত না, যা কিনা মেয়ের পূর্ব পরিচিত। এসকল দিক চিন্তা করে, তাদের পরিবারের মান সম্মানের দিকটা মাথায় রেখে অর্থাৎ সমাজে কেউ যেন তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে কোন অপবাদ দিতে না পারে তার জন্যই স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও সংসার করতে আগ্রহী। অন্যদিকে যে সমস্ত নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অর্থাৎ পিতৃ পরিচয়ের কথা চিন্তা করে নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করেও সংসার টিকিয়ে রাখতে চান। আবার অনেক নারীরা সতীন থাকা সত্ত্বেও, স্বামীকে ভাল হবার সুযোগ দানের জন্য ও নিজের ভবিষ্যৎ কেমন যাবে। এজন্য অভিভাবকদের কথা মেনে নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে চান এবং সংসার করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এথেকে বুঝা যায়, নারীরা ভাঙ্গবে তবুও মচকাবে না। তারা নানা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের ধরে রাখতে সক্ষম।

সারণী নং -

৪.১.২৪ : উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫০	৯৮.০
না	১	২.০
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২৪) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮.০% উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন । আর ২.০% উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন আবার করেন না।

আইন ও সংবিধানের চোখে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ সবাই সমান। নারীদের জন্য আইনগত, সামাজিক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। এছাড়া নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন, সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এ দেশের মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে তেমন সচেতন নন। এ কারনে তারা নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। পুরুষ শাষিত সমাজে, যখন স্বামী ও তাদের আত্নীয় - স্বজনরা নির্যাতন করেন তখন তারা প্রতিবাদ করেন না। কারন নির্যাতিতগণ মনে করেন পতিভক্তি, পতিসেবা বড় সেবা। এক্ষেত্রে পাছে লোকে যদি কিছু জেনে যায় কিংবা কিছু মনে করে। অনেকে সমাজে নিজেদের মান সম্মান, আভিজাত্য ধরে রাখার জন্য সংসারের সকল সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা না করে অপ্রকাশিত রেখে দেন। এথেকে বুঝা যায়, নারীরা ভাঙ্গবে তবুও মচকাবে না। তারা নানা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের ধরে রাখতে সক্ষম।

সারণী নং -

৪.১.২৫ : উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা)	১৬	৩১.৪
পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সমস্যা ও নির্যাতন	৯	১৭.৬
স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ	৪	৭.৮
যৌতুক	১৫	২৯.৪
খোরপোষ, ভরণ-পোষন	৫	৯.৮
শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন	১৩	২৫.৫
পাচার ও নারী নির্যাতন	১	২.০
কাবিন / দেনমোহর প্রদান না করা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৬৩	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৪.১.২৫) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩১.৪% উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা) সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২৯.৪% উত্তরদাতারা যৌতুক সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। ২৫.৫% উত্তরদাতারা শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। ১৭.৬% উত্তরদাতারা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সমস্যা ও নির্যাতন সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন । ৯.৮% উত্তরদাতারা খোরপোষ, ভরণ-পোষন সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। ৭.৮% উত্তরদাতারা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। ২.০% উত্তরদাতারা পাচার ও নারী নির্যাতন সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন।

৪.২ পরিশিষ্ট

বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে অনুন্নত দেশগুলোতে নারী ক্ষমতায়নের ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও সমাজ কাঠামোর অব্যবস্থা ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে নারীরা বিভিন্ন নির্যাতনের আর্বতে জড়িত। এর মধ্যে বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে যৌতুক হচ্ছে একটি ভয়াবহ ও নির্মম প্রথা যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক উন্নয়নের বাহারি কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও যৌতুকের মত এক সামাজিক ব্যধির কবলে আজ গোটা সমাজ। আর নারী নির্যাতনের অমানবিক প্রথা হলো এই যৌতুক প্রথা।

বিবাহিত নারী নির্যাতনের একটি প্রচলিত প্রথা বা সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক কুপ্রথা হিসেবে বিবেচিত হল এই যৌতুক প্রথা। বিশেষ করে এই প্রথাটিই নানা ধরণের নারী নির্যাতনের জন্ম দেয়। যেমন- হত্যা, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, পাচার ও নারী নির্যাতন, খোরপোষ ও ভরণ-পোষন না দেয়া, শারীরিক - আর্থিক - মানসিক - সামাজিক নির্যাতন, তালাক (ডিভোর্স) ইত্যাদির মত ঘটনাও অহরহ ঘটে থাকে। অর্থনৈতিক দৈন্যতা, অশিক্ষা - অজ্ঞতা, গ্রামীণ সমাজ কাঠামো, প্রচলিত মূল্যবোধের প্রশ্রয়ে সমাজে যৌতুক প্রথার ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি এর ফলে নারীদের প্রতি অমানসিক নির্যাতন, অমানবিক নিপীড়ন, হত্যাকান্ড, এসিড নিক্ষেপ ও আত্মহত্যার ঘটনা অহরহ ঘটছে। আর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অর্থাৎ সর্বপরি রাষ্ট্রীয় সচেতনতাই পারে এই ধরণের নারী নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় পাঁচ : নারী নির্যাতনের কারণ

৫.১ নারী নির্যাতনের কারণ :

এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৫.২ পরিশিষ্ট

৫.১ নারী নির্যাতনের কারণ : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

জেন্ডার ভিত্তিক নারী নির্যাতন ক্ষমতায়ন বলয়ে নারী - পুরুষের অসমান সম্পর্কের বহি:প্রকাশ। এই অসম জেন্ডার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। পিতৃতান্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক রীতিনীতি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম কানুন নারী - পুরুষের এই অসম সম্পর্কের ভিত্তিতেই তৈরী হয়েছে এবং অদ্যবদি সেভাবেই চলছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী - পুরুষের অবস্থানের অসমতা নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করছে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করছে বৈষ্যমের পাহাড়। পারিবারিক পরিমন্ডলে সহস্র বছরের সামাজিকীকরনের ফলে সর্ব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য ও অবস্থানটি নারী - পুরুষ উভয়ের কাছেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে পরিচিত ও প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং নারীও এতকাল ধরে তার প্রতি জেন্ডার বৈষম্য ও তার অধ:স্তন অবস্থা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে আসছে। নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে চলছে। মানুষ যতই শিক্ষিত আর সভ্য হচ্ছে ততই নারীদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ জড়িত আছে এর সাথে। এসব নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, দারিদ্য, শিক্ষার নিম্নমান, পরিবারে নারীর অবস্থান, নির্যাতন ও ধর্ষণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করা যায়।

উত্তরদাতারা নির্যাতনের পরে তাদের বর্তমান অবস্থান, তাদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ, স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা, স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এসকল বিষয় সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে। নারী নির্যাতনের কারণ সম্পর্কিত তথ্য ও উপাদান গুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সারণী আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিনা গবেষণা কাজকে আরও বেশী তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং নির্যাতিত নারীদের নির্যাতনের কারণ সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে জানা সম্ভব হবে।

সারণী নং -

৫.১.১ : উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বর্তমান অবস্থান	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
বাবা - মা'র বাড়ী	২৬	৫১.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী	১	২.০
ভাড়া বাসায় একা	১৭	৩৩.৩
আত্মীয় স্বজনের বাড়ী	২	৩.৯
বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী	-	-
নিজ সংসারে	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৫.১.১) পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, নির্যাতনের পর অনেক নারীই তার বাবা - মা'র কাছে আশ্রয় নেন। অনেকেই আবার অন্যত্র অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫১.০% উত্তরদাতারা বাবা - মা'র বাড়ী আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৩.৩% উত্তরদাতারা ভাড়া বাসায় একা থাকেন। ৭.৮% উত্তরদাতারা নিজ সংসারে (স্বামীর সাথে) থাকেন। আত্মীয় স্বজনের বাড়ী ৩.৯% উত্তরদাতারা থাকেন। শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী থাকেন ২.০% উত্তরদাতারা। বাকি ২.০% উত্তরদাতারা অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোথাও অবস্থান করেন।

নির্যাতনের ফলে নারীরা মানসিক অশান্তিতে ভোগে। যার ফলে তারা বেশ কিছু দিন অন্যত্র অবস্থান করেন মানসিক শান্তির আশায়।

সারণী নং -

৫.১.২ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের কারণ কি - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের কারণ কি	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
যৌতুক না দেবার জন্য	২১	৪১.২
স্বামীর আরো যৌতুক পাবার জন্য	২৪	৪৭.১
স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য	৯	১৭.৬
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য	১৮	৩৫.৩
নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য	৫	৯.৮
অন্যের উস্কানীতে	১৫	২৯.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৩	৫.৯
মোট	৯৫	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের কারণ কি - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৫.১.২) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৪৭.১% উত্তরদাতাদের স্বামীরা আরো যৌতুক পাবার জন্য নির্যাতন করে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৪১.২% উত্তরদাতাদের যৌতুক না দেবার জন্য নির্যাতন করে। অন্যদিকে স্বামীরা দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য ৩৫.৩% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করে। অন্যের উস্কানীতে ২৯.৪% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করা হয়। স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য ১৭.৬% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করা হয়। নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য ৯.৮% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করা হয়। আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য বিভিন্ন কারণের জন্য ৫.৯% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করা হয়।

সুতরাং একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, সমাজ ও পরিবারে যৌতুক একটি অভিশাপ স্বরুপ। আর যৌতুক না দিতে পারলেও নারীদের জীবনে অশান্তি নেমে আসে।

সারণী নং -

৫.১.৩ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২২	৪৩.১
না	২৮	৫৪.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৫.১.৩) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.৯% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য নয়। আর বাকি ৪৩.১% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য । হ্যাঁ অথবা না অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ২.০% উত্তরদাতারা । যাদের স্বামীদের আচরণ ভবিষ্যৎ এ পরিবর্তনযোগ্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

কথায় বলে, '' ময়লা যায় না ধুইলে, স্বভাব যায় না মইলে ''। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বামীদের আচরণ সহজেই পরিবর্তনযোগ্য হয় না।

সারণী নং -

৫.১.৪ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
আইনের মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
দাবী পূরণের মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে	৪	৭.৮
পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে	৮	১৫.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৩৩	৬৪.৭
মোট	৭৫	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৫.১.৪) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৪.৭% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ ছকে উল্লেখিত উপায়গুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ের মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য। ২৯.৪% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ আইনের মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য। ২৯.৪% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ দাবী পূরণের মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য। ১৫.৭% উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য। আর বাকি ৭.৮ % উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য।

৫.২ পরিশিষ্ট

নারী নির্যাতন যে কোন সমাজের উন্নয়ন, অগ্রগতির পথে পরিপন্থি হিসেবে কাজ করে থাকে। আজকের এই বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতনকে অন্যতম মানবাধিকার পরিপন্থি কাজ হিসেবে গন্য করে এটা রোধ করার জন্য বিশ্ব ব্যাপী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সমাজ জীবনে নারী নির্যাতনের ব্যাপক এবং বহুমুখী কারন রয়েছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারন হিসেবে এবং নারী নির্যাতনের পেছনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী কারন সক্রিয় রয়েছে। যৌতুক, তালাক, স্বামীর একাধিক বিবাহ, খোরপোষ, দেনমোহর, ধর্ষণ ইত্যাদি উপাদান ভেদে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি লক্ষনীয়। এর কারনের মধ্যে রয়েছে বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আইনের শিথিল প্রয়োগ প্রভৃতি। আর নারী নির্যাতনের প্রভাব সমূহের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক ভাঙন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা সহ প্রভৃতি।

আর এই সকল কারণের প্রত্যক্ষ ফল হল নারীকে অবজ্ঞা করা এবং তাদের কোন মতামত গ্রহণ না করে পুরুষের ইচ্ছা ও মতামত তাদের উপর বর্তানো।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ছয় : নারী নির্যাতনের প্রভাব

৬.১ নারী নির্যাতনের প্রভাব :
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৬.২ পরিশিষ্ট

৬.১ নারী নির্যাতনের প্রভাব : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামোর ভেতরে এদেশের নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে। প্রতিদিন নারীরা ঘরে ও বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে। কর্মস্থলে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের পেছনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার কারী উপাদান সক্রিয় রয়েছে। যৌতুক, তালাক, স্বামীর একাধিক বিবাহ, খোরপোষ, দেনমোহর, ধর্ষণ ইত্যাদি উপাদান ভেদে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি লক্ষ্যনীয়।

নারী নির্যাতনের ফলে নারীর শরীর ও মনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। এটি যে শুধুমাত্র নারীর জীবন ও প্রজননে প্রভাব ফেলে তা নয়, এটি পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষত শিশুদেরকে প্রভাবিত করে। নির্যাতনের প্রভাবে নারীরা আত্মহত্যা, তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত, আঘাতজনিত লক্ষনসমূহ, আত্মসম্মানবোধের অভাব ইত্যাদিতে ভোগে। যার ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হয়। উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয়, সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এসকল বিষয় সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে। নারী নির্যাতনের প্রভাব সৃষ্টিকারী তথ্য ও উপাদান গুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সারণী আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিনা গবেষণা কাজকে আরও বেশী তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং নারী নির্যাতনের প্রভাব সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে জানা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং -

৬.১.১ : উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি বিনষ্টের পরিমাণ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
সম্পূর্ণ	৩৮	৭৪.৫
আংশিক	৮	১৫.৭
মোটেই না	৫	৯.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৬.১.১) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৭৪.৫% উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১৫.৭% উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি আংশিক বিনষ্ট হয়। আর ৯.৮% উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি মোটেই বিনষ্ট হয় না ।

সারণী নং -

৬.১.২ : উত্তরদাতাদের সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে	১৪	২৭.৫
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত	১৬	৩১.৪
সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা	২৪	৪৭.১
লেখাপড়ায় অমনোযোগী	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৩	৪৫.১
মোট	৭৯	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৬.১.২) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৭.১% উত্তরদাতাদের সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। ৪৫.১% উত্তরদাতাদের অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রভাব পড়ছে। ৩১.৪% উত্তরদাতাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ২৭.৫% উত্তরদাতাদের সন্তান। আর বাকি ৩.৯% উত্তরদাতাদের সন্তান লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সারণী হতে এটাই সুস্পষ্ট যে, নারীদের নির্যাতনের ফলে তাদের সন্তানেরা স্বাভাবিক জীবন - যাপন ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে বাধার সম্মুখীন হয়।

সারণী নং -

৬.১.৩ : উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৮	৫৪.৯
না	২১	৪১.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৬.১.৩) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হচ্ছে তাই নয় অন্যদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও প্রভাবিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪.৯% উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে। আর বাকি ৪১.২% উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে না। হ্যাঁ অথবা না অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৩.৯% উত্তরদাতারা। যাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ নারী নির্যাতনের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং -

৬.১.৪ : উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
বাবা - মা	১৭	৩৩.৩
ভাই - বোন	১১	২১.৬
সন্তান	১২	২৩.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৪	৪৭.১
মোট	৬৪	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৬.১.৪) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হচ্ছে তাই নয় অন্যদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও প্রভাবিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৪৭.১% উত্তরদাতারা। বাবা - মা'র উপর প্রভাব পড়ছে ৩৩.৩% উত্তরদাতাদের। সন্তানের উপর প্রভাব পড়ছে ২৩.৫% উত্তরদাতাদের। ভাই-বোনের উপর প্রভাব পড়ছে ২১.৬% উত্তরদাতাদের।

সারণী নং -

৬.১.৫ : উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়ে	১৩	২৫.৫
অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ হয়ে	৭	১৩.৭
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে	১৯	৩৭.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৪	৪৭.১
মোট	৬৩	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৬.১.৫) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হচ্ছেন তাই নয় অন্যদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও প্রভাবিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৪৭.১% উত্তরদাতারা । ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে দেখছে ৩৭.৩% উত্তরদাতাদের। অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়ে দেখছে ২৫.৫% উত্তরদাতাদের। আর অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ হয়ে দেখছে ১৩.৭% উত্তরদাতাদের পরিবার।

৬.২ পরিশিষ্ট

সার্বিক আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, নারী নির্যাতন সমাজ জীবনে নারীদেরকে স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত রাখে। সামাজিকভাবে নির্যাতিত মহিলারা হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং নির্যাতিতের পরিস্থিতি নারী - পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার জন্ম দেয় যা নারীর স্বাভাবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা বিশ্বাস করি কেবল নির্যাতিতকে আইনগত সহায়তা প্রদান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাকে সমাজে পুনর্বাসিত করাও আমাদের দায়িত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কিছু কিছু নির্যাতনের ফল এবং প্রভাব এতই মারাত্নক যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নির্যাতিতাকে এর জের টানতে হয়। আর এই অবস্থায় তার সহায়তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরণের সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান। যারা কাউন্সেলিং - এর মাধ্যমে নির্যাতিতার মানসিক চাপ লাঘবের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। কাউন্সেলিং - এর লক্ষ্যই হল নির্যাতিতা নারীর মধ্যে আত্নবিশ্বাস ও জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় সাত : নারী নির্যাতন দূর করার উপায়

৭.১ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় :
এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

৭.২ পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

৭.১ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় : এ সম্পর্কিত তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

দেশে নারী নির্যাতন দূর করার জন্য ইতোপূর্বে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণে নির্যাতিতা নারীরা সমাজ, রাষ্ট্র বা সরকারের কাছে সুবিচার পায় না। সংবাদপত্র, থানা -পুলিশ, আদালত ও হাসপাতালের রিপোর্টের মাধ্যমে দেখা যায়, নারী নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর পূর্বের বছরের তুলনায় ধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে মারা, এসিড নিক্ষেপ করা, হত্যা করা, প্রহার করা, অপহরণ করা ও পাচার করার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অনেক মানবাধিকার সংগঠন এসব তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করে প্রতিবেদন প্রকাশ করছে । এ প্রতিবেদনের সার - সংক্ষেপ আবার ছাপা হয় সংবাদপত্রে। হচ্ছে সভা, সমাবেশ, প্রতিবাদ। চারদিকে চলছে মুক্ত আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় এমনকি নানা ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বটে কিন্তু নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের এখনও বহু পথ অতিক্রম করতে হবে এবং অতিক্রম করা বাকি আছে।

উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবারের অভিভাকবরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা, বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা, যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল, উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন, নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন, নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান, তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী, তাদের কল্যাণে করণীয় সম্পকে নিজস্ব মতামত - এসকল বিষয় সম্পর্কে এখানে তথ্য পাওয়া যাবে । নারী নির্যাতন দূর করার উপায় সম্পর্কে তথ্য ও উপাদান গুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সারণী আকারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিনা গবেষণা কাজকে আরও বেশী তথ্য সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এবং নারী নির্যাতন দূর করার উপায় সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় সমন্ধে জানা সম্ভব হবে।

সারণী নং -

৭.১.১ : উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৮	৩৫.৩
না	৩৩	৬৪.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.১) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর উপর নির্যাতন নিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ ও আইন পাশ করা হয়। এছাড়া সময়ের সাথে সংগতি রেখে অনেক আইনের সংস্কার ও সময়োপযোগী নতুন আইনের প্রচলন করা হয়। নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য এসব আইন সম্পর্কে জানা জরুরী। এই সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানে না ৬৪.৭% উত্তরদাতারা। আর বাকি ৩৫.৩% উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন।

অথচ আমাদের দেশে নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য বিভিন্ন আইন রয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধিকরণ আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইত্যাদি। সুতরাং এসব আইন না জানার কারনেই নারীরা বেশি নির্যাতিত হচ্ছেন। মূলত উত্তরদাতাদের নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্ন আয় এবং সঠিক মাত্রায় গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ায় বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয়। বিধায় নারী নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে অজ্ঞ।

সারণী নং -

৭.১.২ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.২) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতাই তাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেরা কোন না কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন। যা কিনা সামাজিক বিচার - সালিশ ও পারিবারিক সমঝোতা, দেশীয় প্রচলিত আইন দ্বারাই।

সারণী নং -

৭.১.৩ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাবকরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাকবরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৭	৫২.৯
না	২৪	৪৭.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাবকরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৩) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাকবরা পদক্ষেপ নিয়েছেন ৫২.৯% উত্তরদাতাদের। যা কিনা সামাজিক বিচার - সালিশ ও পারিবারিক সমঝোতা, দেশীয় প্রচলিত আইন দ্বারাই। আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাকবরা পদক্ষেপ নেন নি ৪৭.১% উত্তরদাতাদের।

সারণী নং -

৭.১.৪ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৫	৪৯.০
না	২৬	৫১.০
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৪) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে আইনগত ভাবে বিয়েতে কোন ধরণের যৌতুক নেয়া এবং দেয়া উভয়ই দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫১.০% উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়নি। কিন্তু বিয়ের সময় যৌতুক না দিলেও স্বামী ও তাদের পরিবারের লোকজনের অত্যাচারের চাপে পড়ে পরবর্তীতে দেয়া হয়েছিল । আর বাকি ৪৯.০% নারীর বিবাহ যৌতুক সমেত সম্পন্ন হয়েছিল অর্থাৎ উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক দেয়া হয়েছিল। বিয়েতে মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ, স্বর্ণাংকার, আসবাবপত্র, জমিজমা ইত্যাদি দেয়া হয়েছিল ।

সারণী নং -

৭.১.৫ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
নগদ অর্থ	২৩	৪৫.১
স্বর্ণালংকার	১৯	৩৭.৩
আসবাবপত্র	৪	৭.৮
জমিজমা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৬	৫১.০
মোট	৭২	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৫) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫১.০% উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক হয়নি। বাকি ৪৫.১% উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ দেয়া হয়েছিল। ৩৭.৩% উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে স্বর্ণালংকার দেয়া হয়েছিল। ৭.৮% উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে আসবাবপত্র দেয়া হয়েছিল।

সারণী নং -

৭.১.৬ : উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন - এ সম্পর্কে তথ্যাবলীর বিন্যাস -

গ্রহনীয় ব্যবস্থা	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
আইনের সফল প্রয়োগ	৪৪	৮৬.৩
আরো নতুন আইন আরোপ	১৭	৩৩.৩
পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে	২৫	৪৯.০
মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে	২৩	৪৫.১
সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে	১২	২৩.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	১২১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন - এ সম্পর্কে তথ্যাবলীর বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৬) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দমনের জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারনে এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৬.৩% উত্তরদাতারা মনে করেন আইনের সফল প্রয়োগ নারী নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৪৯.০% উত্তরদাতারা মনে করেন পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। ৪৫.১% উত্তরদাতারা মনে করেন মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। ৩৩.৩% উত্তরদাতারা মনে করেন আরো নতুন আইন আরোপ করার মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। বাকি ২৩.৫% উত্তরদাতারা মনে করেন সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব।

সারণী নং -

৭.১.৭ : উত্তরদাতারা নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
প্রকৃত শিক্ষার অভাব	৩২	৬২.৭
সামাজিক মূল্যবোধের অভাব	১৬	৩১.৪
ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার	১১	২১.৬
পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণ	৩৩	৬৪.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৯২	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৭) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৪.৭% উত্তরদাতারা পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য নারী নির্যাতনের শিকার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬২.৭% উত্তরদাতারা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে নারী নির্যাতনের শিকার। ৩১.৪% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে তারা নারী নির্যাতনের শিকার। ২১.৬% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহারের অভাবে তারা নারী নির্যাতনের শিকার।

সুতরাং দেখা যায় যে, পারিবারিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে নারীরা অবহেলার পাত্র।

সারণী নং -

৭.১.৮ : উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়	২৮	৫৪.৯
নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে	৩৫	৬৮.৬
পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়	৩৩	৬৪.৭
সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়	১৩	২৫.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	১০৯	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৮) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে, নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বলে মতামত দেন ৬৮.৬% উত্তরদাতারা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায় বলে মতামত দেন ৬৪.৭% উত্তরদাতারা। নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয় বলে মতামত দেন ৫৪.৯% উত্তরদাতারা। সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায় বলে মতামত দেন ২৫.৫% উত্তরদাতারা।

সারণী নং -

৭.১.৯ : উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস -

আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী	গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১	শতকরা হার (%)
পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে	২৭	৫২.৯
সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে	১৮	৩৫.৩
আইন প্রয়োগের মাধ্যমে	৪১	৮০.৪
মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	১০১	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

(More than one answer is possible)

উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী- এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.৯) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীরা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মত দেন ৮০.৪% উত্তরদাতারা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে মত দেন ৫২.৯% উত্তরদাতারা। সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে মত দেন ৩৫.৩% উত্তরদাতারা। আর মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে মত দেন ২৯.৪% উত্তরদাতারা।

সারণী নং -

৭.১.১০ : উত্তরদাতাদের কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস -

কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত	**গনসংখ্যা (N) মূল N = ৫১**	**শতকরা হার (%)**
নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ	৪৮	৯৪.১
সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা	১৫	২৯.৪
দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা	১২	২৩.৫
পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা	-	-
আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৭৭	

একাধিক উত্তর প্রযোজ্য
(More than one answer is possible)

উত্তরদাতাদের কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস, সারণী নং (৭.১.১০) বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে, প্রথম সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৪.১% উত্তরদাতারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ২৯.৪% উত্তরদাতারা সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। ২৩.৫% উত্তরদাতারা দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। বাকি ৩.৯% উত্তরদাতারা আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।

৭.২ পরিশিষ্ট

নারীর ওপর নির্যাতনের ইতিহাসটি পুরনো। তবে নারী নির্যাতন দূর করার উপায় উদ্দ্যোগটিও পুরনো। আর এই সকল উদ্দ্যোগগুলো স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত হচ্ছে, তাতে যোগ দিয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সরকার। বর্তমান সময়ে নারীর প্রতি নির্যাতন যত বাড়ছে, প্রতিকারের উপায়ও তত তৈরী হচ্ছে। আশা করা যায়, এক সময় সমন্বিতভাবে নারী নির্যাতন দূর করা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে। সমাজ পাপমুক্ত হবে।

নারী নির্যাতন দূর করার জন্য প্রয়োজন প্রচলিত আইনগুলোর সংশোধন ও সংস্কার, আইনের প্রয়োগ। এর সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসন, গণমাধ্যম, আইনজীবীদের দায় - দায়িত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও চাপ প্রয়োগকারী গ্রুপ গঠন, সহায়ক পরিসেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে একত্রে কাজ করতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। সকলকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে নারী নির্যাতন একদিন ঠিকই বন্ধ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় আট : কতিপয় কেস উপস্থাপন

৮.১ কেস গ্রহণের যৌক্তিকতা
৮.২ কেস স্টাডি সমূহের তালিকা
৮.৩ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কেস উপস্থাপন (৮.৩.১ থেকে ৮.৩.৫)
৮.৩.১ কেস - ০১
৮.৩.২ কেস - ০২
৮.৩.৩ কেস - ০৩
৮.৩.৪ কেস - ০৪
৮.৩.৫ কেস - ০৫
৮.৪ পরিশিষ্ট

৮.১ কেস গ্রহণের যৌক্তিকতা

নারী নির্যাতন আমাদের জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। মানুষের জীবনের সেই শুরু অর্থাৎ আদি লগ্ন থেকে আজ অবধি পর্যন্ত নারীরা সমাজ জীবনে ক্রমগত ভাবে নিপীড়িত হয়ে আসছে। এছাড়া এসব নারীদের মধ্যে যারা দরিদ্র শ্রেণীর তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাই সমাজের প্রতিটি নারী সদস্যই কামনা করেন যেন এহেন অবস্থা তার জীবনে না আসে। কার্যত ১০ বছর ধরে নারী নির্যাতন ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি নারী নির্যাতনের হার আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয় গত বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে দেশে মোট ৫,৬১৬ জন নারী বিভিন্ন উপায়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপ পরিষদ ১৪টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এই তথ্য প্রদান করে। এক্ষেত্রে ধর্ষণ ১১৪৯ জন। তাদের মধ্যে ৭৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ১৪ জন পরে আত্মহত্যা করে। ৬৮ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার এবং অন্তত ২৫০ জন নারী বখাটেদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় হামলার শিকার হন ২১৫ জন, তাতে ১৫ জন নিহত হন। ফতোয়ার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৮ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫৩৮ জন। বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) পর্যালোচনায় বলে, এসব বন্ধে সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। চাই ব্যক্তি সচেতনতা এবং বেসরকারি সংগঠনের সার্বিক সহযোগিতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে নির্ধারিত শহর থেকে মোট একান্ন (৫১) জন নির্যাতন অর্থাৎ সহিংসতার শিকার নারীর থেকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করি। প্রাপ্ত তথ্যগুলো থেকে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন তথ্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে পাঁচ (৫) জন নারীকে কেস হিসেবে গ্রহণ করি এবং তাদের কেস স্টাডি উপস্থাপিত হলো।

৮.২ কেস স্টাডি সমূহের তালিকা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল জাতীয় মহিলা সংস্থা ১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়					
ক্রমিক নং	**স্ত্রী'র নাম**	**স্ত্রী'র বয়স (বছর)**	**স্বামী'র নাম**	**স্বামী'র বয়স (বছর)**	**নারী নির্যাতনের ধরণ**
১	মোসাম্মত শিউলি আক্তার	১৯	ইব্রাহিম খলিল	২৫	নারী নির্যাতন
২	সাহানা আক্তার	৩৩	মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন রাহমানী	৪৪	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে
৩	কোহিনুর বেগম	৩৭	মোহাম্মদ আবু তাহের	৪৪	নারী নির্যাতন
৪	রুনা আক্তার	২৪	আব্দুর রব	২৫	নারী নির্যাতন
৫	মোসাম্মত মুক্তা বেগম	৩২	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	৪০	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা
৬	জমেলা	৩৫	আমিনুর রশিদ বুলবুল	৪০	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা
৭	সুমাইয়া আক্তার সুমি	২২	মোহাম্মদ ইমরান আলী রাসেল	৩১	যৌতুক
৮	সাথী আক্তার	২৩	মোহাম্মদ মকবুল	৩০	নারী নির্যাতন
৯	ফাহিমা আক্তার স্বপ্না	২৮	মোহাম্মদ আল আমিন	২৯	নারী নির্যাতন
১০	মাজেদা	৪০	কুদ্দুস আলী	৫৫	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা
১১	রেখা বেগম	১৯	মোহাম্মদ ইমরান	২৪	নারী নির্যাতন
১২	আফরোজা আলম	২০	সাজ্জাদ নূর সুমন	২৯	নারী নির্যাতন
১৩	নাসরিন সুলতানা	৩৯	লুৎফর রহমান দেওয়ান (ফিরোজ)	৫৫	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা, নারী নির্যাতন
১৪	বিউটি আক্তার রুনু	২৪	মনোয়ারুল ইসলাম (মুন্না)	৩০	নারী নির্যাতন
১৫	আসমা আক্তার	২১	মোহাম্মদ সাজ্জাদ	২৫	যৌতুক
১৬	আসিয়া বেগম	৩০	টুটুল খান	৩৮	নারী নির্যাতন
১৭	মোসাম্মত লিপি আক্তার	২৩	মোহাম্মদ শিপন	২৫	নারী নির্যাতন
১৮	মোসাম্মত মিনু আক্তার	২০	মোহাম্মদ মানিক	৩২	যৌতুক

ক্রমিক নং	স্ত্রী'র নাম	স্ত্রী'র বয়স (বছর)	স্বামী'র নাম	স্বামী'র বয়স (বছর)	নারী নির্যাতনের ধরণ
১৯	মোসাম্মত নার্গিস খাতুন	২৫	সাহু মিয়া	৩৫	যৌতুক
২০	রুনু আক্তার	২৮	মোহাম্মদ আব্দুল বারেক জসিম / মোহাম্মদ হাসেম ব্যাপারী	৩৭	যৌতুক
২১	মোসাম্মত আছিয়া বেগম	৩০	আব্দুল হালিম	৩৭	খোরপোষ
২২	তাহমিনা খাতুন তনু	২৩	সাইফুল আলম	৩৪	যৌতুক, নারী নির্যাতন
২৩	আনোয়ারা খাতুন	২৮	মোহাম্মদ আইয়ুব আলী	৩৭	যৌতুক
২৪	রুমা আক্তার	২৪	হারুন হোসেন	২৫	নারী নির্যাতন
২৫	মাকুল আক্তার সাথী	১৯	জহিরুল ইসলাম জুয়েল	২৫	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা
২৬	আসমা বেগম	২৫	মোহাম্মদ মাহবুব আলম	৩১	শারীরিক ও আর্থিক নির্যাতন
২৭	মোসাম্মত সাহিদা আখতার	৪০	মোহাম্মদ আবদুস সামাদ মিয়া	৫০	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন
২৮	সুমা আক্তার	২২	মোহাম্মদ নাজমুল	২৭	শারীরিক নির্যাতন
২৯	সাহিদা আক্তার পলি	২১	মোহাম্মদ রাশেদ	২৫	পারিবারিক নির্যাতন
৩০	সাকিনা বেগম	৩৩	মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন	৪০	খোরপোষ
৩১	মোসাম্মত সাহিদা আক্তার	২৮	মোহাম্মদ উজ্জ্বল	৩৬	শারীরিক নির্যাতন
৩২	চায়না	৩৫	ইসমাঈল	৪০	শারীরিক নির্যাতন ও যৌতুক
৩৩	সালমা বেগম	২৮	মোহাম্মদ আরশাদ মৃধা	৩৪	যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতন
৩৪	মোসাম্মত রুমা	২১	হারুন-অর-রশিদ	৩৫	পারিবারিক নির্যাতন ও ভরণ-পোষন, খোরপোষ
৩৫	রুমা বেগম	২৫	মোহাম্মদ মামুন	৩০	ভরণ-পোষন, যৌতুক, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে
৩৬	মোসাম্মত কুলসুম বেগম /কুলসুম আক্তার স্মৃতি	২৯	মোহাম্মদ রিপন মিয়া	৩৪	শারীরিক নির্যাতন

ক্রমিক নং	স্ত্রী'র নাম	স্ত্রী'র বয়স (বছর)	স্বামী'র নাম	স্বামী'র বয়স (বছর)	নারী নির্যাতনের ধরণ
৩৭	মিলনি / পারুল	১৮	হেলাল	২৬	পারিবারিক সমস্যা
৩৮	মোসাম্মত সুফিয়া আক্তার	২২	মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	২৮	যৌতুক
৩৯	সাথী বেগম / মোসাম্মত সাথী আক্তার	২১	মোহাম্মদ আরিফ	২৬	শারীরিক নির্যাতন
৪০	মোসাম্মত নাজমা	৪৭	মোহাম্মদ আব্দুল কাদের	৫৭	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন
৪১	নার্গিস আরা	৩৫	মোহাম্মদ সামসুর রহমান	৩৭	যৌতুক
৪২	লাকী আনিছা	২৪	সৈয়দ আজীজুর রহমান	২৬	যৌতুক, পাচার ও নারী নির্যাতন
৪৩	ওয়ানদিতা ত্রিপাঠী / সুমাইয়া আলম (মুসলমান : ধর্মান্তরিত নাম)	৩২	মোহাম্মদ নূরুল আলম	৪৮	নারী নির্যাতন
৪৪	মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু)	৪০	মোহাম্মদ ওমর ফারুক	৪৭	স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, পারিবারিক সমস্যা
৪৫	মমতাজ বেগম	৪৫	আব্দুল বারেক	৬০	নারী নির্যাতন, যৌতুক
৪৬	জান্নাতুল ফেরদৌস (বিউটি)	২৩	আকাশ (মনজু)	২৬	নারী নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন
৪৭	মোসাম্মত মনুয়ারা আক্তার (মিলি)	৩৩	মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ফাতেমী (বাবু)	৪৩	মানসিক নির্যাতন
৪৮	বেনজীর আজাদ	২০	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	২৬	ভরণ-পোষন
৪৯	মোসাম্মত মাছুমা আক্তার	২০	মোহাম্মদ মাছুম আহমেদ	২৭	স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে
৫০	তানিয়া আক্তার	২৩	মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	৩৫	শারীরিক নির্যাতন
৫১	মোসাম্মত মুক্তা আক্তার	২৩	মোহাম্মদ বাদল মিয়া	২৯	যৌতুক

৮.৩ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কেস উপস্থাপন (৮.৩.১ থেকে ৮.৩.৫)

ক্রমিক নং	স্ত্রী'র নাম	স্ত্রী'র বয়স (বছর)	স্বামী'র নাম	স্বামী'র বয়স (বছর)	নারী নির্যাতনের ধরণ
১	নার্গিস আরা	৩৫	মোহাম্মদ সামছুর রহমান	৩৭	যৌতুক
২	ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি (ধর্মান্তরিত মুসলিম নাম - সুমাইয়া আলম)	৩২	মো: নুরুল আলম	৪৮	নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা)
৩	মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু)	৪০	মোহাম্মদ ওমর ফারুক	৪৭	স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও পারিবারিক সমস্যা
৪	বেনজীর আজাদ	২০	মো: জাহাঙ্গীর আলম	২৬	খোরপোষ ও ভরণ-পোষন
৫	তানিয়া আক্তার	২৩	মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	৩৫	শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক নির্যাতন

৮.৩.১ কেস - ০১

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম : নার্গিস আরা।
- স্বামীর নাম : মোহাম্মদ সামছুর রহমান।
- বিবাহের সাল : ১২-১১-১৯৯৮।
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ : ১৩ বয়স (বছর)।
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৩ জন।
- সন্তান সংখ্যা : ১ জন। (মেয়ে)।
- পিতার নাম : মৃত: মো: মতিয়র রহমান।
- মাতার নাম : মোসাম্মত ফেরদৌস আরা।
- বয়স : ৩৫ বয়স (বছর)।
- লিঙ্গ : স্ত্রী লিঙ্গ।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক।
- পেশা : চাকুরী (ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের কম্পিউটার অপারেটর-আল্ট্রাসনোগ্রাম রির্পোটার)।
- আয় : ১৫,০০০/ টাকা।
- ধর্ম : ইসলাম।
- জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)।
- পরিবারের ধরণ : একক পরিবার।
- বর্তমান ঠিকানা : বি ১/৫ বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী,আই.জি.গেইট। ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বাদেকল্লা। পোষ্ট অফিস : ময়মনসিংহ কোতয়ালী। থানা : ময়মনসিংহ কোতয়ালী । জেলা:ময়মনসিংহ কোতয়ালী ।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং: ৩৩৫৮/১১।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৮/০১/২০১২ ইং।

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :** যৌতুক ।

❖ **পটভূমি :** একজন গবেষক হিসেবে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত নির্যাতনের শিকার নারী'র সাথে ঢাকা শহরের নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থায়, কথা বলি।

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :** গবেষণার নীতি অনুযায়ী, তার সব কিছু শুনে সহজেই তার সাথে আমার একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এভাবেই আমি পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :** মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হবার কারণে নার্গিস আরা আমার সাথে ঠিক মত কথা বলতে পারেনি। তবে তার সাথে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষন এবং ফাইলপত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

➢ **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১	নার্গিস আরা	স্ত্রী লিঙ্গ	৩৫ বছর	নিজ	বিবাহিতা	স্নাতক	চাকুরী	১৫,০০০/
২	মোহাম্মদ সামছুর রহমান	পুং লিঙ্গ	৩৭ বছর	স্বামী	বিবাহিতা	স্নাতক	ব্যবসা	৫০,০০০/
৩	আফরা সাইয়ারা ত্রয়ী	স্ত্রী লিঙ্গ	০৫ বছর	মেয়ে	অবিবাহিতা	কেজি শ্রেণী	ছাত্রী	০/
							মোট ঃ	৬৫,০০০/

➢ **মনো সামাজিক অনুধ্যান :** মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নার্গিস আরা বাবা-মা'র পছন্দে পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করেন মোহাম্মদ সামছুর রহমান কে। তখন স্বামী পেশায় একজন বড় কেমিক্যাল ব্যবসায়ী। একটি বাচ্চা হওয়ার পর, সংসার ভালই কাটছে। নার্গিস আরা বর্তমানে চাকুরী (ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের কম্পিউটার অপারেটর-আল্ট্রাসনোগ্রাম রির্পোটার) করছেন। মেয়ে স্থানীয় একটি কিল্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। কিন্তু এর ফাঁকে মোহাম্মদ সামছুর রহমান এর সাথে অন্য মেয়ের সম্পর্ক হয়। নার্গিস আরা জানতে পারলে তাঁর উপর বিভিন্ন বাহানা ধরে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করে।

➢ **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় নার্গিস আরা - এর অর্থনৈতিক অবস্থা মধ্যমানের । অর্থাৎ মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। স্বামী পেশায় বড় কেমিক্যাল ব্যবসায়ী।

➢ **শিক্ষাগত অবস্থা :** নার্গিস আরা স্নাতক পাশ। নামকরা একটি প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকুরী করেন।

➢ **সামাজিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে সম্পদের উপর। এদিক থেকে চিন্তা করলে সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত।

➢ **শারীরিক অবস্থা :** শারীরিক গঠন মোটামুটি ভাল। হালকা-পাতলা, মাঝারি ও চিকন গড়নের।

➢ **মানসিক অবস্থা :** পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন।

➢ **চিত্তবিনোদন :** চিত্তবিনোদনের অভাব নেই। বাসায় টিভি আছে। মাঝে মাঝে বিনোদনের জন্য বাচ্চাকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাবার স্বাধীনতা তাঁর আছে।

➢ **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তিগত ভাবে পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ পরিস্কার।

➢ **বাসস্থান অবস্থা :** ঢাকার একটি পরিচিত এলাকার সরকারি কোয়ার্টারে বাসা ভাড়া করে থাকেন।

- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আশে-পাশের সকলের সাথে তার সদ্ব্যাহার বিদ্যমান। সকলের সাথে মিলে-মিশে একত্রে বাস করে।
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :** পোশাক পরিচ্ছেদ মার্জিত এবং পরিস্কার।
- **খাদ্যাভ্যাস :** ভাল মানের খাবার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে ফাস্টফুড, চাইনিজ ইত্যাদি খাবার খান।

❖ **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :** বিয়ের পর ভাল। এরপর থেকেই বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর সাথে অশান্তি করে আসছে। কিন্তু তাঁর অজান্তে এবং বিনা অনুমতিতে পুনরায় বিয়ে করে এবং একটি ছেলে সন্তান হয়। ঐ স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মতিঝিল থাকে। তাঁদের সাথে কোনরুপ যোগাযোগ করে না। বর্তমানে এক বছর ধরে তাঁর খোরপোষ ও সন্তানদের কোন ভরণ-পোষন দেয় না। অর্থাৎ কোন রকম সংসার খরচ দেয় না। উপরন্তু যৌতুক চায় এবং বলে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান । এভাবে আর কত দিন চলবে জানেনা। এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই এখানে আসা।

❖ **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :** স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও যৌতুকের কারণে পারিবারিক সমস্যা হবার আগে সে অনেক প্রাণবন্ত, হাসোজ্বল ছিল। নিয়মিত সবার সাথে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু সমস্যা হবার পর সবসময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ কিভাবে কাটাবেন।

❖ **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :** নার্গিস আরা এসেছিলেন একা, পরবর্তীতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করি।

❖ **ফলোআপ :** কথা বলে জানতে পারি মামলার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠান থেকে না হলে কোথায় যাবেন। কারন এর আগে আর কারও সাথে এই ব্যাপারে কোন কথা বলেননি।

❖ **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :** তাঁর এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি জাতীয় মহিলা সংস্থায় সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করি। মানসিক সান্তনা, অনুপ্রেরণা জোগাই এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

❖ **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :** আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে বলি, জোর করে তো আর সংসার একতরফা করা যায় না। একবার মিলিয়ে দিলাম, পরে সে আবার একই কাজ করে যাবে। আপনি চাচ্ছেন হয় আপনাকে রাখুক নয়ত তাকে (সতীন) ছাড়ুক। কিন্তু সতীন কে তো আর ছাড়ার জন্য বিয়ে করেননি। যেহেতু চাকরি করছেন। নিজের, বাচ্চার ও সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারছেন। তাহলে আর স্বামী - কে কি দরকার। তার সব কিছু ভুলে গিয়ে মেনে নিয়ে সংসার করার পরামর্শ দেই। মেয়েকে পড়াশুনা করান, মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলেন। সে আমার কথায় আগ্রহী হয়ে পুনরায় জীবন শুরু করতে চাচ্ছেন। তবে এর একটা সুষ্ঠ বিচার চান।

❖ **মূল্যায়ন :** আমি একজন গবেষক হিসেবে নার্গিস আরা - এর ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য কতটুকু সফল হয়েছি তা জানিনা। তবে সর্বাত্নক চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনকে ভাল ভাবে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিয়েছি। আমি আশা করি শীঘ্রই সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান পাবে।

৮.৩.২ কেস - ০২

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম : ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি । (ধর্মান্তরিত মুসলিম নাম : সুমাইয়া আলম) ।
- স্বামীর নাম : মো: নুরুল আলম ।
- বিবাহের সাল : ২০০১।
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ : ১০ বয়স (বছর) ।
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৪ জন ।
- সন্তান সংখ্যা : ২ জন (মেয়ে) ।
- পিতার নাম : ডা: লালন ত্রিপাঠি ।
- মাতার নাম : মৃত: ডা: রিজিয়া ত্রিপাঠি ।
- বয়স : ৩২ বয়স (বছর)।
- লিঙ্গ : স্ত্রী লিঙ্গ ।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : গ্রাজুয়েট ।
- পেশা : গৃহিণী ।
- আয় : ০/ টাকা ।
- ধর্ম : হিন্দু ।
- জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে-ভারতীয়) ।
- পরিবারের ধরণ : একক পরিবার ।
- বর্তমান ঠিকানা : ১৪৭/৪/এ। ফ্লাট-১-৫-এম। সিটি গ্রীন। গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫।
- স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর প্রদেশ, ভারত।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং: ৩৪০০/১২।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১১/০১/২০১২ ।

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :** নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা) ।

❖ **পটভূমি :** একজন গবেষক হিসেবে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত নির্যাতনের শিকার নারী'র সাথে ঢাকা শহরের নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থায়, কথা বলি।

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :** গবেষণার নীতি অনুযায়ী, তার সব কিছু শুনে সহজেই তার সাথে আমার একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এভাবেই আমি পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :** মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হবার কারণে ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি আমার সাথে ঠিক মত কথা বলতে পারেনি। তবে তার সাথে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষন এবং ফাইলপত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

➢ **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১	ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি	স্ত্রী লিঙ্গ	৩২ বছর	নিজ	বিবাহিতা	গ্রাজুয়েট	গৃহিণী	০/
২	মো: নুরুল আলম	পুং লিঙ্গ	৪৮ বছর	স্বামী	বিবাহিত	এম.বি.এ.	ব্যবসা	২,০০,০০০/
৩	সারিকা আলম	স্ত্রী লিঙ্গ	০৮ বছর	মেয়ে	অবিবাহিতা	প্রথম শ্রেণী	ছাত্রী	০/
৪	আস্থা আলম	স্ত্রী লিঙ্গ	০৪ বছর	মেয়ে	অবিবাহিতা	নিরক্ষর	শিশু	০/
							মোট ঃ	২,০০,০০০/

➢ **মনো সামাজিক অনুধ্যান :** মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি ভারত হতে বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালে আসেন প্রেমিক মো: নুরুল আলম - এর হাত ধরে। মো: নুরুল আলম ভারতে বি.বি.এ. ও এম.বি.এ. পড়ার উদ্দেশ্যে যান। সেখানেই গিয়ে সমভ্রান্ত ডাক্তার পরিবারের মেয়ে ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি-এর সাথে পরিচয়। পরবর্তীতে তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ভুলিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসে বিয়ে করেন। এ দেশে তাঁর স্বামীই তাঁর একমাত্র সম্বল। কিন্তু স্বামী ও তার বাড়ির অন্যান্য আত্নীয়-স্বজন ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি-এর উপর বিভিন্ন বাহানা ধরে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করে।

➢ **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি - র অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চমানের । অর্থাৎ স্বচ্ছল পরিবার। স্বামী পেশায় একজন বড় ব্যবসায়ী। বিদেশ থেকে বীজ এনে বাংলাদেশে বিক্রি করেন।

➢ **শিক্ষাগত অবস্থা :** ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি ভারত হতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে আসেন। তার নাম, পরিচয় বাংলায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে এবং লিখতে পারে।

➢ **সামাজিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে সম্পদের উপর। এদিক থেকে চিন্তা করলে সামাজিক অবস্থান উচ্চবিত্ত। নিজের ও বাচ্চাদের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

➢ **শারীরিক অবস্থা :** শারীরিক গঠন মোটামুটি ভাল। হালকা-পাতলা, লম্বা ও চিকন গড়নের।

➢ **মানসিক অবস্থা :** পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। বর্তমানে

সে এতটাই ক্ষিপ্ত যে, সুমাইয়া আলম নামটি না বলে ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে।

- **চিত্তবিনোদন :** চিত্তবিনোদনের কোন অভাব নেই। বাসায় টিভি, হোম থিয়েটার, কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ছাড়াও বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাবার স্বাধীনতা তাঁর আছে।
- **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তিগত ভাবে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ পরিপাটি।
- **বাসস্থান অবস্থা :** ঢাকার একটি নামী-দামী এলাকায় নিজস্ব ফ্লাটে স্বামী - সন্তান নিয়ে থাকেন।
- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আশে-পাশের সকলের সাথে তার সদ্ব্যাহার বিদ্যমান। সকলের সাথে মিলে-মিশে একত্রে বাস করে।
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :** পোশাক পরিচ্ছেদ উন্নত মানের। বর্তমান যুগের আধুনিক মেয়েদের মত পোশাক পরিধান করেন।
- **খাদ্যাভ্যাস :** ভাল মানের খাবার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে চাইনিজ, ফাস্টফুড ইত্যাদি খাবার খান।

❖ **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :** বাংলাদেশে আসার পর মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে নাম রাখে সুমাইয়া আলম। স্বামীর বাড়ির সকল আত্নীয়-স্বজন থাকে ময়মনসিংহে। স্বামী তাঁকে নিয়ে ঢাকায় থাকে। বিয়ের পর প্রথমে ভাল। কিন্তু আস্তে আস্তে যৌতুক চায়। স্বামী সহ বাড়ির সবাই গায়ে হাত তুলত ও অমানবিক নির্যাতন চালাত। শ্বাশুড়ী বলে,"আমাদের ছেলেকে এদেশে বিয়ে করালে কত কি পেতাম। তুই ঐদেশ থেকে আসার সময় কি নিয়ে এসেছিস।" পরে সুমাইয়া ভারতে যখন বেড়াতে যেত তখন অনেক স্বর্ণের জিনিস আনত। ঢাকার ফ্লাট, গাড়ি এবং অন্যান্য সকল কিছু এমনকি সংসারের যাবতীয় খরচ সুমাইয়ার আত্নীয়-স্বজন চালাত। স্বামী মাঝে মাঝে দিত। বাচ্চারা আবার এদেশের নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। স্বামী কোন কাজেই টাকা দিত না, বরং তার টাকা দিয়ে সে বাইরে অন্য মেয়ের পিছনে খরচ করত। সব ধরনের নেশা করত। এমনকি সুমাইয়া যখন বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যেত তখন মেয়েদের বাসায় নিয়ে আসত। এসব জানতে পারলে তাঁর উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু হয়। তখন স্বামী বলে ফ্লাট যেন তার নামে লিখে দেয়। আর সে আরেকটা বিয়ে করবে। বর্তমানে তিন মাস ধরে বাসা হতে চলে যায়। এখন পুরো সংসারের খরচ সুমাইয়াকে চালাতে হয়। এভাবে আর সে কত দিন চালাতে পারবে। এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই এখানে আসা।

❖ **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :** নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা) হবার আগে সে অনেক প্রাণবন্ত, হাসোজ্বল ছিল। নিয়মিত সবার সাথে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু সমস্যা হবার পর সব সময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। তাঁর ভয় কাজ করে এদেশে তার কেউ নেই। কে তাকে রক্ষা করবে। তাই কারও সাথে এখন আর যোগাযোগ রাখে না। বাচ্চাদের কেউ আবার অপহরণ করে নাকি সেই ভয়ে থাকে। নিজের ও বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। একেবারেই ভারতে ফিরে যাবার চিন্তা করছে। সম্ভবত ভাই এসে নিয়ে যাবে।

- **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা। ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি এসেছিলেন একা। আর আমাদের সাথেও কথা বলতে ভীতি বোধ করছিল। তাই আমারও কারো সাথে যোগাযোগের সুযোগ হয়নি।

- **ফলোআপ :** মামলার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠান থেকে না হলে ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি ভারতীয় হাইকমিশনে যাবেন সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য।

- **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :** তাঁর এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি জাতীয় মহিলা সংস্থায় সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করি। মানসিক সান্তনা, অনুপ্রেরণা জোগাই এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

- **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :** আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে ভারতে চলে যাবার পরামর্শ দেই। কারণ সে আর বাংলাদেশে থাকতে চাচ্ছেন না আর সংসারও করতে চাচ্ছেন না। সে ভারতে গিয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করতে চাচ্ছেন। সেখানে সে পরিবারে মুসলমান হিসেবে থাকতে চাইলেও থাকতে পারবে। কারন তার পরিবারের শিক্ষা হল, সবাই মানুষ। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। মানুষ বিধাতার সৃষ্টি, আর ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। একদিকে নামাজ পড়া হচ্ছে আর অন্যদিকে পূজা করা হচ্ছে।

- **মূল্যায়ন :** আমি একজন গবেষক হিসেবে ওয়ানদিতা ত্রিপাঠি-এর ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য কতটুকু সফল হয়েছি তা জানিনা। তবে সর্বাত্নক চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনকে ভাল ভাবে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিয়েছি। আমি আশা করি শীঘ্রই সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান পাবে।

৮.৩.৩ কেস - ০৩

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম : মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু)।
- স্বামীর নাম : মোহাম্মদ ওমর ফারুক।
- বিবাহের সাল : ১৫-০৯-১৯৯২।
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ : ১৯ বয়স (বছর)।
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৪ জন।
- সন্তান সংখ্যা : ২ জন। (১ ছেলে ও ১ মেয়ে)।
- পিতার নাম : নুর জামান।
- মাতার নাম : সুফিয়া খাতুন।
- বয়স : ৪০ বয়স (বছর)।
- লিঙ্গ : স্ত্রী লিঙ্গ।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : বাংলা অল্প পড়তে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই।
- পেশা : গার্মেন্টস কর্মী।
- আয় : ৪,৫০০/ টাকা।
- ধর্ম : ইসলাম।
- জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)।
- পরিবারের ধরণ : একক পরিবার।
- বর্তমান ঠিকানা : সুকশি সারুল্লা। রাণী মহল, মজিবুল ভান্ডারের বাড়ী। ডেমরা, ঢাকা।
- স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ইল্লিশ। পোষ্ট অফিস : পরানগঞ্জ। থানা : ভোলা। জেলা : ভোলা।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং: ৩২১৭/১১।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১২/০১/২০১২ ইং।

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :** স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও পারিবারিক সমস্যা ।

❖ **পটভূমি :** একজন গবেষক হিসেবে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত নির্যাতনের শিকার নারী'র সাথে ঢাকা শহরের নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থায়, কথা বলি।

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :** গবেষণার নীতি অনুযায়ী , তার সব কিছু শুনে সহজেই তার সাথে আমার একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এভাবেই আমি পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :** মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হবার কারণে মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) আমার সাথে ঠিক মত কথা বলতে পারেনি। তবে তার সাথে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষন এবং ফাইলপত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

➢ **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১	মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু)	স্ত্রী লিঙ্গ	৪০ বছর	নিজ	বিবাহিতা	বাংলা অল্প	গার্মেন্টস কর্মী	৪,৫০০/
২	মোসাম্মদ ওমর ফারুক	পুং লিঙ্গ	৪৭ বছর	স্বামী	বিবাহিত	বাংলা অল্প	ট্রাক ড্রাইভার	১৫,০০০/
৩	খাদিজা আক্তার রেখা	স্ত্রী লিঙ্গ	১১ বছর	মেয়ে	অবিবাহিতা	ষষ্ঠ শ্রেণী	ছাত্রী	০/
৪	বিল্লাল হোসেন রিয়াজ	পুং লিঙ্গ	০৯ বছর	ছেলে	অবিবাহিত	দ্বিতীয় শ্রেণী	ছাত্র	০/
							মোট ঃ	১৯,৫০০/

➢ **মনো সামাজিক অনুধ্যান :** মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) বাবা-মা'র অমতে ভালবেসে বিয়ে করে মোহাম্মদ ওমর ফারুক কে। তখন স্বামী পেশায় একজন ট্রাক ড্রাইভার। ঢাকায় পরিচয়, অত:পর প্রেম ও বিয়ে। এর মধ্যে দুটো বাচ্চা হয়, সংসার ভালই কাটছে। মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) বর্তমানে ওপেক্স ও সিনহা গ্রুপে সুইং হেলপার হিসেবে কাজ করছে। মেয়ে-ছেলে দু'টাই স্থানীয় (ওপেক্স ও সিনহা গ্রুপে) স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়ে। কিন্তু এর ফাঁকে স্বামী'র সাথে অন্য মেয়ের সম্পর্ক হয়। মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) জানতে পারলে তাঁর উপর বিভিন্ন বাহানা ধরে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করে।

➢ **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) - এর অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নমানের । অর্থাৎ অভাবগ্রস্থ পরিবার। স্বামী পেশায় একজন ট্রাক ড্রাইভার।

➢ **শিক্ষাগত অবস্থা :** মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) বাংলা অল্প পড়তে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই। শুধু নিজের নাম ও স্বাক্ষর দিতে পারেন।

➢ **সামাজিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে সম্পদের উপর। এদিক থেকে চিন্তা করলে সামাজিক অবস্থান নিম্নবিত্ত।

➢ **শারীরিক অবস্থা :** শারীরিক গঠন মোটামুটি ভাল। হালকা-পাতলা, মাঝারি ও চিকন গড়নের।

- **মানসিক অবস্থা :** পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন।
- **চিত্তবিনোদন :** চিত্তবিনোদনের অভাব আছে। বাসায় টিভি নেই। তবে বিভিন্ন স্থানে যাবার স্বাধীনতা তাঁর আছে।
- **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তিগত ভাবে অপরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ অপরিস্কার।
- **বাসস্থান অবস্থা :** ঢাকার অদূরে ডেমরায় মেয়ে-ছেলে নিয়ে এক রুমের ভাড়া বাসায় থাকেন।
- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আশে-পাশের সকলের সাথে তার সদ্ভাহার বিদ্যমান। সকলের সাথে মিলে-মিশে একত্রে বাস করে।
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :** পোশাক পরিচ্ছেদ নিম্ন মানের এবং নোংরা।
- **খাদ্যাভ্যাস :** ভাল মানের খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। অনেক কষ্টে সংসার চালান।

❖ **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :** বিয়ের পর ভাল, বর্তমানে তাঁর অজান্তে এবং বিনা অনুমতিতে পুনরায় বিয়ে করে। ঐ স্ত্রী'কে নিয়ে কক্সবাজার থাকে। কোনরুপ যোগাযোগ করে না। বর্তমানে দুই বছর ধরে তাঁর খোরপোষ ও সন্তানদের কোন ভরণ-পোষন, এমনকি কোন রকম সংসার খরচ দেয় না। উপরন্তু বলে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করতে। আবার যৌতুক চায়। এভাবে আর কত দিন চলবে জানেনা। এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই এখানে আসা।

❖ **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :** স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও পারিবারিক সমস্যা হবার আগে সে অনেক প্রাণবন্ত, হাসোজ্বল ছিল। নিয়মিত সবার সাথে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু সমস্যা হবার পর সবসময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ কিভাবে কাটাবেন।

❖ **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :** মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) এসেছিলেন একা। পরবর্তীতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করি ।

❖ **ফলোআপ :** কথা বলে জানতে পারি মামলার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠান থেকে না হলে কোথায় যাবেন। এর আগে উকিলের পিছনে অনেক টাকা চলে যায়। সমস্যার সমাধান আর হয়নি।

❖ **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :** তাঁর এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি জাতীয় মহিলা সংস্থায় সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করি। মানসিক সান্তনা, অনুপ্রেরণা জোগাই এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

❖ **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :** আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলি জোর করে তো আর সংসার একতরফা করা যায় না। তাকে আপনার সাথে মিলিয়ে দিলাম, পরে আবার একই কান্ড করে চলে যাবে। যেহেতু চাকরি করছেন। নিজের, বাচ্চাদের ও সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারছেন। তাহলে আর স্বামী - কে কি দরকার। যেহেতু সংসার করতে চাচ্ছেন না তাই তার সব কিছু ভুলে গিয়ে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে সংসার করার পরামর্শ দেই। মেয়ে-ছেলেকে ঠিকমত পড়াশুনা করানোর পরামর্শ দেই। সে আমার কথায় আগ্রহী হয়ে পুনরায় জীবন শুরু করতে চাচ্ছেন।

❖ **মূল্যায়ন :** আমি একজন গবেষক হিসেবে মোসাম্মত রাজিয়া বেগম (বিনু) - এর ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য কতটুকু সফল হয়েছি তা জানিনা। তবে সর্বাত্নক চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনকে ভাল ভাবে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিয়েছি। আমি আশা করি শীঘ্রই সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান পাবে।

৮.৩.৪ কেস - ০৪

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম : বেনজীর আজাদ।
- স্বামীর নাম : মো: জাহাঙ্গীর আলম।
- বিবাহের সাল : ২৭-০৪-২০০৯।
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ : ২বয়স (বছর)।
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৬ জন।
- সন্তান সংখ্যা : ..... জন।
- পিতার নাম : আবুল কালাম আজাদ।
- মাতার নাম : মেরিল আজাদ।
- বয়স : ২০ বয়স (বছর)।
- লিঙ্গ : স্ত্রী লিঙ্গ।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : শান্তা মরিয়ম ইউনির্ভাসিটি তে ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ পড়ে।
- পেশা : ছাত্রী।
- আয় : ০/ টাকা।
- ধর্ম : ইসলাম।
- জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)।
- পরিবারের ধরণ : একক পরিবার।
- বর্তমান ঠিকানা : সিদ্দীকি ভিলা। বাসা নং : ২১৯সি। রোড নং: ২। বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
- স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : চিওড়া। পোষ্ট অফিস : তৈয়াষার। থানা : চৌদ্দগ্রাম। জেলা : কুমিল্লা।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং: ৩৩৮২/১১।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৫/০১/২০১২ইং।

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :** খোরপোষ ও ভরণ-পোষন ।

❖ **পটভূমি :** একজন গবেষক হিসেবে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত নির্যাতনের শিকার নারী'র সাথে ঢাকা শহরের নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থায়, কথা বলি।

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :** গবেষণার নীতি অনুযায়ী , তার সব কিছু শুনে সহজেই তার সাথে আমার একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এভাবেই আমি পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :** মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হবার কারণে বেনজীর আজাদ আমার সাথে ঠিক মত কথা বলতে পারেনি। তবে তার সাথে সাক্ষাৎকার,পর্যবেক্ষন এবং ফাইলপত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

➢ **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১	বেনজীর আজাদ	স্ত্রী লিঙ্গ	২০ বছর	নিজ	বিবাহিতা	এইচ.এস.সি.	ছাত্রী	০/
২	মো: জাহাঙ্গীর আলম	পুং লিঙ্গ	২৬ বছর	স্বামী	বিবাহিত	ডেন্টিস	ডাক্তার	৫০,০০০/
৩	আবুল কালাম আজাদ	পুং লিঙ্গ	৫০ বছর	পিতা	বিবাহিত	গ্রাজুয়েট	চাকুরী	৫০,০০০/
৪	মেরিল আজাদ	স্ত্রী লিঙ্গ	৪০ বছর	মাতা	বিবাহিতা	এইচ.এস.সি.	গৃহিনী	০/
৫	শিশির	পুং লিঙ্গ	১৮ বছর	ভাই	অবিবাহিত	এস.এস.সি.	ছাত্র	০/
৬	তুষার	পুং লিঙ্গ	১০ বছর	ভাই	অবিবাহিত	চতুর্থ শ্রেণী	ছাত্র	০/
							মোট ঃ	১,০০,০০০/

➢ **মনো সামাজিক অনুধ্যান :** মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বেনজীর আজাদ। বাবা-মা'র অমতে ছাত্রাবস্থায় ভালবেসে বিয়ে করেন মো: জাহাঙ্গীর আলম কে। তখন স্বামী পেশায় একজন প্যারামেডিকস ডেন্টাল ডাক্তার। ঢাকায় পরিচয়, অত:পর প্রেম ও বিয়ে। পরে স্বামী চট্রগ্রাম চলে যায়। দু'পরিবার বিষয়টি মানতে চায় নি, পরে জাহাঙ্গীর ও বেনজীর - এদের কথা চিন্তা করে বিষয়টি মেনে নেয়। স্বামী-স্ত্রী একবার ঢাকায় আরেকবার চট্রগ্রাম এভাবেই বাস করতে থাকে। পরবর্তীতে স্বামী ও তার বাড়ির অন্যান্য আত্নীয়-স্বজন বেনজীর আজাদ-এর উপর বিভিন্ন বাহানা ধরে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করে।

➢ **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় বেনজীর আজাদ - এর অর্থনৈতিক অবস্থা মধ্যমানের । অর্থাৎ মোটামোটি স্বচ্ছল পরিবার। স্বামী পেশায় একজন প্যারামেডিকস ডেন্টাল ডাক্তার।

➢ **শিক্ষাগত অবস্থা :** বেনজীর আজাদ এইচ.এস.সি.পাশ করার পর শান্তা মরিয়ম ইউনির্ভাসিটি তে ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ পড়ছে।

➢ **সামাজিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে সম্পদের উপর। এদিক থেকে চিন্তা করলে সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত।

➢ **শারীরিক অবস্থা :** শারীরিক গঠন মোটামুটি ভাল। মাঝারি ধরনের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

➢ **মানসিক অবস্থা :** পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন।

- **চিত্তবিনোদন :** চিত্তবিনোদনের কোন অভাব নেই। বাসায় টিভি, কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন বিভিন্ন স্থানে যাবার স্বাধীনতা তাঁর আছে।
- **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তিগত ভাবে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ পরিপাটি।
- **বাসস্থান অবস্থা :** ঢাকার একটি নাম করা স্থানে পিতা-মাতা সহ ভাড়া বাসায় থাকেন।
- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আশে-পাশের সকলের সাথে তার সদ্ব্যাহার বিদ্যমান।
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :** পোশাক পরিচ্ছেদ উন্নত মানের। বর্তমান যুগের আধুনিক মেয়েদের মত পোশাক পরিধান করেন।
- **খাদ্যাভ্যাস :** ভাল মানের খাবার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে চাইনিজ, ফাস্টফুড ইত্যাদি খান।

❖ **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :** বিয়ের পর ভাল, কিন্তু এক বছর ধরে তাঁর কোন খোরপোষ ও ভরণ-পোষন, এমন কি পড়াশুনার কোন খরচ দেয় না। পিতা-মাতা সব খরচ বহন করেন। উপরন্তু যৌতুক চায় এবং স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করতে বলে। বিয়ের অনুষ্ঠান বড় করে করার জন্য চাপ দেয়। বলে, দরকার হলে যৌতুকের ও টাকার জন্য চট্রগ্রামে'র উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েকে বিয়ে করবে। এভাবে আর কত দিন চলবে জানেনা। এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই এখানে আসা।

❖ **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :** খোরপোষ ও ভরণ-পোষন না দেবার সমস্যাটি হবার আগে সে অনেক প্রাণবন্ত, হাসোজ্বল ছিল। নিয়মিত সবার সাথে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু সমস্যা হবার পর সবসময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ কিভাবে কাটাবেন।

❖ **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :** বেনজীর আজাদ এসেছিলেন তাঁর মা'র সাথে। পরবর্তীতে বেনজীর ও তাঁর মা'র সাথে যোগাযোগ করি ।

❖ **ফলোআপ :** কথা বলে জানতে পারি মামলার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠান থেকে না হলে আদালতে যাবেন।

❖ **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :** তাঁর এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি জাতীয় মহিলা সংস্থায় সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করি। মানসিক সান্তনা, অনুপ্রেরণা জোগাই এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

❖ **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :** আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে সংসার করার পরামর্শ দেই এবংস্বামীর ভুল-ত্রুটি ভুলে গিয়ে তাকে আবার পুনরায় নতুন করে সংসার করার জন্য বলি। সে আমার কথায় আগ্রহী হয়ে সংসার করতে চাচ্ছেন।

❖ **মূল্যায়ন :** আমি একজন গবেষক হিসেবে বেনজীর আজাদ - এর ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য কতটুকু সফল হয়েছি তা জানিনা। তবে সর্বাত্নক চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনকে ভাল ভাবে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিয়েছি। আমি আশা করি শীঘ্রই সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান পাবে।

৮.৩.৫ কেস - ০৫

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম : তানিয়া আক্তার।
- স্বামীর নাম : মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম।
- বিবাহের সাল : ১৫-০৭-২০১১।
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ : ০৫ মাস বয়স (বছর)।
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৬ জন।
- সন্তান সংখ্যা : ..... জন।
- পিতার নাম : মৃত: মো: রুহুল আমিন।
- মাতার নাম : তারা বানু।
- বয়স : ২৩ বয়স (বছর)।
- লিঙ্গ : স্ত্রী লিঙ্গ।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচ.এস.সি. (দনিয়া শ্বিবিদ্যালয় কলেজে , সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ, মনোবিজ্ঞান)।
- পেশা : ছাত্রী।
- আয় : ০/ টাকা।
- ধর্ম : ইসলাম।
- জাতীয়তা : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)।
- পরিবারের ধরণ : যৌথ পরিবার।
- বর্তমান ঠিকানা : ৪৪/বি, দক্ষিণ কাজলা, নয়ানগর। পোষ্ট অফিস : দনিয়া। থানা : যাত্রাবাড়ী । জেলা : ঢাকা।
- স্থায়ী ঠিকানা : ঐ।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং: ৩৩৮৩/১১।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৫/০১/২০১২ ইং।

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :** শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক নির্যাতন ।

❖ **পটভূমি :** একজন গবেষক হিসেবে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত নির্যাতনের শিকার নারী'র সাথে ঢাকা শহরের নিউ বেইলী রোডে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থায়, কথা বলি।

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :** গবেষণার নীতি অনুযায়ী, তার সব কিছু শুনে সহজেই তার সাথে আমার একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। আর এভাবেই আমি পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করি।

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :** মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হবার কারণে তানিয়া আক্তার আমার সাথে ঠিক মত কথা বলতে পারেনি। তবে তার সাথে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষন এবং ফাইলপত্র হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

➢ **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১	তানিয়া আক্তার	স্ত্রী লিঙ্গ	২৩ বছর	নিজ	বিবাহিতা	এইচ.এস.সি.	ছাত্রী	০/
২	মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	পুং লিঙ্গ	৩৫ বছর	স্বামী	বিবাহিত	স্নাতক	সরকারি চাকুরী	৩০,০০০/
৩	তারা বানু	স্ত্রী লিঙ্গ	৫০ বছর	মাতা	বিধবা	এস.এস.সি.	গৃহিণী	০/
৪	রনি	পুং লিঙ্গ	৩০ বছর	বড় ভাই	বিবাহিত	গ্রাজুয়েট	ব্যবসা	৩০,০০০/
৫	হাসি	স্ত্রী লিঙ্গ	২০ বছর	বড় ভাবী	বিবাহিতা	এইচ.এস.সি.	গৃহিণী	০/
৬	জনি	পুং লিঙ্গ	২৫ বছর	ছোট ভাই	অবিবাহিত	গ্রাজুয়েট	বেকার	০/
							মোট ঃ	৬০,০০০/

➢ **মনো সামাজিক অনুধ্যান :** মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তানিয়া আক্তার পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করেন মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম কে। স্বামী পেশায় একজন সরকারি চাকুরীজীবি (মাষ্টার রুল, টেলিফোন। রাজস্ব ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭)। বিয়ের পর বাবার বাসায়, পরে স্বামীর সাথে সরকারি কোয়ার্টারে যান। পুরোপুরি সংসারী হবার আগেই তানিয়া আক্তার-এর উপর বিভিন্ন বাহানা ধরে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন করে।

➢ **অর্থনৈতিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় তানিয়া আক্তার - এর অর্থনৈতিক অবস্থা মধ্যমানের, মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার। স্বামী পেশায় একজন সরকারি চাকুরীজীবি।

➢ **শিক্ষাগত অবস্থা :** তানিয়া আক্তার এইচ.এস.সি.পাশ। বর্তমানে দনিয়া শ্বিবিদ্যালয় কলেজে, সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ, মনোবিজ্ঞান-এ পড়ছেন।

➢ **সামাজিক অবস্থা :** আমাদের সমাজের বর্তমান মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে সম্পদের উপর।এদিক থেকে চিন্তা করলে সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত।

➢ **শারীরিক অবস্থা :** শারীরিক গঠন মোটামুটি ভাল। হালকা-পাতলা, মাঝারি ও চিকন গড়নের।

➢ **মানসিক অবস্থা :** পারিবারিক সমস্যার কারণে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন।

➢ **চিত্তবিনোদন :** চিত্তবিনোদনের অভাব নেই। তবে স্বামীর অনুমতিতে ছাড়া কোথাও যেতে

পারে না।

- **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তিগত ভাবে পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ পরিস্কার।
- **বাসস্থান অবস্থা :** ঢাকার একটি পরিচিত এলাকার সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন।
- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** আশে-পাশের সকলের সাথে মিলে-মিশে একত্রে বাস করে।
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :** পোশাক পরিচ্ছেদ মার্জিত এবং পরিস্কার।
- **খাদ্যাভ্যাস :** ভাল মানের খাবার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে ফাস্টফুড, চাইনিজ ইত্যাদি খান।

❖ **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :** বিয়ের পর বিভিন্ন অজুহাতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। বর্তমানে বাবার বাসায়। কোন ভরণ-পোষন,খোরপোষ এমনকি পড়াশুনার খরচ বহন করে না। যাবতীয় খরচ ভাই-বোনেরা দেন। পড়াশুনা করতে দেবার কথা থাকলেও তা করতে দেয় না। বাবার বাড়ি আসা এমনকি কোনরুপ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়। কোন কথা স্বামীকে বলা যায় না। । বর্তমানে আলাদা, কোনরুপ যোগাযোগ করে না। যৌতুক চায় এবং বলে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করতে।গত ০৭/১২/২০১১ ইং তারিখে তালাক নোটিশ পাঠায়। এভাবে আর কত দিন চলবে জানেনা। এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যই এখানে আসা।

❖ **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :** শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও পারিবারিক নির্যাতন সমস্যা হবার আগে সে অনেক প্রাণবন্ত, হাসোজ্বল ছিল। নিয়মিত সবার সাথে যোগাযোগ রাখত। কিন্তু সমস্যা হবার পর সবসময় হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ কিভাবে কাটাবেন।

❖ **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :** তানিয়া আক্তার এসেছিলেন তাঁর বড় বোনের সাথে। পরবর্তীতে তাঁর ও বোনের সাথে যোগাযোগ করি ।

❖ **ফলোআপ :** কথা বলে জানতে পারি মামলার সুষ্ঠু সমাধান এই প্রতিষ্ঠান থেকে না হলে কোথায় যাবেন। কারন এর আগে আর কারও সাথে এই ব্যাপারে কোন কথা বলেননি।

❖ **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :** তাঁর এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি জাতীয় মহিলা সংস্থায় সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করি। মানসিক সান্তনা, অনুপ্রেরণা জোগাই এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবার জন্য।

❖ **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :** ব্যক্তিগত ভাবে বলি আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে জোর করে তো আর সংসার করা যায় না। উভয় একে অপরকে বুঝতে হবে। একবার মিলিয়ে দিলাম পরে আবার একই কাজ করে যাবে। পড়াশুনা করছেন, তা চালিয়ে যান। নিজের পায়ে নিজে দাড়াঁতে শেখেন ও ভাল-মন্দের বিচার করতে শিখেন। তিনি সংসার করতে আগ্রহী, আগের সব কিছু ভুলে গিয়ে সংসার করার পরামর্শ দেই। সে আমার কথায় আগ্রহী হয়ে পুনরায় জীবন শুরু করতে চাচ্ছেন। তবে এর একটা সুষ্ঠ বিচার চান।

❖ **মূল্যায়ন :** আমি একজন গবেষক হিসেবে তানিয়া আক্তার - এর ক্ষেত্রে গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য কতটুকু সফল হয়েছি তা জানিনা। তবে সর্বাত্নক চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনকে ভাল ভাবে পাড়ি দেবার পরামর্শ দিয়েছি। আমি আশা করি শীঘ্রই সে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান পাবে।

৮.৪ পরিশিষ্ট

গবেষণার জন্য কেস স্টাডি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সমাজকল্যানের ব্যবহারিক প্রশিক্ষনার্থী ও একজন নবীন গবেষক হিসেবে সাহায্য প্রাপ্ত অর্থাৎ নির্যাতনের শিকার নারীদের সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের পথ উত্তোরনের জন্য সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে নির্ধারিত ঢাকা শহর থেকে মোট একান্ন (৫১) জন নির্যাতন অর্থাৎ সহিংসতার শিকার নারীর থেকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করি। প্রাপ্ত তথ্যগুলো থেকে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন তথ্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। নির্যাতনের শিকার নারীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে পাঁচ (৫) জন নারীকে কেস হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের কেস স্টাডি উপস্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় নয় : গবেষণার ফলাফল

৯.১ ভূমিকা
৯.২ গবেষণার প্রধান ফলাফল উপস্থাপন (৯.২.১ থেকে ৯.২.৫)
৯.২.১ জনমিতিক তথ্য হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল
৯.২.২ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল
৯.২.৩ নারী নির্যাতনের কারণ হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল
৯.২.৪ নারী নির্যাতনের প্রভাব হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল
৯.২.৫ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল
৯.৩ পরিশিষ্ট

৯.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে," বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন " - এ নারী নির্যাতন ইস্যুটি ছিল একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যার মূল লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। প্রত্যেক সমাজেই নারীরা কম বেশী তাদের আয় উপার্জন, শ্রেণী ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে দৈহিক, যৌন ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ ও পরিণতি হচ্ছে নারীদের অধ:স্তন সামাজিক - অর্থনৈতিক মর্যাদা ও অবস্থান।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ছোবল থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এখন পর্যন্ত একটি প্রধান সমস্যা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এটি এখন বহুল আলোচিত। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সমস্যা বিদ্যমান। নারী নির্যাতন ব্যাপকভাবে নারীর মুক্তির অধিকার, মানবাধিকার, এমনকি নারীর বেঁচে থাকার অধিকারও হরণ করে। ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক - অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে নারীরা নির্যাতনের শিকার হন। সমস্ত বাংলাদেশ নারী নির্যাতন নানা রুপে এবং মাত্রায় সংঘটিত হয়।

নারী নির্যাতন আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নির্যাতন বিভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে। কখনো তা রুঢ় আচরণ, বঞ্চনা অথবা শোষন ; কখনো দৈহিক পীড়ন, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, এসিড নিক্ষেপ, আগুনে পোড়ানো অথবা হত্যার রুপ নিয়ে প্রকাশিত। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে এই নির্যাতন চলে লোকচক্ষুর আড়ালে ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা সমাজের সীমিত পরিসরে। এই সকল নির্যাতনের প্রতিবাদ কম হয়। ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস বা হত্যার মত ভয়াবহ কিছু না ঘটলে পত্র - পত্রিকার মনোযোগও সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। নির্যাতনের শিকার নারী চরম নির্যাতনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় আইনের সাহায্য নিতে পারে না। আইন আদালত তার জন্য ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। আর, বলা যায় নারীর বিরুদ্ধে এই সকল নির্যাতন নিয়ে চলছে এক ধরণের নীরবতার ষড়যন্ত্র।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অধিকাংশ নির্যাতনের ঘটনাই সমাজ, পুলিশ / আদালত ও মিডিয়ার অজানা রয়ে যায়। পরিবারের ভেতরে ঘটে যাওয়া এই সকল নির্যাতনের ব্যাপারে পরিবারগুলো অনেক ক্ষেত্রে নীরবতা পালনকেই যথার্থ মনে করে। হয় নির্যাতনের শিকার নারীর পক্ষে সোচ্চার হতে গেলে হয়রানি অথবা আরো বেশি সন্ত্রাসের ভয় থেকে যায়, অথবা নির্যাতনের শিকার নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পরিবার ব্যর্থ হয়। আর যেভাবেই এই নীরবতাকে ব্যাখ্যা দেয়া হোক - এতে নারীর প্রতি নির্যাতন বাড়তেই থাকে। আর এতে নির্যাতনকারীরা উৎসাহিত হয়, সম্ভাব্য নির্যাতনকারীরা এতে অনুপ্রাণিত হয়। যার ফলে বিচারের বাণী কাঁদে নীরবে, নিভৃতে।

৯.২ গবেষণার প্রধান ফলাফল উপস্থাপন (৯.২.১ থেকে ৯.২.৫)

ক্রমবর্ধমানভাবে নানা মাত্রিক নারী নির্যাতন এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হবার ঝুঁকি এক গভীর নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। এতে করে নারীর জীবন ও জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি মানুষই যে কোন সময়ে নানাভাবে নির্যাতিত হবার কম - বেশি ঝুঁকি বহন করে। এই নিরাপত্তাহীনতা সমাজ জীবনের সাধারণ বাস্তবতা। কিন্তু একজন নারী শুধু মানুষ হিসেবে নয় বরং কেবল নারী হবার কারণে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত এবং নির্যাতনের কবলে পড়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটায়।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে নারীদের বিয়ের পর। নীরবে ঘটে চলে এসব নির্যাতন। আর দিনের পর দিন এর সাথে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন ন্যায়বিচার থেকে। বিবাহিতা নারীদের ব্যাপক নির্যাতনের ঘটনা সমাজকে ও সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নারী নির্যাতন প্রকৃতির অবস্থা জানার জন্য গবেষনা করার প্রয়াস পেয়েছি। একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, আশা করি গবেষণাটি খুবই যুগপোযোগী হয়েছে এবং বিষয় বস্তুর বিবেচনায় গবেষণা কর্মটি অভিনববত্বের দাবিদার।

গবেষণা কর্মটি তাত্ত্বিক আলোচনা, গবেষণা প্রস্তাবনা, উপস্থাপন, ল্যাবরেটরী ক্লাসের বিশ্লেষণ,খসড়া সাক্ষাৎকার অনুসূচী তৈরী, চুড়ান্ত তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সম্পাদন, বিশ্লেষণ ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ প্রভৃতি পদক্ষেপের ফসল।

গবেষণায় কতগুলো সুনিদিষ্ট অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন - বিবাহিত নারীদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য, পরিবারে তাদের অবস্থান, নারী নির্যাতন নিরোধ সম্পর্কে তাদের ধারণা ও সচেতনতা, নারী নির্যাতন নিরোধে সরকার ও জনগনের করনীয় প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুনিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞান সংযোজনের মধ্যেই এ গবেষণার গুরুত্ব নিহিত।

" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। " শীর্ষক গবেষণা কর্মের গবেষণালব্ধ প্রধান প্রধান ফলাফল তুলে ধরা হল।

৯.২.১ জনমিতিক তথ্য হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

(১) উত্তরদাতাদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৩১.৪% উত্তরদাতাদের বয়স ২২ - ২৫ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে। ২৩.৫% নারীদের বয়স ১৮ - ২১ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে। ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭%, ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭%, ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৯.৮%, ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ২.০% এবং সর্বনিম্ন ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ২.০%। উত্তরদাতাদের গড় বয়স (বছর) ২৭.৪ বয়স (বছর)। যুবতী বয়সী নারীরা অর্থাৎ ২২ - ২৫ বয়স (বছর) পর্যন্ত বেশী নির্যাতিত হচ্ছে। যুবতী বয়সী এবং মধ্য বয়সী নারীরা অর্থাৎ ২৬- ৩৫ বয়স (বছর) পর্যন্ত কম নির্যাতিত হচ্ছে। আর মধ্য বয়সী নারীরা ও প্রাক বার্ধক্য বয়সী নারীরা অর্থাৎ ৪১ - ৫০+ বয়স (বছর) বয়সীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা আরও কমে গিয়েছে । আর কিশোরী বয়সী নারীরা অর্থাৎ ০ - ২১ বয়স (বছর) বয়সীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রাও কম নয় ।

(২) উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৬.৯% উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক অর্থাৎ মাধ্যমিকের নিচে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ১৯.৬% উত্তরদাতারা হলেন নিরক্ষর পর্যায়ে যারা কিনা লিখতে, পড়তে পারেন না। এছাড়া ৯.৮% মাধ্যমিক, ৭.৮% উচ্চ মাধ্যমিক, ৩.৯% স্নাতক পাস। অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ নাম মাত্র আরবী পড়া পড়তে পারেন, নাম দস্তখত, হালকা হিসেব কষতে পারেন ২.০%উত্তরদাতারা এই চিত্র আমাদের দেশে শিক্ষাগত ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক সংখ্যায় ঝরে পড়ার হার নির্দেশ করে।

(৩) উত্তরদাতাদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৯৮.০% উত্তরদাতারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আর বাকী ২.০% নারী হিন্দু ধর্মের অনুসারী। সাধারণত ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা কুসংস্কারের কারণে," স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত " চিন্তা করে নিদ্ধিধায় নির্যাতিত হচ্ছে। আর স্বামীরাও পুরুষশাষিত সমাজের কারণে নারীদের নির্যাতন করে আসছে। যা অন্য কোন ধর্মে এতটা লক্ষ্যনীয় নয়।

(৪) উত্তরদাতাদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৮০.৪% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করেন। আর ১৯.৬% তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করেন।

(৫) উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৭৮.৪% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করেন। আর ১৯.৬% উত্তরদাতারা তাদের পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করেন। ২.০% উত্তরদাতারা তাদের পরিবার পরিজন সহ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন স্থানে বাস করেন।

(৬) উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৬.৯% উত্তরদাতারা হলেন গৃহিণী । ৩৭.৩% চাকুরীজীবী, ৩.৯% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত, ২.০% ব্যবসার সাথে জড়িত। সুতরাং এ হার আমাদের দেশের নারীদের ব্যাপকভাবে গৃহকার্যে নিয়োজিত হবার চিত্র তুলে ধরে। যার ফলে নারীরা স্বামী ও তাদের নিকটাত্নীয়দের উপর ব্যাপক মাত্রায় নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা নারীদের নির্যাতনের অন্যতম কারন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

(৭) উত্তরদাতাদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর হতে দেখা যায় যে, ৬০.৮% নারীদের কোন আয় নেই। বাকি ৩৯.৩০% এর মধ্যে < ১,০০০/ টাকা হল ২.০% উত্তরদাতাদের।

১,০০১/-২,০০০/ টাকা হল ৫.৯% উত্তরদাতাদের। ২,০০১/-৩,০০০/ টাকা হল ৩.৯% উত্তরদাতাদের। ৩,০০১/-৪,০০০/ টাকা হল ৫.৯% উত্তরদাতাদের। ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকা হল ৯.৮% উত্তরদাতাদের। ৫,০০০/ < টাকা হল ১১.৮% উত্তরদাতাদের। উত্তরদাতাদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ১,৮৫২ টাকা । উত্তরদাতাদের এই হার নিম্ন আর্থিক অবস্থার নির্দেশক। এর ফলে ব্যায় ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উত্তরদাতার মতামতের কোন গুরুত্ব থাকে না। যার ফলে আর্থিক নির্ভরশীলতার জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা অর্থাৎ নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

(৮) উত্তরদাতাদের স্বামীদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ২৭.৫% স্বামীদের বয়স ২৬ - ৩০ বয়স (বছর)। ১৯.৬% স্বামীদের বয়স ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর)। এছাড়া ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৭.৬% স্বামীদের, ২২ - ২৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ১৫.৭% স্বামীদের, ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৫.৯% স্বামীদের, ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৫.৯% স্বামীদের এবং ৫১+ বয়স (বছর) শ্রেণীর ৭.৮% স্বামীদের। উত্তরদাতাদের স্বামীদের গড় বয়স (বছর) ৩৪.৭ বয়স (বছর)। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, নির্যাতিত নারীরা ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) শ্রেণীর স্বামীর দ্বারাই বেশী নির্যাতিত হচ্ছেন।

(৯) উত্তরদাতাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪১.২% স্বামীদের শিক্ষাস্তর হল প্রাথমিক। ৩১.৪% নিরক্ষর, ৭.৮% মাধ্যমিক, ৭.৮% স্নাতক, ৭.৮% স্নাতকোত্তর, ৩.৯% উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিত। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, স্বামীরা তাদের স্ত্রী'দের তুলনায় শিক্ষিত বেশী বলে নির্দ্বিধায় অত্যাচার করে থাকেন।

(১০) উত্তরদাতাদের স্বামীদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০% উত্তরদাতাদের স্বামীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সাধারণত ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা কুসংস্কারের কারণে," স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত " চিন্তা করে নিদ্ধিধায় নির্যাতিত হচ্ছে। আর স্বামীরাও পুরুষশাষিত সমাজের কারণে নারীদের নির্যাতন করে আসছে। যা অন্য কোন ধর্মে এতটা লক্ষ্যনীয় নয়।

(১১) উত্তরদাতাদের স্বামীদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬৮.৬% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করে। আর ৩১.৪% স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করে।

(১২) উত্তরদাতাদের স্বামীদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৮২.৪% উত্তরদাতাদের স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ গ্রামে বাস করে। আর ১৭.৬% স্বামীরা পিতা-মাতা, পরিবার পরিজন সহ এমনকি অন্যান্য আত্নীয় স্বজন সহ জেলা শহরে বাস করে।

(১৩) উত্তরদাতাদের স্বামীদের পেশা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৪.৯% স্বামীরা চাকুরীরত অবস্থায় আছেন। ২৫.৫% ব্যবসার কাজে, ৯.৮% বেকারত্ব অবস্থায় আছেন, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন ৯.৮%। আর্থিক সাবলম্বিতা এবং পরিবারের আর্থিক যোগানদাতা হিসেবে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের থেকে এগিয়ে। যা কিনা নারী নির্যাতনের একটি কারন হতে পারে।

(১৪) উত্তরদাতাদের স্বামীদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৭৬.৫% অর্থাৎ ৫,০০০/ < টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হল ১১.৮% স্বামীদের। আয় নাই ৯.৮% স্বামীদের । ২,০০১/-৩,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হল ২.০% স্বামীদের। উত্তরদাতাদের স্বামীদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ১৯,৪৪১ টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে, পুরুষ শাসিত

সমাজে গৃহের কর্তা অর্থাৎ স্বামীরাই পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করে থাকেন। যার ফলে স্ত্রীদের কিছু বলার ও করার থাকে না। যা কিনা নারী নির্যাতনের একটি দিক।

(১৫) উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগের বিবাহকালীন বয়স ১৯ - ২১ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৩৩.৩%) উত্তরদাতাদের, ১৬ - ১৮ বয়স (বছর) এর মধ্যে (২৯.৪%), ২২ - ৩০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৭.৬%), ১ - ১৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১১.৮%), ৩১ - ৪০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%) । ৪১+ বয়স (বছর) এর মধ্যে (২.০%) । উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে গড় বয়স (বছর) ২০.৫ বয়স (বছর) । এ হার আমাদের দেশের মেয়েদের বিবাহের বয়সের আগে বিয়ের প্রবনতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের যত কম বয়সে বিয়ে হয়েছে তত তাদের মানসিক ও বুদ্ধিদীপ্ততার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ হয়নি। যার ফলে তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

(১৬) উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪৯.০% উত্তরদাতাদের হল ০৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২১.৬% হল ৩ - ৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে, ১১ - ২০ বয়স (বছর) এর মধ্যে ১৭.৬% । - ১ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫.৯%। ২ বয়স (বছর) এর মধ্যে ৫.৯%। উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের মধ্যে গড় বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য ৭.৩ বয়স (বছর)। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, যে সমস্ত স্ত্রী - স্বামীদের বয়সের মধ্যে পার্থক্য ০৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা বেশী।

(১৭) উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, ২৫.৫% উত্তরদাতাদের হচ্ছে ২ বয়স (বছর) এর মধ্যে। ২১.৬% হচ্ছে ৬ - ১০ বয়স (বছর) এর মধ্যে। - ১ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৫.৭%) । ৩ - ৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১৩.৭%) । ১১ - ১৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে (১১.৮%) । ১৬ - ২০ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%) । ২১+ বয়স (বছর) এর মধ্যে (৫.৯%)। উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের গড় বয়স ৭.০ বয়স (বছর)। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) স্থায়ীত্ব যতটা কম নির্যাতনের মাত্রা ততটা বেশী হয়ে থাকে।

(১৮) উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা (জন) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬০.৭% উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা ১ - ৩ এর মধ্যে এবং ১ জন মৃত। ৩৯.২% উত্তরদাতাদের কোন সন্তান নেই। ১.৯% উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা ৪ - ৫ এর মধ্যে।

(১৯) উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৪.৯% উত্তরদাতারা একক পরিবারে বাস করেন। বাকি ৪৫.১% উত্তরদাতারা যৌথ পরিবারে বাস করেন।

(২০) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪৯.০% উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ - ৪ জন। ১৫.৭% দের ৫ - ৬ জন। ১৫.৭% দের ৭ - ৮ জন। ৫.৯% দের ৯ - ১০ জন। ৫.৯% দের ১১ - ১২ জন। ৩.৯% দের ১৫ - ১৬ জন। ২.০% দের ১৩ - ১৪ জন। ২.০% দের ১৭ - ১৮ জন। সুতরাং উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের গড় সদস্য ৬.০ সংখ্যা (জন)।

(২১) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৩২৫.৫% হলেন মহিলা সদস্য। আর বাকি ২৮৪.৩% হলেন পুরুষ সদস্য।

(২২) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৭৮.৪% সদস্যদের বয়স ২৬ - ৩০ বয়স (বছর) এর মধ্যে। ৬৮.৬% বয়স ২১ - ২৫ বয়স (বছর) । ৩৬ - ৪০ বয়স (বছর) ৬২.৭%। - ৫ বয়স (বছর) ৬০.৮%। ৩১ - ৩৫ বয়স (বছর) ৬০.৮%। ৬ - ১০ বয়স (বছর) ৫৪.৯%। ১১ - ১৫ বয়স (বছর) ৫৪.৯%। ৪৬ - ৫০ বয়স (বছর) ৪৩.১%। ১৬ - ২০ বয়স (বছর) ৩৯.২%। ৪১ - ৪৫ বয়স (বছর) ২৩.৫%। ৫৬ - ৬০ বয়স (বছর) ২৩.৫%। ৬০+ বয়স (বছর) ২১.৬%। বাকি ৫১ - ৫৫ বয়স (বছর) এর মধ্যে ১৭.৬% সদস্যদের। পরিবারের সদস্যদের গড় বয়স (বছর) ২৮.৯ বয়স (বছর)।

(২৩) উত্তরদাতাসহ তাঁর (উত্তরদাতার) সাথে পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০২.০% সদস্যরা পুত্র / কন্যা / সৎ পুত্র / সৎ কন্যা - এর ভূমিকা পালন করেন। ১০০.০% সদস্যরা পরিবারে নিজ সত্তার ভূমিকা পালন করেন। ৯৮.০% সদস্যরা শ্যালক / শালীকা / দেবর / ননদ - এর, ৮২.৪% সদস্যরা ভাই / বোন / সৎ ভাই / সৎ বোন - এর, ৭৪.৫% স্বামী / স্ত্রী - এর, ৫১.০% সদস্যরা পিতা / মাতা - এর, ৪৯.০% শ্বশুড় / শ্বাশুড়ী / সৎ শ্বশুড় / সৎ শ্বাশুড়ী - এর, ৩৯.২% ভাগিনা / ভাগ্নি / ভাতিজা / ভাস্তি - এর, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন সম্পর্কে পরিবারের ১১.৮% সদস্যরা ভূমিকা পালন করেন। সৎ পিতা / সৎ মাতা ভূমিকায় ২.০% সদস্যরা আছেন। সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতারা পরিবারে যেই ভূমিকাই পালন করুক না কেন নারী নির্যাতন হতে তারা রেহাই পান না।

(২৪) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৩৬৮.৬% সদস্যরা হচ্ছেন বিবাহিত / বিবাহিতা । ২২১.৬% সদস্যরা হচ্ছেন অবিবাহিত / অবিবাহিতা। অন্যদিকে বিপত্নিক / বিধবা হল ১৯.৬% সদস্যরা ।

(২৫) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে ৩৮৮.২% সদস্যরা লিখতে ও পড়তে পারে না। ৬০.৮% সদস্যরা নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ শ্রেণী - অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত, ৩৫.৩% প্রাইমারী (পঞ্চম শ্রেণী) পর্যন্ত , ২৯.৪% নিম্ন প্রাইমারী (প্রথম শ্রেণী - চতুর্থ শ্রেণী) পর্যন্ত, ২৭.৫% এস.এস.সি. পর্যন্ত, ২৭.৫% এইচ.এস.সি. পর্যন্ত, ২৭.৫% স্নাতক / স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষিত। ১১.৮% সদস্যরা শুধু লিখতে ও পড়তে পারেন। ডিপ্লোমা পাস ২.০% সদস্যরা।

(২৬) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত সারণী হতে দেখা যায় যে, গৃহিণী ১৯০.২%। ছাত্র / ছাত্রী ৬৬.৭%, বেকার ৬২.৭%, সামান্য ব্যবসা ৬০.৮%, বাচ্চা / শিশু (০-৫) হল ৫৮.৮%, বেতনভুক্ত চাকুরী ৫৬.৯%, কৃষক ৩৭.৩%, অক্ষম / বৃদ্ধা / বৃদ্ধ / শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৩.৭%, অন্যের বাড়িতে কাজ করা ১১.৮%, দোকানদার ৭.৮%, দর্জি ৭.৮%, অকৃষি মজুর ৫.৯%, ব্যবসা ৫.৯%, গাড়ি চালক ৫.৯%, মেকার (বিদ্যুৎ মিস্ত্রি / বলবিদ্যা মিস্ত্রি) ৫.৯%, রাজমিস্ত্রি ৩.৯%, রিস্কা / ভ্যান চালক ৩.৯%, ডাক্তার / হোমিওপ্যাথিক / আর্য়ুবেদিক / ইউনানী ২.০% এবং শিক্ষক ২.০%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয় করে এমন সদস্যদের তুলনায় আয় করে না, এমন সদস্যদের হার বেশী। যা কিনা পরিবারের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(২৭) উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৩৮৮.২% সদস্যদের মাসিক কোন আয় নেই। ৭২.৫% সদস্যদের ৫,০০০/-১০,০০০/ টাকা। ৪৭.১% সদস্যদের ৪,০০১/-৫,০০০/ টাকা। ৪৭.১% সদস্যদের ১৫,০০০/ < টাকা। ১৭.৬% সদস্যদের ৩,০০১/-৪,০০০/ টাকা। ১৫.৭% সদস্যদের ১,০০১/-২,০০০/ টাকা। ১১.৮% সদস্যদের ১০,০০১/-১৫,০০০/ টাকা। ৭.৮% সদস্যদের ২,০০১/-৩,০০০/ টাকা। ২.০% সদস্যদের < ১,০০০/ টাকা। পরিবারের সদস্যদের গড় মাসিক আয় (টাকায়) ৫,৫৭৩.৩ টাকা।

(২৮) উত্তরদাতারা বর্তমানে যে পরিবারে অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬২.৭% উত্তরদাতাদের পরিবারের প্রধান হচ্ছেন স্বামী। ১৯.৬% শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, ১৫.৭% পিতা- মাতা, ২.০% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য আত্নীয় স্বজন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে,পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের প্রধান স্বামী হওয়াতে একচেটিয়া তিনি বিভিন্ন কারনে, বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীকে নির্যাতন করছেন।

(২৯) উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০৩.৯% উত্তরদাতাদের পিতা জীবিত - মৃত। জীবিত ৩২ জন এবং মৃত ২১ জন। ১০০.০% উত্তরদাতাদের মাতা জীবিত - মৃত। জীবিত ৪৪ জন এবং মৃত ৭ জন। পিতা - মাতা সমান সংখ্যক হয়নি, কেননা গুটিকয়েক উত্তরদাতার মাতা একজন হলেও পিতা দু'জন। কারন মাতা'রা তাদের প্রথম স্বামীর মৃত্যর পর ছেলেমেয়েদের সহ কিংবা ছেলেমেয়েদের ছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করছেন।

(৩০) উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০% উত্তরদাতাদের শ্বশুর জীবিত - মৃত। জীবিত ৩০ জন এবং মৃত ২১ জন। ১০৩.৯% উত্তরদাতাদের শ্বাশুড়ী জীবিত - মৃত। জীবিত ৪৩ জন এবং মৃত ১০ জন। শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সমান সংখ্যক হয়নি, কেননা গুটিকয়েক উত্তরদাতার শ্বশুর একজন হলেও শ্বাশুড়ী দু'জন। কারন শ্বশুর 'রা তাদের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যর পর ছেলেমেয়েদের সহ কিংবা ছেলেমেয়েদের ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সংসার করছেন। আবার গুটিকয়েক উত্তরদাতা তাদের শ্বাশুড়ী জীবিত নাকি মৃত সে সর্ম্পকে অবগত নন।

(৩১) উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে,৩৯.২% উত্তরদাতাদের কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়) হচ্ছে ৫০,০০১/-১,০০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৩৩.৩% হচ্ছে ২০,০০১/-৫০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৩.৭% হচ্ছে ১,০০,০০১/-২,০০,০০০/ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১১.৮% হচ্ছে ২,০০,০০০/ < টাকা। ২.০% হচ্ছে < ২০,০০০/ টাকা। সুতরাং উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকায়) ১,৫৩,০১৯ টাকা।

৯.২.২ নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরুপ ও প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

(১) উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৮০.৪% পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে নারী নির্যাতনের নিরোধ সেল সম্পর্কে জেনেছে। ৯.৮% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য মাধ্যম হতে, ৫.৯% মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত থেকে, প্রচার মাধ্যম থেকে জেনেছে ৩.৯%। সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের নিরোধ সেল, লিগ্যাল এইড সেবা, নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে বিভিন্ন আইন সম্পর্কে জানার জন্য বেশী করে প্রচার মাধ্যম গুলোকে সক্রিয় হতে হবে। আর পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকে বেশী বেশী লেখালেখি করতে হবে। যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের নিরোধ সংস্থাগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে।

(২) উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০% উত্তরদাতারা হলেন নির্যাতনের শিকার। অর্থাৎ সমস্ত উত্তরদাতারাই নির্যাতনের শিকার। তারা কখন স্বামী, শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ, অথবা ভাসুর - জ্যা দ্বারা। উত্তরদাতারা গণ নির্যাতনের শিকার হলেও তারা মনে করেন যে, নারী হয়ে জন্মালে একটু - আধটু নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কিন্তু নির্যাতন করা যে, আইনগত দন্ডনীয় অপরাধ সে সম্পর্কে খুব কম উত্তরদাতারই ধারণা রয়েছে।

(৩) উত্তরদাতারা কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০% স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। শ্বশুর - শ্বাশুড়ী কর্তৃক ৫১.০%, দেবর - ননদ - ননশ কর্তৃক ১৫.৭%, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন ১৩.৭% এবং বাকি ৭.৮% ভাসুর - জ্যা কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন । এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবারের প্রধান স্বামী হওয়াতে একচেটিয়া তিনি বিভিন্ন কারনে, বিভিন্ন উপায়ে স্ত্রীকে নির্যাতন করছেন। আর স্বামীর সাথে যুক্ত হয়ে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং তাদের অন্যান্য আত্নীয় - স্বজনরাও কোন অংশেই কম নেই।

(৪) উত্তরদাতারা কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৮৮.২% দৈহিক আঘাত অর্থাৎ লাথি, কিল, ঘুষি দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। ৭৮.৪% পিটানো অর্থাৎ বেত, লাঠি দ্বারা মারের শিকার হন। অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্যান্য উপায়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ৯.৮%, দগ্ধ করা অর্থাৎ খুনতী ও লোহার সামগ্রী দ্বারা দগ্ধ করা হয় ৩.৯% উত্তরদাতাদের । সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কম - বেশী সব উত্তরদাতাই শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

(৫) উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০% স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন। এছাড়া শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং অন্যান্য আত্নীয়স্বজন উল্লেখযোগ্য। শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সহায়তা করছে ৫১.০%, দেবর - ননদ - ননশ সহায়তা করছে ১৫.৭%, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ স্বামীর অন্যান্য আত্নীয়স্বজনরা সহায়তা করছে ১৩.৭%, ভাসুর - জ্যা হচ্ছেন ৩.৯% উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে। সারণী হতে সুস্পষ্ট যে, স্বামীই শুধু নির্যাতন করেন না এক্ষেত্রে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যা এবং অন্যান্য আত্নীয় স্বজনরাও মাথা ঘামান। অর্থাৎ নারীকে নির্যাতনের ক্ষেত্রে মদদদাতা অর্থাৎ সহায়তাকারী ব্যক্তির অভাব নেই।

(৬) উত্তরদাতারা তাদের পরিবারে মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০% নারীরাই মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে, নারীদের উপর নির্যাতন শুধু মাত্র শারীরিক ভাবে'ই হয় না, মানসিক ভাবে'ও তাদের উপর নির্যাতন করে তাদের মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে রাখা হয় প্রতিনিয়ত। যার বেশীর ভাগই থেকে যায় লোক চক্ষুর আড়ালে।

(৭) উত্তরদাতারা কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৭২.৫% কটু কথার দ্বারা, অবহেলার দ্বারা ৫৪.৯%, তিরস্কারের মাধ্যমে ৪৩.১%, বৈষম্যের দ্বারা ২৫.৫%, কথা বন্ধ করার মাধ্যমে ১৩.৭% । এগুলোর সবগুলোই উত্তরদাতাদের সাথে করা হয় যা মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ভুক্ত। বাকি ৩.৯% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা মানসিক নির্যাতন করা হয়ে থাকে।

(৮) উত্তরদাতাদের উপর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০% স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছেন, শ্বশুর - শ্বাশুড়ী কর্তৃক ৫১.০%, দেবর - ননদ - ননশ কর্তৃক ১৫.৭% , অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয় - স্বজন কর্তৃক ১৩.৭% এবং ভাসুর - জ্যা কর্তৃক ৩.৯% ।

(৯) উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬০.৮% সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন। অন্যদিকে ৩৯.২% উত্তরদাতারা সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন না।

(১০) উত্তরদাতারা কোন ধরণের সামাজিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৬.৯% উত্তরদাতারা তিরস্কারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার। ৩৯.২% অন্যান্য/ উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা, ২৭.৫% কটু কথার দ্বারা, অবহেলার দ্বারা ২৭.৫%, বৈষম্যের দ্বারা ৭.৮% ।

(১১) উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৮.৮% সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন । ৩৯.২% অন্যান্য/ উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ হ্যাঁ অথবা না এর মাঝে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সময় সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন আবার অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না। আর ২.০% সামাজিক ভাবে নির্যাতিত হলেও সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না।

(১২) উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬৬.৭% অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন, ৩৩.৩% অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন না। কারন স্বামীরা অনেক সময় সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। আবার অনেক সময় শ্বশুর বাড়ী (উত্তরদাতাদের বাবার বাড়ী) স্ত্রীদের পাঠিয়ে দেন। সেখানেও স্ত্রীদের কোন খোরপোষ বহন করেন না। আবার অনেক সময় স্ত্রীদের আলাদা বাসা ভাড়া করে দিয়ে নিজেরা অন্যত্র চলে যান। তখন নারীরা (উত্তরদাতারা) অর্থনৈতিক ভাবে অভাব গ্রস্থ হন। যার ফলে সন্তান সহ কিংবা ছাড়া উত্তরদাতাদের অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হতে হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।

(১৩) উত্তরদাতারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪৫.১% সংসারের খরচ বহন না করা দ্বারা, স্ত্রী'র খরচ বহন না করা দ্বারা ৩৭.৩%, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায় দ্বারা ৩৫.৩% । আর বাকি ২৫.৫% সন্তানের খরচ বহন না করা দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন।

(১৪) উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬৬.৭% অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন । ৩৩.৩% অন্যান্য/ উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ হ্যাঁ অথবা না এর মাঝে অবস্থান করেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সময় অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন আবার অনেক সময় প্রতিবাদ করেন না।

(১৫) উত্তরদাতাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিবাহিতা নারীরা বেশির ভাগই নির্যাতনের শিকার তা আমরা জানি। কিন্তু কেন তারা এই নির্যাতনের সম্মুখীন হন সে সর্ম্পকে আমরা অবগত নই। ৭৬.৫% উত্তরদাতারা যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হন। ৩৯.২% নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে, ৩৩.৩% স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য, ১৭.৬% স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন কারনে ১৭.৬%, মতামত প্রদান করার কারণে ১১.৮% উত্তরদাতারা। সুতরাং লক্ষ্যনীয় যে, সমাজ ও পরিবারে যৌতুক একটি অভিশাপ স্বরুপ।

(১৬) উত্তরদাতারা নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন - এই সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬২.৭% উত্তরদাতারা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে, ৩৭.৩% সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন, সংসারের প্রতি উদাসীনতায় ভোগে ৩৫.৩%, সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা হয় ৩৩.৩%, সন্তানদের প্রতি অবহেলা ১৩.৭% উত্তরদাতাদের। সুতরাং দেখা যায় যে, এই ধরণের সমস্যা একটি পরিবারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

(১৭) উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৮২.৪% স্বামীরা তাদের উপর নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন না। আর বাকি ১৭.৬% উত্তরদাতাদের স্বামীরা নেশা গ্রস্থ অবস্থায় বা নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য তাদের নির্যাতন করে থাকেন।

(১৮) উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৪.৯% সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয়। আর ৪৫.১% সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় না।

(১৯) উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০.০%উত্তরদাতাদের স্বামী নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসে। ৫১.০% ক্ষেত্রে শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ ১৫.৭% ক্ষেত্রে। অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য আত্নীয় - স্বজন আসেন ১৩.৭% ক্ষেত্রে। বাকি ৭.৮% ক্ষেত্রে ভাসুর - জ্যা এগিয়ে আসেন।

(২০) উত্তরদাতাদের স্বামী তাদের (নির্যাতন কারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ উত্তরদাতাদের স্বামীরা তাদের (নির্যাতন কারীকে) হুমকি দিয়ে থাকেন। ৬৮.৬% উত্তরদাতাদের হুমকি দিয়ে থাকেন। আর ৩১.৪% উত্তরদাতাদের হুমকি দেন না।

(২১) উত্তরদাতাদের স্বামী উত্তরদাতা ছাড়া তাদের বাবা - মা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, স্বামীরা তাদের বাবা - মা, অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও হুমকি দিতে পরোয়া করে না। হুমকি দেন ৬৮.৬%। আর বাকি ৩১.৪% হুমকি দেন না।

(২২) উত্তরদাতাদের হুমকি দিলে তা কিরুপ - এই সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৪.৯% তালাক দেবার হুমকি প্রদান করা হয়। ২১.৬% বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার মাধ্যমে, মেরে ফেলার হুমকি ১৯.৬%, দ্বিতীয় বিয়ে করার হুমকি ১১.৮%, অপহরণ করার হুমকি ৯.৮%, মুক্তিপন দাবী

করার হুমকি ৯.৮% উত্তরদাতাদের, ৭.৮% উত্তরদাতাদের অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে হুমকি প্রদান করা হয়।

(২৩) উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা - এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নারীরা প্রকৃতিগত ভাবেই সহনশীলা এবং ধৈর্য্যশীলা হয়ে থাকে তার আরেকটি প্রমাণ নির্যাতনের শিকার হয়েও বেশীর ভাগ নারী'ই তাদের স্বামীর সাথে সংসার করতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে ৮০.৪% সংসার করতে আগ্রহী। ১৯.৬% সংসার করতে আগ্রহী নন। সংসার করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশের আরেকটি কারন হল, নির্যাতনের শিকার নারীরা তাদের বাবা-মা'র মতামত নিয়ে বা অমতে নিজেদের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করে। এক্ষেত্রে অভিভাবকরাও কোন দায়িত্ব নিতে চান না এবং অপরাগতা প্রকাশ করেন যেহেতু পাত্রটি তাদের নির্বাচিত না, যা কিনা মেয়ের পূর্ব পরিচিত। এসকল দিক চিন্তা করে, তাদের পরিবারের মান সম্মানের দিকটা মাথায় রেখে স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েও সংসার করতে আগ্রহী। অন্যদিকে যে সমস্ত নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং পিতৃ পরিচয়ের কথা চিন্তা করে নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করেও সংসার টিকিয়ে রাখতে চান। আবার অনেক নারীরা সতীন থাকা সত্বেও, স্বামীকে ভাল হবার সুযোগ দানের জন্য ও নিজের ভবিষ্যৎ কেমন যাবে, অভিভাবকদের কথা মেনে নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে চান এবং সংসার করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

(২৪) উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৯৮.০% তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন । ২.০% উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন আবার করেন না। আইন ও সংবিধানের চোখে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ সবাই সমান। নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন, সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ দেশের মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে তেমন সচেতন নন। এ কারনে তারা নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। কারন নির্যাতিতগণ মনে করেন পতিভক্তি, পতিসেবা বড় সেবা। অনেকে সমাজে নিজেদের মান সম্মান, আভিজাত্য ধরে রাখার জন্য সংসারের সকল সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা না করে অপ্রকাশিত রেখে দেন। এথেকে বুঝা যায়, নারীরা ভাঙ্গবে তবুও মচকাবে না। তারা নানা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের ধরে রাখতে সক্ষম।

(২৫) উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৩১.৪% উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা) সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। ২৯.৪% যৌতুক সমস্যা দ্বারা, ২৫.৫% শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন সমস্যা দ্বারা, ১৭.৬% পারিবারিক বিশৃঙ্খলা,সমস্যা ও নির্যাতন সমস্যা দ্বারা, ৯.৮% খোরপোষ,ভরণ-পোষন সমস্যা দ্বারা, ৭.৮% স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সমস্যা দ্বারা, ২.০% পাচার ও নারী নির্যাতন সমস্যা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন।

৯.২.৩ নারী নির্যাতনের কারণ হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

(১) উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নির্যাতনের পর অনেক নারীই তার বাবা - মা'র কাছে আশ্রয় নেন। অনেকেই আবার অন্যত্র অবস্থান করেন। ৫১.০% বাবা - মা'র বাড়ী আশ্রয় নেন। ৩৩.৩% ভাড়া বাসায় একা থাকেন, ৭.৮% নিজ সংসারে (স্বামীর সাথে), আত্মীয় স্বজনের বাড়ী ৩.৯%, শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী ২.০% এবং ২.০% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য কোথাও অবস্থান করেন। নির্যাতনের ফলে নারীরা মানসিক অশান্তিতে ভোগে। যার ফলে তারা বেশ কিছু দিন অন্যত্র অবস্থান করেন মানসিক শান্তির আশায়।

(২) উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের কারণ কি - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪৭.১% উত্তরদাতাদের স্বামীরা আরো যৌতুক পাবার জন্য নির্যাতন করে। ৪১.২% যৌতুক না দেবার জন্য, স্বামীরা দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য ৩৫.৩%, অন্যের উস্কানীতে ২৯.৪%, স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য ১৭.৬%, নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য ৯.৮%, আর অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ অন্য বিভিন্ন কারণের জন্য ৫.৯% উত্তরদাতাদের নির্যাতন করা হয়। সুতরাং একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, সমাজ ও পরিবারে যৌতুক একটি অভিশাপ স্বরুপ। আর যৌতুক না দিতে পারলেও নারীদের জীবনে অশান্তি নেমে আসে।

(৩) উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫৪.৯% আচরণ পরিবর্তনযোগ্য নয়। ৪৩.১% আচরণ পরিবর্তনযোগ্য । হ্যাঁ অথবা না অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ২.০% উত্তরদাতারা । যাদের স্বামীদের আচরণ ভবিষ্যৎ - এ পরিবর্তনযোগ্য হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কথায় বলে, '' ময়লা যায় না ধুইলে, স্বভাব যায় না মইলে ''। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বামীদের আচরণ সহজেই পরিবর্তনযোগ্য হয় না।

(৪) উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬৪.৭% স্বামীদের আচরণ ছকে উল্লেখিত উপায়গুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ের মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য। ২৯.৪% আইনের মাধ্যমে, ২৯.৪% দাবী পূরণের মাধ্যমে, ১৫.৭% পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে, আর বাকি ৭.৮% নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তনযোগ্য।

৯.২.৪ নারী নির্যাতনের প্রভাব হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

(১) উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৭৪.৫% পরিবারের শান্তি সম্পূণ বিনষ্ট হয়, ১৫.৭% পরিবারের শান্তি আংশিক বিনষ্ট হয়। আর ৯.৮% পরিবারের শান্তি মোটেই বিনষ্ট হয় না ।

(২) উত্তরদাতাদের সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৪৭.১% সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা দেখা যায়, ৪৫.১% অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রভাব, ৩১.৪% সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ২৭.৫% আর বাকি ৩.৯% সন্তান লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে উঠেছে। সুতরাং সারণী হতে এটাই সুস্পষ্ট যে, নারীদের নির্যাতনের ফলে তাদের সন্তানেরা স্বাভাবিক জীবন - যাপন ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে বাধার সম্মুখীন হয়।

(৩) উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হচ্ছে তাই নয় অন্যদিকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও প্রভাবিত হচ্ছে। ৫৪.৯% পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর প্রভাব পড়ছে। ৪১.২% পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর প্রভাব পড়ছে না। হ্যাঁ অথবা না অর্থাৎ অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৩.৯% । যাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ নারী নির্যাতনের ফলে প্রভাবিত হচ্ছে আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে না।

(৪) উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৪৭.১% উত্তরদাতারা। বাবা - মা'র উপর ৩৩.৩%, সন্তানের উপর ২৩.৫%, ভাই-বোনের উপর ২১.৬% উত্তরদাতাদের।

(৫) উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয় এর মাঝে অবস্থান করছে ৪৭.১% উত্তরদাতারা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত ৩৭.৩%, অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ ২৫.৫%, অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ ১৩.৭% উত্তরদাতাদের পরিবার।

৯.২.৫ নারী নির্যাতন দূর করার উপায় হতে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল

(১) উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নারীর উপর নির্যাতন নিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ ও আইন পাশ করা হয়। এছাড়া সময়ের সাথে সংগতি রেখে অনেক আইনের সংস্কার ও সময়োপযোগী নতুন আইনের প্রচলন করা হয়। নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য এসব আইন সম্পর্কে জানা জরুরী। নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানে না ৬৪.৭% উত্তরদাতারা। আর বাকি ৩৫.৩% উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন। অথচ আমাদের দেশে নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য বিভিন্ন আইন রয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধিকরণ আইন ইত্যাদি। সুতরাং এসব আইন না জানার কারনেই নারীরা বেশি নির্যাতিত হচ্ছেন। মূলত উত্তরদাতাদের নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্ন আয় এবং সঠিক মাত্রায় গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ায় বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় নারী নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে অজ্ঞ।

(২) উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ১০০% উত্তরদাতাই তাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেরা কোন না কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন। যা কিনা সামাজিক বিচার - সালিশ ও পারিবারিক সমঝোতা, দেশীয় প্রচলিত আইন দ্বারাই।

(৩) উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাবকরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাকবরা পদক্ষেপ নিয়েছেন ৫২.৯% উত্তরদাতাদের। আর পদক্ষেপ নেন নি ৪৭.১% উত্তরদাতাদের।

(৪) উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর সারণী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে আইনগত ভাবে বিয়েতে কোন ধরণের যৌতুক নেয়া এবং দেয়া উভয়ই দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ৫১.০% উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়নি। কিন্তু বিয়ের সময় যৌতুক না দিলেও স্বামী ও তাদের পরিবারের লোকজনের অত্যাচারের চাপে পড়ে পরবর্তীতে দেয়া হয়েছিল । আর বাকি ৪৯.০% নারীর বিবাহ যৌতুক সমেত সম্পন্ন হয়েছিল অর্থাৎ উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক দেয়া হয়েছিল ।

(৫) উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৫১.০% উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক হয়নি। বাকি ৪৫.১% নগদ অর্থ, ৩৭.৩% স্বর্ণালংকার, ৭.৮% আসবাবপত্র দেয়া হয়েছিল।

(৬) উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন - এ সারণী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দমনের জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারনে এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৮৬.৩% উত্তরদাতারা মনে করেন আইনের সফল প্রয়োগ নারী নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ৪৯.০% পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে, ৪৫.১% মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে, ৩৩.৩% আরো নতুন আইন আরোপ করার মাধ্যমে, বাকি ২৩.৫% সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব।

(৭) উত্তরদাতারা নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৬৪.৭% পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য, ৬২.৭% প্রকৃত শিক্ষার অভাবে,

৩১.৪% সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে, ২১.৬% ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহারের অভাবে তারা নারী নির্যাতনের শিকার। সুতরাং দেখা যায় যে, পারিবারিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে নারীরা অবহেলার পাত্র।

(৮) উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বলে মতামত দেন ৬৮.৬% উত্তরদাতারা। পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায় ৬৪.৭%, নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয় ৫৪.৯% এবং সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায় ২৫.৫%।

(৯) উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী - এ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ৮০.৪%, পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে ৫২.৯%, সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে ৩৫.৩% , মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে ২৯.৪% ।

(১০) উত্তরদাতাদের কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, ৯৪.১% উত্তরদাতারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। ২৯.৪% সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা, ২৩.৫% দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা, ৩.৯% আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৩ পরিশিষ্ট

সামগ্রিক বিবেচনায় এ কথা সত্য যে, নারী নির্যাতন একটি অন্যায় ও অপরাধ। নারী মর্যাদা ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত করে এই নির্যাতন। এটা কেবল মাত্র নারীর জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং পরিবার, সমাজ, দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। একজন নির্যাতিতা নারীর সুবিচার লাভ ও চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের সকল অধিকার রয়েছে। তেমনি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। এই বাধ্যবাধকতা সমাজের, সরকারের।

আমাদের দেশে যৌতুক নিয়ে বহু নারীকে লাঞ্ছিত এবং অত্যাচারিত হতে হয়। অথচ লোকাচার ও পারিবারিক চর্চায় এসব ক্ষেত্রে আইনি সাহায্য নেয়াটাকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় না। এ বিষয়ে নীরবতার আশ্রয় নেয়াটাকে মানুষ শ্রেয় মনে করে, কারণ আমাদের দেশে এখনো ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয়। জানাজানি হলে ধর্ষিতার সামাজিক অবস্থান, দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বিয়ের সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন - কি কর্মস্থলেও তার অবস্থান খুব নাজুক হয়ে দাড়াঁয়। অথচ এই সুযোগে অপরাধী রয়ে যায় শাস্তির বাইরে।

এই গবেষণা কর্মটি দ্বারা সকলের সামনে কিছু সূত্র তুলে ধরা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, যাতে জনগণ সংঘবদ্ধভাবে নারীর প্রতি নির্যাতনের বিষয়টি মোকাবেলা করে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কোনো সমস্যাই সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয়। এ সম্মিলিত প্রয়াস আমাদের পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। যেসব উদ্যোগ নারী নির্যাতনকে একট হলেও রুখতে পারবে, সেগুলো ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ, সরকার, বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম সমূহকে গ্রহণ করতে হবে। এখন সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আরো সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় দশ : গবেষণার সীমাবদ্ধতা, সুপারিশমালা

১০.১ গবেষণার সীমাবদ্ধতা
১০.২ গবেষণার সুপারিশমালা
১০.৩ উপসংহার

১০.১ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা একটি জটিল, দক্ষতা ও নিপুন্য ভিত্তিক নিরীক্ষাধর্মী কাজ। আর এ ধরণের কাজ স্বভাবতই একেবারে নবীণ। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে গবেষণা কর্মটি মৌলিক বা প্রতিশ্রুতিশীল হয়েছে এটি দাবি করতে নারাজ। এছাড়া নির্যাতনের শিকার নারীদের নিয়ে সংস্থা ভিত্তিক সমীক্ষা, ইতিঃপূর্বে তেমন কোন গবেষণা আকারে চালানো হয়নি। নারী নির্যাতনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে শিক্ষানুবীশ গবেষক হিসেবে কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। মূল্যবোধে নিরপেক্ষ থেকে এ গবেষণা কর্মকে সঠিকভাবে সম্পাদন করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা গবেষণা কর্ম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাই বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা গবেষণাকে প্রত্যাশা মাফিক হতে দেয়নি, একথা বললে নিঃসন্দেহে অযুক্তি হবেনা।

বিশ্বের অন্যন্য দেশের মত নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ছোবল থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এখন পর্যন্ত একটি প্রধান সমস্যা। **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় আমি যেসব প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছি তার উল্লেখযোগ্য কিছুদিক নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ-

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০০৮ - ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ - এর একটি অংশ ব্যবহারিক গবেষণা। যেহেতু এম.ফিল.অভিসন্দর্ভ পাঠ্যসূচির সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারিক গবেষণা (প্রাকটিক্যাল রিচার্স) **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়েছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে গবেষণায় কিছু ভুলত্রুটি রয়ে যেতে পারে।

(২) গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নিদিষ্ট এলাকা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল গোটা দেশের প্রেক্ষিতে নারীদের নির্যাতনের অবস্থার প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।

(৩) সময়ের স্বল্পতা ও একাডেমিক কাজের চাপে ব্যস্ততা সহকারে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় হোম ভিজিট ও ফলোআপ করতে পারি নাই।

(৪) সংস্থায় যেয়ে নির্যাতনের শিকার নারীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য হয়েছে। কেননা, কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী সম্পর্কে এদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে আমি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তৈরী করতে পারি নাই।

(৫) অনেক নারীর মধ্যে বিরাজমান অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভয়, ধর্মীয় গোড়ামির কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বেগ পেতে হয়। আমি যেহেতু সংস্থার কোন সরাসরি কর্মী নই, সেহেতু তারা আমার সাথে কোন কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করত।

(৬) কেস স্টাডি ও কেস ওয়ার্ক করতে গিয়ে এমন সমস্যাগ্রস্থ নারীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের তাৎক্ষনিক ভাবে অর্থনৈতিক পুর্নবাসন প্রয়োজন। অথচ আমি তাদের কোন অর্থনৈতিক সাহায্য করতে পারিনি।

(৭) অনেক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমার পুরোপুরি জ্ঞান না থাকায় নারীদের উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার পরামর্শ ছাড়া অন্য কোন নির্দেশনা দিতে পারিনি।

(৮) গবেষণাটি পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত হওয়ায় এর ব্যয়ভার পুরোটাই গবেষণাকারীকে বহন করতে হয়েছে। সুতরাং পর্যাপ্ত অর্থাভাবে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

(৯) উত্তরদাতাদের মাঝে নারীর প্রতি নির্যাতন সম্পর্কিত সংবেদনশীল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

(১০) বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিমন্ডলে নারীর প্রতি নির্যাতনের উপর বই, জার্নাল, পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য তেমন না থাকাতে লিটারেচার রিভিউ করতে অসুবিধা হয়েছে।

(১১) এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ যেহেতু গবেষণার পূর্ণাঙ্গ হাতেখড়ি সেহেতু গবেষণাটির বিষয়, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে এবং কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রনয়ন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে ভুল হতে পারে।

(১২) ব্যবহৃত কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচীর পূর্ব পরীক্ষা করা হলেও কিছু কিছু সংগতি ও ত্রুটি পরবর্তীতে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে মনে হয়েছে আরো বেশি সর্তক হলে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচীটিকে অধিক উন্নত করা যেত।

(১৩) সময়ের সল্পতার কারণে কয়েকটি কেস সমাপ্ত করতে পারিনি এবং অনেক সমস্যাগ্রস্থ নারীর সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে ব্যর্থ হয়েছি।

(১৪) সংস্থার আর্থিক স্বল্পতা, কর্মচারী, বসার স্থান, টয়লেট ইত্যাদির স্বল্পতা থাকার কারণে বিপুল সংখ্যক নারীর সমস্যার সমাধান করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। আর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য একটা নিরিবিলি পরিবেশ প্রয়োজন, যা সংস্থায় নেই। এর ফলে এক জনের গোপন কথা অন্যজন খুব সহজেই জেনে যেত। যার ফলে গবেষণা কালীন সময়ে অনেকের সাথে কক্ষের বাইরে এসে কথা বলতে হত। যা আমার ও নির্যাতিতা নারী দু'জনের মধ্যেই সাক্ষাৎকার গ্রহণে বড় বাধা হয়ে দাড়াঁত।

(১৫) অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে আমার সামাজিক, পারিপার্শ্বিক প্রভাবের কারণে উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে গুটিকয়েক নারীর সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছি।

(১৬) অনেক সময় নারীরা এতটাই বিপর্যস্ত থাকত যে, তারা কোন সমস্যার সমাধান চাইবে তাই নির্দিষ্ট করে বলতে পারত না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অপর পক্ষ (নির্যাতনকারী ব্যক্তি) সম্পর্কে প্রচুর মিথ্যা বলার প্রবনতা দেখা যেত। তাই সমস্যার সমাধান করতে বেগ পেতে হত এবং গবেষণা কালীন সময়ে আমার কাছে এটি একটি বড় বাধা হিসেবে মনে হত।

(১৭) অনেক সময় সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি নিজের সমস্যার কথা গুছিয়ে বলতে পারত না, যার ফলে সাথে আসা ব্যক্তি নির্যাতিতার নির্যাতনের কথাগুলো বলত। মাঝে মাঝে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি নিজেও কথা বলে বসত। যার ফলে দু'দিকের কথার মিল পাওয়া যেত না। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি বোঝা সম্ভব হত না। যা গবেষক ও গবেষণার কাজের জন্য একটি বড় বাধা।

(১৮) একজন নবীন গবেষক হিসেবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতার অভাব ছিল। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সময়ের স্বল্পতাও একটি বিরাট ব্যাপার ছিল। কারণ তারাও তাদের নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকত।

(১৯) সময়ের অভাবে এবং পারিপার্শ্বিক কাজের কারণে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি নির্যাতন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হত। আর এ সকল কর্মশালায় আমি অংশগ্রহণ করতে পারতাম না। যার ফলে নারীর প্রতি নির্যাতন সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমার অজানা থেকে যেত।

(২০) সর্বোপরি, সময়ের অভাবে গবেষণা কর্মটিতে পরিসংখ্যানের সব পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন উপস্থাপনের কারণে ভাষাগত ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা করতে গেলে কিছু দূর্বলতা থাকবেই। একারনেই উক্ত বিষয়ে পুনরায় গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তাই একটি গবেষণা আর একটি গবেষণার নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করে। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য গবেষণা কৌশল অবলম্বন করে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে বিধায় গবেষণা কর্মের অন্তরায় সমূহ গবেষণা মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করবে না বলে আমার বিশ্বাস।

১০.২ গবেষণার সুপারিশমালা

আমাদের মহান সংবিধানে নারীর অধিকার রক্ষার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষিত হলেও প্রকৃত পক্ষে নারীরা নির্যাতনের শিকার। নারী নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত ভিন্ন

ভিন্ন ধরণের ও কায়দায়। তাছাড়া প্রতিদিন নারীরা বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন, আবার ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সমস্ত নির্যাতনের ঘটনার একটি অংশ ঘটছে পরিবারের বাইরে এবং বিরাট অংশ ঘটছে পরিবারের ভিতরে নীরবে, নিভৃতে। আর এসকল সংবাদ গুলোর অর্ধেকও কেউ কখনও জানতে পারে না। গৃহে নির্যাতিত অধিকাংশই হচ্ছেন বিবাহিতা নারী। বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতির উপর পরিচালিত হয়েছে। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য সরকার, সমাজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ-

(১) অধিকার হলো রাষ্ট্র, পরিবার বা ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে স্বীকৃত কিছু নীতি বা মূল্যবোধ যা মানুষকে বাঁচতে সহায়তা করে এবং বিকশীত রূপকে নিশ্চিত করে। অধিকার পূরণের প্রাথমিক শর্ত হলো উক্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা। আমাদের দেশের নারীরা তাদের নির্যাতন সম্পর্কে খুব কমই সচেতন। নারীকে তার নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তার অধিকার সম্পর্কে সজাগ করতে হবে। আর এজন্য নারীর অধিকার এবং নির্যাতন সম্পর্কে নারীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে নারী কল্যাণ কর্মসূচি গুলো বাস্তবায়নে স্থানীয় ও আঞ্চলিক নারী গ্রুপ গঠনে প্রাসঙ্গিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা ও তথ্য মাধ্যমগুলোকে উৎসাহিতকরণ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) স্কুল শিক্ষার সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে নারী নির্যাতন নিরোধ ও আইন গত অধিকার সম্পর্কিত শিক্ষার উন্নতিকরণ, সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে নারী - পুরুষের সমতা সম্পর্কে, সেই সাথে পরিবার এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক আইনের অধীনে কর্মরত প্রাসঙ্গিক মানবাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অধিকার গুলো সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) নারী নির্যাতিত হলে তার প্রতিকার চাওয়ায় আইনগত যে ব্যবস্থাবলী আছে, সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ভালোভাবে প্রচার করা।

(৪) জাতীয় আইন এবং তার উপর নারীর প্রভাব সম্পর্কে তথ্য প্রচার কর্ম এবং পাশাপাশি কারো অধিকার প্রয়োগে বিচার ব্যবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তার সহজলভ্য পথ নির্দেশ প্রচার করা।

(৫) সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারিবারিক ও উত্তরাধীকার আইন সংস্কার করা।

(৬) ইতিমধ্যে চালু করা বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম (পুনর্বাসন কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার) আরো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ করতে হবে।

(৭) সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন - রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকী প্রভৃতির মাধ্যমে নারী নির্যাতন নিরোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং তা সমুন্নত করার উপায় সম্পর্কে পথ নির্দেশ দান।

(৮) স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে মানবাধিকার ও নারীর অধিকারসহ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৯) নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে এবং নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতি চর্চার জন্য সরকারকে ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও শিক্ষা মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যাবহার করতে হবে।

(১০) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

(১১) সমাজের নারী - পুরুষ উভয়ের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(১২) নারী ও পুরুষের সব অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা পরিপূর্ন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে ভোগ করার বিষয়টি সংহত ও নিরাপদ করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া। এক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য না করা।

(১৩) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষদেরকে জড়িত ও সংবেদনশীল করতে হবে এবং রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, নারী ও পুরুষ (বিশেষত তরুণদেরকে) যুক্ত করতে হবে।

(১৪) আইনে নারী - পুরুষের সমতার নীতি অর্ন্তভূক্ত করা এবং নারী নির্যাতন দমন সংক্রান্ত আইনের যথাযথ বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

(১৫) পরিবারে নারীর অধিকার সহ সকল অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নত করণে স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(১৬) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় ব্যক্তিগত আইন সংশোধন করা এবং অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর।

(১৭) সরকারকে বর্তমান নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ও সংশোধনী ২০০৩ এবং সম্প্রতি কার্যকর (৩০ ডিসেম্বর, ২০১২) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

(১৮) বাংলাদেশের সব ধর্মের সব সদস্যদেরকে পারিবারিক আদালতের আওতায় আনার জন্য পাবিরারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর সুযোগ ও পরিধি আরোও বাড়াতে হবে।

(১৯) নিজের অধিকার সম্পর্কে বিবাহিত নারীর সচেতনতা সহ তাদের নির্যাতন দমনের আইন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীন মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচী বিকশিত করা।

(২০) পরিবারে নারীরা শুধুমাত্র স্বামী দ্বারা নয় শ্বশুর - শ্বাশুড়ী, দেবর - ননদ - ননশ, ভাসুর - জ্যাদে'র দ্বারাও নির্যাতিত হয়। তাই পরিবারের সদস্যদের নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

(২১) নারীর প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সমাজের পুরুষ সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(২২) ধর্ষিতা ও নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও সেফ কাস্টডি বা নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা করা।

(২৩) সরকারের সকল কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগের সদস্যদেরকে এবং বিচার বিভাগকে অবশ্যই সিডও বিধান প্রয়োগের জন্য সংবেদনশীল করতে হবে।

(২৪) ফতোয়া এবং ফতোয়াজনিত কারনে নারীর উপর নির্যাতনকে অবশ্যই যথাযথভাবে তদন্ত ও বিচার করতে হবে এবং আইনগতভাবে ফতোয়া নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২৫) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি থেকে নারীদের রক্ষা করতে যৌন হয়রানি রোধ আইন বা আচরণবিধি প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

(২৬) নারীর প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য হাসপাতাল, আদালত ও থানার পুলিশ কর্মকর্তাসহ কর্মরত প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের জেন্ডার সেনসেটাইজড করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২৭) ধর্ষণ আইনের ক্ষেত্রে আসামীকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে ধর্ষণ করেনি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই আইনটি চালু হয়েছে। সেই আইনটির আলোকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের সংশোধন ব্যবস্থা করতে হবে।

(২৮) নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন নিরোধ বা দমনের জন্য যে সমস্ত আইন প্রচলিত আছে তার কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নতুন আইন প্রনয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে।

(২৯) একটি পৃথক মেডিকোলিগ্যাল অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেডিকোলিগ্যাল বিষয় পরিচালনা করতে হবে। সুষ্ঠু মেডিকোলিগ্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ফরেনসিক বিভাগকে আধুনিকীকরণ করতে হবে। প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট চালু করতে হবে। আর এই ফরেনসিক ব্যবস্থার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স এবং সকল সাহায্যকারী ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩০) সর্বোপরি, নির্যাতনের শিকার মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার কাজে সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ্যাকশন কমিটি গঠন করতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে নারী নির্যাতন দমন আইন থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত তা ভঙ্গ করা হচ্ছে। শুধু আইন থাকলেই হবে না তার সঠিক বাস্তবায়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি আমাদের বিবেক বোধকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষ বিবেকের শাসন অনুশীলন করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই সকলকেই বিবেকের অনুশাসন মেনে পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজে নারীর উপর নির্যাতন দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হতে হবে। তাহলেই নারী তার সমুন্নত ও যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০.৩ উপসংহার

নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণে বাংলাদেশ অঙ্গিকার বদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর স্বার্থের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রনয়নের কথা বলা হয়েছে {অনুচ্ছেদ ২৮(৪) }। বাংলাদেশে ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন (সিডো) অনুমোদন করেছে এবং পরবর্তী কালে ১৯৯৮ সালে সিডো স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য দেশে বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে । এর মধ্যে যৌতুক নিরোধ আইন - ১৯৮০ (সংশোধনী, ১৯৮৬), নারী ও শিশু নির্যাতন আইন - ১৯৯৯, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন - ১৯৯৯ (খসড়া), নারী নির্যাতন আইন - ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইত্যাদি। এসব আইনের প্রেক্ষিতে জনগন নারী নির্যাতন দমনে আরো বেশি দায়বদ্ধ। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপক ভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আর নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বেশী শিকার হচ্ছেন বিবাহিতা নারী তাদের ঘনিষ্টতম সামাজিক ইউনিট পরিবারে এবং নিরাপদ স্থান বাড়ীতে। আর নারী নির্যাতন ঘটনা দেশের সঠিক পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন কোন ঘটনা নয়। তাই নারী নির্যাতন রোধ করতে হলে দরকার দেশের সঠিক নারী নির্যাতন দমন পরিস্থিতির উন্নয়ন।

নারীর প্রতি নির্যাতনের প্রেক্ষাপট আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, যেকোন নির্দিষ্ট বয়সের নারী'ই নির্যাতনের শিকার হন । যা বয়স সীমার ছকে বাঁধা যায় না। গবেষণা হতে লক্ষ্যনীয়, ২২-২৫ বয়স (বছর) সীমার মধ্যে (৩১.৪%) এবং ৪৬-৫০ বয়স (বছর) নারীরাও নির্যাতন হতে মুক্ত নন। এক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের গড় ২৭.৪ বয়স (বছর)। গবেষণায় বাল্য বিবাহের প্রবনতা দেখা যায় নি। কারন, ৩৩.৩% নারীর বিবাহকালীন সময়ে ১৯ - ২১ বয়স (বছর) ছিল এবং সম্মিলিত গড় ২০.৫ বয়স (বছর)। আরও লক্ষ্যনীয়, স্বামী-স্ত্রী'র (৪৯.০% নারীর) বয়সের মধ্যে পার্থক্য ০৬-১০ বয়স (বছর) এবং তাদের সম্মিলিত গড় ৭.৩ বয়স (বছর) তবুও তাদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের মাত্রা বেশী। কারন, যত কম বয়সে বিয়ে হয়েছে তত তাদের মানসিক ও বুদ্ধিদীপ্ততার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ হয়নি। যার ফলে তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনযাপনের স্থায়ীত্ব যতটা কম নির্যাতনের মাত্রা ততটা বেশী পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ২৫.৫% নারীর দাম্পত্য জীবনযাপনের সময়সীমা ২ বয়স (বছর) এবং সম্মিলিত গড় ৭.০ বয়স (বছর)। ।

৫৬.৯% নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক যা আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক সংখ্যায় ঝরে পড়ার হার নির্দেশ করে। যার ফলে ৫৬.৯% হলেন গৃহিণী এবং ৬০.৮% নারীদের কোন আয় নেই। তারা স্বামী ও নিকটাত্মীয়দের উপর ব্যাপক মাত্রায় নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা নারীর প্রতি নির্যাতনের অন্যতম কারন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলে ব্যায় ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব থাকে না। ৩৭.৩% চাকুরীজীবী এবং অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। তাদের সম্মিলিত গড় মাসিক আয় (টাকায়) ১,৮৫২ টাকা ।

গবেষণায় নারীর প্রতি নির্যাতন শুধুমাত্র যে, যৌতুকের জন্য হয় তা নয়। চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, পরকীয়ায় আসক্ত থাকা, নিজের মতামত প্রদান করা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, পুরুষের আধিপত্য না মানা, নিজের সারা মাসের কষ্টার্জিত পারিশ্রমিক স্বামীকে বুঝিয়ে না দেয়া, নারী'র স্বাধীনতায় অবাধ হস্তক্ষেপ, পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার ইত্যাদির জন্য নারী নির্যাতনের শিকার। পুরুষরা সাধারনত ঃ তাদের পৌরষত্ব জাহিরের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ, অভাব, অনটনের জ্বালা মেটানোর জন্য নারী'র গায়ে হাত তোলে এবং নির্যাতন চালায়। আর এই সকল নির্যাতিত নারীদের কথা বলা ও শোনার তেমন কোন নিদির্ষ্ট স্থান পরিলক্ষিত হয় না। যার ফলে নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার মত আরও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আসেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, লিগ্যাল এইড, ও.এস.সি.সি. ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য বেশী করে প্রচার মাধ্যম গুলোকে সক্রিয় হতে হবে। আর পত্র পত্রিকা ও বই পুস্তকে বেশী বেশী লেখালেখি করতে হবে। যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনের নিরোধ সংস্থাগুলোর সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে।

নারীরা নির্যাতনের পর এতটাই বিপর্যস্ত থাকেন যে, বিরাজমান অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভয়, ধর্মীয় গোড়ামি ইত্যাদি'র কারণে তারা কথা গুছিয়ে বলতে, এমনকি কোন সমস্যার সমাধান চাইবে তাই নির্দিষ্ট করে

বলতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অপর পক্ষ (নির্যাতনকারী ব্যক্তি) সম্পর্কে প্রচুর মিথ্যা বলার প্রবনতা দেখা যায়। যার ফলে সাথে আসা ব্যক্তি নির্যাতিতার নির্যাতনের কথাগুলো বলে, মাঝে মাঝে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি নিজেও কথা বলে। ফলে দু'দিকের কথার মিল পাওয়া যায়না এমন কি মূল সমস্যাটি বোঝা সম্ভব নয়। নির্যাতিত হয়েও বেশীর ভাগ নারী'ই ৮০.৪% (গবেষণাকৃত ফলাফল) তাদের স্বামীর সাথে সংসার করতে আগ্রহী। সংসার করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশের আরেকটি কারন হল, নির্যাতিত নারীরা তাদের বাবা-মা'র মতামত নিয়ে বা অমতে নিজেদের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করে। এক্ষেত্রে অভিভাবকরাও কোন দায়িত্ব নিতে চান না এবং অপরাগতা প্রকাশ করেন যেহেতু পাত্রটি তাদের নির্বাচিত না, যা কিনা মেয়ের পূর্ব পরিচিত। এসকল দিক চিন্তা করে, তাদের পরিবারের মান সম্মানের দিকটা মাথায় রেখে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও সংসার করতে আগ্রহী। অন্যদিকে যে সমস্ত নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং পিতৃ পরিচয়ের কথা চিন্তা করে নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করেও সংসার টিকিয়ে রাখতে চান। আবার অনেক অবলা নারীরা সতীন থাকা সত্বেও, স্বামীকে ভাল হবার সুযোগ দানের জন্য ও নিজের ভবিষ্যৎ কেমন যাবে, অভিভাবকদের কথা মেনে নিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখেন।

নির্যাতনের ফলে ৬২.৭% নারী মানসিক অস্থিরতা ও অশান্তিতে ভোগে। এছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক অস্থিরতাও আছে। নির্যাতনের পর অনেক নারীই তাদের বাবা - মা'র কাছে আশ্রয় নেন। আবার অনেকেই মানসিক শান্তির আশায় অন্যত্র অবস্থান করেন । আর এসবের প্রভাবে পরিবারের শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রভাবিত হন। নারীদের নির্যাতনের ফলে তাদের সন্তানেরা স্বাভাবিক জীবন - যাপন ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে বাধার সম্মুখীন হয়।

নারীর উপর নির্যাতন নিরোধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ ও আইন পাশ করা হয়। এছাড়া সময়ের সাথে সংগতি রেখে অনেক আইনের সংস্কার ও সময়োপযোগী নতুন আইনের প্রচলন করা হয়। নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য এসব আইন সম্পর্কে জানা জরুরী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানে না ৬৪.৭% আর বাকি ৩৫.৩% নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন। অথচ আমাদের দেশে নারীর অধিকার আদায় সহ নির্যাতন বন্ধের জন্য বিভিন্ন আইন রয়েছে। এর মধ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধিকরণ আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইত্যাদি। সুতরাং এসব আইন না জানার কারনেই নারীরা বেশি নির্যাতিত হচ্ছেন। মূলত উত্তরদাতাদের নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিম্ন আয় এবং সঠিক মাত্রায় গৃহকর্মে নিয়োজিত হওয়ায় বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় নারী নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে অজ্ঞ।

একটা দেশের সঠিক পরিস্থিতির উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক দল ও তাদের মতাদর্শের উপর। তাই দেশীয় প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের প্রধান কর্ণধার হচ্ছেন এই দেশের সরকার। নারী নির্যাতন দমনে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন দমনের জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারনে এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১০০% নির্যাতিতা নিজেই এবং ৫২.৯%পরিবারের অভিভাবকরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো। তাই রাষ্ট্র ও সরকারকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, তাদের ও পরিবারের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদে রুপান্তরিত করতে হবে। তবেই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নারীর উপর নির্যাতন রোধ করা সহ নারীর সকল প্রকার অধিকার সমুন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত হবে যথাযথ মর্যাদায়। এ গবেষণার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি বর্ণনা এবং তা প্রতিরোধে নারীদের নিজস্ব মতামত এখানে প্রতিভাত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট :-

ক : সাক্ষাৎকার অনুসূচী
খ : নারী বিষয়ক আইন সমূহ (খ.ক থেকে খ.ঘ)
গ : সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য উৎস

ক : সাক্ষাৎকার অনুসূচী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫

গবেষণা শিরোনাম ঃ

" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা । "

(সংগৃহিত তথ্যাবলি শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

সিডিউল নং ঃ

স্থান :
পুনাঙ্গ ঠিকানা :

তারিখ :
বার :
রেজিষ্ট্রেশন নং :
প্রথম আগমন :
ধার্য্য তারিখ :
মামলার শুনানীর তারিখ :

১। জনমিতিক তথ্য ঃ

১.১ অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ?

নাম : .....।

১.২ আপনার বর্তমান বয়স কত ?

.....বয়স (বছর) ।

১.৩ আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন ?
(ক) নিরক্ষর
(খ) প্রাথমিক

(গ) মাধ্যমিক
(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক
(ঙ) স্নাতক
(চ) স্নাতকোত্তর
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.৪ আপনি কোন ধর্মাবলম্বী ?
(ক) ইসলাম
(খ) হিন্দু
(গ) খ্রিষ্টান
(ঘ) বৌদ্ধ
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.৫ আপনার বর্তমান ঠিকানা বলুন ?
(ক) গ্রাম
(খ) উপজেলা শহর
(গ) জেলা শহর
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.৬ আপনার স্থায়ী ঠিকানা বলুন ?
(ক) গ্রাম
(খ) উপজেলা শহর
(গ) জেলা শহর
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.৭ আপনার পেশা কি ?
(ক) চাকুরী
(খ) ব্যবসা
(গ) শিক্ষকতা
(ঘ) গৃহিণী
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.৮ আপনার মাসিক আয় কত ?

..... টাকা ।

১.৯ আপনি কি বিবাহিতা ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১০ বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর নাম বলুন ?

নাম : .....।

১.১১ বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর বর্তমান বয়স কত বলুন ?

..... বয়স (বছর) ।

১.১২ বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন ?

(ক) নিরক্ষর
(খ) প্রাথমিক
(গ) মাধ্যমিক
(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক
(ঙ) স্নাতক
(চ) স্নাতকোত্তর
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১৩ আপনার স্বামী কোন ধর্মাবলম্বী ?

(ক) ইসলাম
(খ) হিন্দু
(গ) খ্রিষ্টান
(ঘ) বৌদ্ধ
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১৪ আপনার স্বামীর বর্তমান ঠিকানা বলুন ?

(ক) গ্রাম
(খ) উপজেলা শহর
(গ) জেলা শহর
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১৫ আপনার স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা বলুন ?

(ক) গ্রাম
(খ) উপজেলা শহর
(গ) জেলা শহর
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১৬ বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর পেশা কি ?

(ক) চাকুরী
(খ) ব্যবসা
(গ) শিক্ষকতা
(ঘ) বেকার
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১৭ আপনার স্বামীর মাসিক আয় কত ?

..... টাকা ।

১.১৮ বিবাহিতা হলে, বিবাহকালীন সময়ে আপনার বয়স কত ছিল ?

.....বয়স (বছর) ।

১.১৯ বিবাহিতা হলে, আপনার-আপনার স্বামীর বয়সের মধ্যে পার্থক্য কত বছর ?

.....বয়স (বছর)।

১.২০ বিবাহিতা হলে, আপনি মোট কত বছর ধরে দাম্পত্য জীবযাপন করছেন ?

.....বয়স (বছর)।

১.২১ আপনার মোট সন্তান সংখ্যা কত?

জীবিত ঃ .....জন।

মৃত ঃ ..... জন।

মোট ঃ .....জন।

১.২২ আপনার পরিবারের ধরণ কি রুপ ?

(ক) একক পরিবার
(খ) যৌথ পরিবার
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.২৩ অনুগ্রহ করে নিচের ছকে উল্লেখিত আপনার পারিবারিক তথ্য প্রদান করুন ঃ

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১।			বছর					
২।			বছর					
৩।			বছর					
৪।			বছর					
৫।			বছর					
৬।			বছর					
৭।			বছর					
৮।			বছর					
৯।			বছর					
১০।			বছর					
১১।			বছর					
১২।			বছর					
১৩।			বছর					
১৪।			বছর					
১৫।			বছর					
১৬।			বছর					
১৭।			বছর					
১৮।			বছর					
১৯।			বছর					
২০।			বছর					
							মোট ঃ	

১.২৪ যে পবিারের আপনি অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে আপনার সম্পর্ক কি ?

(ক) স্বামী
(খ) নিজ
(গ) বাবা- মা
(ঘ) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী
(ঙ) ভাই - ভাবী
(চ) ভাসুর- জ্যা
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.২৫ আপনার পিতা - মাতা সম্পর্কে বলুন ?

জীবিত হলে ; নাম, বর্তমান বয়স --------(বছর)	মৃত হলে ; মৃতকালীন সময়ে বয়স ছিল ..... (বছর)
পিতা ঃ	মৃত হলে পিতা ঃ
মাতা ঃ	মৃত হলে মাতা ঃ

১.২৬ আপনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সম্পর্কে বলুন ?

জীবিত হলে ; নাম, বর্তমান বয়স --------(বছর)	মৃত হলে ; মৃতকালীন সময়ে বয়স ছিল ..... (বছর)
শ্বশুর ঃ	মৃত হলে শ্বশুর ঃ
শ্বাশুড়ী ঃ	মৃত হলে শ্বাশুড়ী ঃ

১.২৭ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার তারিখ / সাল :

১.২৮ অন্যান্য বিষয়াবলী :

বাদী / বাদীনী নাম :

ঠিকানা :

বাসা / হোল্ডিং :

গ্রাম / রাস্তা :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

বিবাদী / বিবাদীনী নাম :

ঠিকানা :

বাসা / হোল্ডিং :

গ্রাম / রাস্তা :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

১.২৯ আপনার বিয়েতে ধার্যকৃত কাবিন / দেনমোহর প্রদানকৃত অর্থের পরিমান (টাকায়) কত ছিল ?

(.....টাকা মাত্র)

১.৩০ আপনার মোবাইল ফোন / টেলিফোন নম্বর :

২। নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২.১ নারী নির্যাতন সেল সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানেন ?

(ক) পত্র পত্রিকা থেকে
(খ) বই পুস্তক থেকে
(গ) প্রচার মাধ্যম থেকে
(ঘ) মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত থেকে
(ঙ) পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২ আপনি কি নির্যাতনের শিকার হন ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৩ উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন?
(ক) স্বামী
(খ) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী
(গ) দেবর-ননদ-ননশ
(ঘ) ভাসুর-জ্যা
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৪ আপনি কোন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ?
(ক) দৈহিক আঘাত (লাথি/কিল/ঘুষি দ্বারা)
(খ) পিটানো (বেত/লাঠি দ্বারা)
(গ) দগ্ধ করা (খুনতী/লোহার সামগ্রী দ্বারা)
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৫ আপনার উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি কে ?
(ক) স্বামী
(খ) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী
(গ) দেবর-ননদ-ননশ
(ঘ) ভাসুর-জ্যা
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৬ এছাড়া আপনি আপনার পরিবারের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কি না ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৭ উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ?
(ক) কটু কথার দ্বারা

(খ) বৈষম্যের দ্বারা
(গ) অবহেলার দ্বারা
(ঘ) তিরস্কারের মাধ্যমে
(ঙ) কথা বন্ধ করার মাধ্যমে
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৮ পরিবারে মানসিক নির্যাতন কে করে থাকেন অর্থাৎ সহায়তাকারী ব্যক্তি কে ?
(ক) স্বামী
(খ) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী
(গ) দেবর-ননদ-ননশ
(ঘ) ভাসুর-জ্যা
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.৯ আপনি কি সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১০ নির্যাতিত হলে তার ধরন উল্লেখ করুন ?
(ক) কটু কথার দ্বারা
(খ) বৈষম্যের দ্বারা
(গ) অবহেলার দ্বারা
(ঘ) তিরস্কারের মাধ্যমে
(ঙ) সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১১ আপনি এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কিনা ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১২ আপনি কি অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতিত হন ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৩ নির্যাতিত হলে তার ধরন উল্লেখ করুন ?
(ক) সন্তানের খরচ বহন না করা
(খ) স্ত্রী'র খরচ বহন না করা
(গ) সংসারের খরচ বহন না করা
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৪ আপনি এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কিনা ?
(ক) হ্যাঁ

(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৫ পরিবারে আপনাকে কি কারণে নির্যাতন করা হয় ?
(ক) যৌতুকের জন্য
(খ) স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য
(গ) মতামত প্রদান করার কারণে
(ঘ) স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য
(ঙ) সন্তানের জন্য
(চ) নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৬ নির্যাতনের ফলে আপনি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ?
(ক) সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন
(খ) মানসিক অস্থিরতা
(গ) সংসারের প্রতি উদাসীনতা
(ঘ) সন্তানদের প্রতি অবহেলা
(ঙ) সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা।
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৭ আপনার উপর নির্যাতনের সময় আপনার স্বামী কি নেশাগ্রস্থ থাকে ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৮ আপনাকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কি ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.১৯ নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে আপনার সম্পর্ক কি ?
(ক) স্বামী
(খ) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী
(গ) দেবর-ননদ-ননশ
(ঘ) ভাসুর-জ্যা
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২০ আপনার স্বামী আপনাকে কোনরূপ হুমকি দেন কি না ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২১ আপনার পিতা-মাতা, অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কেও কোনরূপ হুমকি দেন কি না ?

(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২২ হুমকি দিলে তা কিরূপ ?
(ক) মেরে ফেলার
(খ) তালাক দেবার
(গ) অঙ্গহানী করার
(ঘ) অপহরণ করার
(ঙ) দ্বিতীয় বিয়ে করার
(চ) মুক্তিপন দাবী করার
(ছ) বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার
(জ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২৩ আপনি কি এখনো সংসার করতে আগ্রহী ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২৪ আপনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কি না ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

২.২৫ নারী নির্যাতনের গতানুগতিক ধরণ সমূহ কি ?
(ক) নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা)
(খ) পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সমস্যা ও নির্যাতন
(গ) স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ
(ঘ) যৌতুক
(ঙ) খোরপোষ, ভরণ-পোষন
(চ) শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন
(ছ) পাচার ও নারী নির্যাতন
(জ) কাবিন / দেনমোহর প্রদান না করা
(ঝ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৩। নারী নির্যাতনের কারণ ঃ

৩.১ আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন ?

(ক) বাবা - মা'র বাড়ী
(খ) শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী
(গ) ভাড়া বাসায় একা
(ঘ) আত্মীয় স্বজনের বাড়ী
(ঙ) বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী
(চ) নিজ সংসারে
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৩.২ আপনার উপর নির্যাতনের কারণ কি ?

(ক) যৌতুক না দেবার জন্য
(খ) স্বামীর আরো যৌতুক পাবার জন্য
(গ) স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য।
(ঘ) স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য
(ঙ) নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য
(চ) অন্যের উস্কানীতে
(ছ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৩.৩ আপনার স্বামীর এ আচরণ পরিবর্তন যোগ্য বলে আপনি মনে করেন কি ?

(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৩.৪ উত্তর হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে ?

(ক) আইনের মাধ্যমে
(খ) দাবী পূরণের মাধ্যমে
(গ) নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে
(ঘ) পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৪। নারী নির্যাতনের প্রভাব ঃ

৪.১ আপনার এই নির্যাতনের প্রভাবে আপনার পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় ?

(ক) সম্পূর্ণ
(খ) আংশিক
(গ) মোটেই না
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৪.২ আপনার সন্তানের উপর এর প্রভাব কিভাবে পড়ছে ?

(ক) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে

(খ) ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
(গ) সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা
(ঘ) লেখাপড়ায় অমনোযোগী।
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৪.৩ আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর এর প্রভাব পড়ছে কিনা ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৪.৪ উত্তর হ্যাঁ হলে, কার উপর?
(ক) বাবা - মা
(খ) ভাই - বোন
(গ) সন্তান
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৪.৫ আপনার পরিবারের সদস্যগণ এটাকে কিভাবে দেখছে ?
(ক) অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়ে
(খ) অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ হয়ে
(গ) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে
(ঘ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫। নারী নির্যাতন দূর করার উপায় ঃ

৫.১ নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে আপনি জানেন কি ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.২ আপনার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপনি কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৩ আপনার পরিবারের অভিভাবকগণ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কি ?
(ক) হ্যাঁ
(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৪ আপনার বিয়ের সময় কোন যৌতুক হয়েছিল ?
(ক) হ্যাঁ

(খ) না
(গ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৫ উত্তর হ্যাঁ হলে, কি যৌতুক দেয়া হয়েছিল ?
(ক) নগদ অর্থ
(খ) স্বর্ণালংকার
(গ) আসবাবপত্র
(ঘ) জমিজমা
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৬ নারীদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) আইনের সফল প্রয়োগ
(খ) আরো নতুন আইন আরোপ
(গ) পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে
(ঘ) মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে
(ঙ) সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৭ নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ?
(ক) প্রকৃত শিক্ষার অভাব
(খ) সামাজিক মূল্যবোধের অভাব
(গ) ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার
(ঘ) পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণ
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৮ নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে বলুন ?
(ক) নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়।
(খ) নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
(গ) পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়
(ঘ) সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.৯ আপনার উপর আরোপ কৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে আপনি কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী ?
(ক) পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে
(খ) সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে
(গ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে
(ঘ) মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে
(ঙ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

৫.১০ আপনার কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন -
(ক) নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ

(খ) সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা
(গ) দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা
(ঘ) পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা
(ঙ) আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা
(চ) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

(ধৈর্য্য সহকারে উত্তর প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।)

.....	.....
সুপারভাইজারের স্বাক্ষর	তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ ঃ	তারিখ ঃ .....

মন্তব্য ঃ-

খ : নারী বিষয়ক আইন সমূহ (খ.ক থেকে খ.ঘ)

ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলায়, সাবেক পাকিস্তান আমলে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক অনাচার রোধকল্পে নারী ও মেয়ে শিশুদের কল্যাণে অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করা হয়। এই সকল আইন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীদের রক্ষার্থে গৃহীত হয়েছে। এগুলো হলো :

খ.ক : নারী সম্পর্কিত আইন (Laws related to Women Affairs):

ক্রমিক নং	নারী সম্পর্কিত আইন (Laws related to Women Affairs)
১	পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
২	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ **অথবা** নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন, ২০০৩ **অথবা** নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন, ২০০৩
৩	দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট, ২০০২
৪	এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ **অথবা** এসিড নিয়ন্ত্রণে আইন, ২০০২
৫	এসিড নিক্ষেপ আইন, ২০০২
৬	শিশু মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২
৭	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (The Suppression of Violence against Women and Children Act, 2000)
৮	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত, ২০০৩)
৯	নারী নির্যাতন আইন, ২০০০
১০	নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ১৯৯৯
১১	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ১৯৯৯ (খসড়া)
১২	নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫
১৩	জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১
১৪	যৌতুক বিরোধী আইন, ১৯৮৬
১৫	পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ (The Family Court Ordinance , 1985) **Or** (The Family Courts Ordinance , 1985)
১৬	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন (সংশোধিত অধ্যাদেশ ১৯৮৪)
১৭	নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ {The Cruelty of Women (Deterrent Punishment) Ordinance ,1983}
১৮	কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ , ১৯৮২ (Benevolent Fund and Group Insurance Ordinance, 1982)
ক্রমিক নং	**নারী সম্পর্কিত আইন (Laws related to Women Affairs)**

১৯	যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (সংশোধনী , ১৯৮৬) **অথবা** যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০ (সংশোধনী , ১৯৮৬) (The Dowry Prohibition Act, 1980)
২০	ভবিষ্যত তহবিল বিধিমালা , ১৯৭৯ (The Provident Fund Rules, 1979)
২১	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬
২২	শিশুবিধি, ১৯৭৬ (Children Rules, 1976)
২৩	মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী , ১৯৭৫)। **অথবা** মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী, ১৯৭৫)। {The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act,1974} **Or** {The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act,1974}
২৪	শিশু আইন, ১৯৭৪ (Children Act, 1974)
২৫	The Bangladesh Girls Guides Association Act, 1973
২৬	বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধানাবলী) আদেশ, ১৯৭২ {The Abandoned Children (Special Provisions) Order, 1972}
২৭	কারখানা আইন, ১৯৬৫ (The Factories Act, 1965)
২৮	দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন , ১৯৬৫ (The Shops and Establishment Act,1965)
২৯	প্রবেশন অব অফেন্ডার্স বাংলাদেশ এমেন্ডম্যান্ড এ্যাক্ট, ১৯৬৪ **অথবা** প্রবেশন অব অফেন্ডার্স (বাংলাদেশ এমেন্ডম্যান্ড) এ্যাক্ট, ১৯৬৪
৩০	চা বাগান (শ্রম) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ {The Tea Plantation (Labour) Ordinance, 1962}
৩১	মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (সংশোধনী , ১৯৮৬) **অথবা** মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (সংশোধনী , ১৯৮৬) **অথবা** মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ (সংশোধনী , ১৯৮৬) (The Muslim Family Laws Ordinance,1961)
৩২	প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ (Probation of Offender Ordinance,1960)
৩৩	প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা (চা বাগান) আইন, ১৯৫০ {Maternity Benefits (Tea States) Act,1950}
৩৪	এতিমখানা ও বিধবা সদন আইন, ১৯৪৪ **অথবা** এতিমখানা বিধবা সদন আইন, ১৯৪৪ (The Orphanage and Widows Homes Act, 1944) **Or** (The Bengal Orphanages and Widows' Homes Act, 1944)
৩৫	বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ **অথবা** ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ (The Bengale Vagrancy Act, 1943)
ক্রমিক নং	**নারী সম্পর্কিত আইন** **(Laws related to Women Affairs)**

৩৬	খনি শ্রমিক প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা আইন, ১৯৪১ {Maternity Benefits (Mine Labour) Act, 1941}
৩৭	প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা আইন, ১৯৩৯ (Maternity Benefits Act, 1939)
৩৮	মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ (Muslim Divorce Act , 1939) **Or** (The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939)
৩৯	শিশুদের নিয়োগ আইন, ১৯৩৮ **অথবা** শিশু নিয়োগ আইন, ১৯৩৮ (The Employment of children Act, 1938)
৪০	The Hindu Women's Rights to Property Act, 1937
৪১	বঙ্গীয় কৃষি ঋণ আইন, ১৯৩৭
৪২	ভারতীয় কারখানা আইন, ১৯৩৪ (The Indian Factory Act, 1934)
৪৩	অনৈতিক পাচার দমন আইন, ১৯৩৩
৪৪	বঙ্গীয় পাপ ব্যাবসা নিরোধ আইন, ১৯৩৩ (The Bengal Suppression of Immoral Traffic Act, 1933) **Or** (The Suppression of Immoral Traffic Act, 1933)
৪৫	শিশুশ্রম (শ্রম বন্ধক) আইন, ১৯৩৩ {The Children (Pledging of Labour) Act, 1933}
৪৬	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ **অথবা** বাল্যবিবাহ দমন আইন, ১৯২৯ (The Child Marriage Restraint Act, 1929) **Or** (The Child Marriage Prohibition Act, 1929)
৪৭	বোরস্টাল স্কুল এ্যাক্ট, ১৯২৮ (The Borstal Schools Act, 1928)
৪৮	প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন ১৯২৫ (The provident fund act, 1925)
৪৯	খনি আইন, ১৯২৩ (The Mine Act, 1923)
৫০	শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ (The Workmen's Compensation Act, 1923)
৫১	বঙ্গীয় শিশু আইন, ১৯২২ (The Bengal Children Act, 1922)
৫২	ভারতীয় উন্মাদ আইন , ১৯১২ (The Indian Lunancy Act , 1912)
৫৩	রিফরমেটরী স্কুল এ্যাক্ট, ১৮৯৭ (The Reformatory School Act, 1897)
ক্রমিক নং	**নারী সম্পর্কিত আইন** **(Laws related to Women Affairs)**

৫৪	অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ **অথবা** অভিভাবক আইন, ১৮৯০ (The Guardianship Law, 1890)
৫৫	জন্ম , মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন, ১৮৮৬
৫৬	The Married Women's Property Act, 1874
৫৭	The Special Marriage Act, 1872
৫৮	The Divorce Act, 1869
৫৯	পেনাল কোড, ১৮৬০
৬০	হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৫৬ (The Hindu Widows Remarriage Act,1856)
৬১	শিক্ষানবীশ আইন, ১৮৫০
৬১২	সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন, ১৮২৯ (The Abolition of Suttee Act , 1829)

খ.খ : নারী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আইন (Related Laws to Women Affairs) :

ক্রমিক নং	নারী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আইন (Related Laws to Women Affairs)
১	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
২	কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬
৩	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আইন, ২০০৬
৪	এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ **অথবা** এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২
৫	আইন - শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২
৬	বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ **অথবা** প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১
৭	প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০
৮	The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976
৯	The Foreign Marriage Act, 1903

খ.গ : প্রাসঙ্গিক বিধিমালা (Related Rules) :

ক্রমিক নং	প্রাসঙ্গিক বিধিমালা **(Related Rules)**
১	The Muslim Marriages and Divorces Registration Rules, 1975
২	The Muslim Family Laws Rules, 1961
৩	The Family Court Rules, 1985
৪	জাতীয় মহিলা সংস্থা (কর্মকর্তা, কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৬

খ.ঘ : প্রাসঙ্গিক বিষয় ১ (Related Issues 1) :

ক্রমিক নং	প্রাসঙ্গিক বিষয় ১ **(Related Issues 1)**
১	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮
২	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০৭
৩	বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের জন্য অনুসৃতব্য নীতিমালা
৪	নির্যাতিত, দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল পরিচালনা নীতিমালা (২০০৪)
৫	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা (২০০৪)
৬	পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচার রোধ বিষয়ক সার্ক কনভেনশন (২০০০) অনুমোদন করা
৭	বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭

খ.ঘ : প্রাসঙ্গিক বিষয় ২ (Related Issues 2):

ক্রমিক নং	প্রাসঙ্গিক বিষয় ২ **(Related Issues 2)**
১	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) {Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979)}
২	Optional Protocol to CEDAW
৩	ILO Conventions on Women Workers (Convention no. 4, 89, 149)
৪	SAARC Convention related to Women
৫	Beijing Declaration
৬	Declaration on the Elimination of Violence Against Women , 1993
৭	The Commonwealth Plan of Action for Gender Equality 2005 – 2015
৮	8 WAMM Kampala Communique (2007)

আইনের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ হলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং নারীর দুর্বল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে এইসব অধিকাংশ আইনের অধীনে নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

গ : সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য উৎস

১. Irving, Howard H. and Benjamim, Miehale, Family Mediation : Contemporary Issues, International Education and Professional Publisher, Thousand oaks, London ; 1995 : 337

২. Karzon, Skeik Hafizur Raharman,"Issue and Dilemmas of Human Rights " Law Review Journal 2003, Department of law, University of Dhaka ; 2003 : 17

৩. United Nations, Human Right and Social Justice, New York ; 1987: 04

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ঢাকা ; ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (পর্যন্ত সংশোধিত) : ০১।

৫. জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান ও জরিনা বেগম, সম বাংলাদেশ নারী নির্যাতন সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র, ১১০৭ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৭ : ২৯।

৬. মঞ্জু, কামরুল হাসান, সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র - ১৯৯৯।

৭. ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,নভেম্বর ও ২০০০: ০১,০৮, ০৯, ১১, ২৫।

৮. মাসিক কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৯. রহমান, হাবিবুর, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস, ৬৫, প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০, আগষ্ট - ২০০২।

১০. মো: নুরুল ইসলাম, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষন, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

১১. দৈনিক জনকণ্ঠ, ১১ জুন ২০০২ : ০২।

১৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ আগষ্ট ২০১২ : ০৫। (জুলাইয়ে যৌন হয়রানির কারণে ৩১ নারীর আত্মহত্যা)।

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ : ০৩। (নারী নির্যাতন বেড়েই চলছে)।

১৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর ২০১২ : ০৩। (নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক)।

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জানুয়ারি ২০১৩ : ...। (মহিলা পরিষদের তথ্য, ২০১২ সালে সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশী নারী নির্যাতিত)।

১৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি ২০১৩ : ...। (আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আসকের পর্যালোচনা, মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক)।

১৯. দৈনিক প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৩ : ...। (জ্যোতি সিং পান্ডে ও নারীর নিরাপত্তা)।

২০. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৩ : ...। (নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রতিরোধ গড়ার আহবান)।

২১. দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৩ : ...। (আন্তর্জাতিক নারী দিবস ,আরও গতিশীল হোক নারীর প্রগতি)।

২২. দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০১৩ : ...। (পাহাড়ি নারী ও মানবাধিকার)।

২৩. দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০১৩ : ...। (পারিবারিক সহিংসতা রোধে আইনের বাস্তবায়ন জরুরি)।

২৪. দৈনিক যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০১৩ : ০৯। (২০১২- বেড়েছে নারী নির্যাতনের সংখ্যা কমেছে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু)।

২৫. মো: আতিকুর রহমান, সামাজিক কার্যক্রম;সমাজসংস্কার এবং সামাজিক আইন, অনার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

২৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৮, জেন্ডার সাম্য ও সমতা। বাংলাদেশ নারী সম্পর্কিত আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় (ম্যানুয়াল)।

২৭. মাহমুদা ইসলাম, নারী ইতিহাসে উপেক্ষিত।

২৬. শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেরপমেন্ট।

২৭. সালমা খান ও অধ্যাপক নাজমা সিদ্দিকী (সম্পাদনা), বেইজিং+১০ সংক্রান্ত এনজিও প্রতিবেদন, বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, সিডও ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশন (এনসিপিবি)।

২৮. উন্নয়ন পদক্ষেপ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে চ্যালেঞ্জ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেরপমেন্ট, মনি অফসেট প্রেস।

২৯. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম, নীরবতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসুন।

৩০. নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, প্রতিকার ও প্রতিরোধ।

৩১. নারীপক্ষ গবেষণা পত্র। (দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা থেকে সংগ্রহকৃত নারী সহিংসতার চিত্র জানুযারী-ডিসেম্বর ২০১২)।

৩২. নারীপক্ষ ঘোষণাপত্র। (আন্তর্জাতিক নারীদিবস-৮ মার্চ ২০১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি :-

সংযুক্তি - ১ :- টেবিল
সংযুক্তি - ২ :- উপাত্ত সম্পর্কিত তথ্যাবলী
সংযুক্তি - ৩ :- ঘটনা অধ্যয়ন দিকনির্দেশনা
সংযুক্তি - ৪ :- নির্যাতনের শিকার নারীদের তথ্য সম্বলিত তালিকা

সংযুক্তি - ১ :- টেবিল

অধ্যায় তিন : জনমিতিক তথ্য

টেবিল ৩.১.১ : উত্তরদাতাদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স (বছর)	মোট	
	N	%
১৮-২১	১২	২৩.৫
২২-২৫	১৬	৩১.৪
২৬-৩০	৮	১৫.৭
৩১-৩৫	৮	১৫.৭
৩৬-৪০	৫	৯.৮
৪১-৪৫	১	২.০
৪৬-৫০	১	২.০
৫১+		
গড়	২৭.৪	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.২ : উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শিক্ষাস্তর	মোট	
	N	%
নিরক্ষর	১০	১৯.৬
প্রাথমিক	২৯	৫৬.৯
মাধ্যমিক	৫	৯.৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৪	৭.৮
স্নাতক	২	৩.৯
স্নাতকোত্তর		
অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৩ : উত্তরদাতাদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

ধর্ম	মোট	
	N	%
ইসলাম	৫০	৯৮.০
হিন্দু	১	২.০
খ্রিষ্টান		
বৌদ্ধ		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৪ : উত্তরদাতাদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

এলাকা	মোট

	N	%
গ্রাম	১০	১৯.৬
উপজেলা শহর		
জেলা শহর	৪১	৮০.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৫ : উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

এলাকা	**মোট**	
	N	%
গ্রাম	৪০	৭৮.৪
উপজেলা শহর		
জেলা শহর	১০	১৯.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৬ : উত্তরদাতাদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পেশা	**মোট**	
	N	%
চাকুরী	১৯	৩৭.৩
ব্যবসা	১	২.০
শিক্ষকতা		
গৃহিণী	২৯	৫৬.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৭ : উত্তরদাতাদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মাসিক আয় (টাকায়)	**মোট**	
	N	%
আয় নাই	৩১	৬০.৮
< ১০০০/	১	২.০
১,০০১/-২,০০০/	৩	৫.৯
২,০০১/-৩,০০০/	২	৩.৯
৩,০০১/-৪,০০০/	৩	৫.৯
৪,০০১/-৫,০০০/	৫	৯.৮
৫,০০০/ <	৬	১১.৮
গড়	১৮৫২	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৮ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স	**মোট**

(বছর)	N	%
১৮-২১		
২২-২৫	৮	১৫.৭
২৬-৩০	১৪	২৭.৫
৩১-৩৫	৯	১৭.৬
৩৬-৪০	১০	১৯.৬
৪১-৪৫	৩	৫.৯
৪৬-৫০	৩	৫.৯
৫১+	৪	৭.৮
গড়	৩৪.৭	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.৯ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শিক্ষাস্তর	মোট	
	N	%
নিরক্ষর	১৬	৩১.৪
প্রাথমিক	২১	৪১.২
মাধ্যমিক	৪	৭.৮
উচ্চ মাধ্যমিক	২	৩.৯
স্নাতক	৪	৭.৮
স্নাতকোত্তর	৪	৭.৮
অন্যান্য / অধিক / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১০ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের ধর্ম সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

ধর্ম	মোট	
	N	%
ইসলাম	৫১	১০০.০
হিন্দু		
খ্রিষ্টান		
বৌদ্ধ		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১১ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের বর্তমান ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

এলাকা	মোট	
	N	%
গ্রাম	১৬	৩১.৪
উপজেলা শহর		
জেলা শহর	৩৫	৬৮.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১২ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

এলাকা	মোট

	N	%
গ্রাম	৪২	৮২.৪
উপজেলা শহর		
জেলা শহর	৯	১৭.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৩ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের পেশা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পেশা	মোট	
	N	%
চাকুরী	২৮	৫৪.৯
ব্যবসা	১৩	২৫.৫
শিক্ষকতা		
বেকার	৫	৯.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৪ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মাসিক আয় (টাকায়)	মোট	
	N	%
আয় নাই	৫	৯.৮
< ১০০০/		
১,০০১/-২,০০০/		
২,০০১/-৩,০০০/	১	২.০
৩,০০১/-৪,০০০/		
৪,০০১/-৫,০০০/	৬	১১.৮
৫,০০০/ <	৩৯	৭৬.৫
গড়	১৯৪৪১	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৫ : উত্তরদাতাদের বিবাহকালীন সময়ে বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স (বছর)	মোট	
	N	%
১-১৫	৬	১১.৮
১৬-১৮	১৫	২৯.৪
১৯-২১	১৭	৩৩.৩
২২-৩০	৯	১৭.৬
৩১-৪০	৩	৫.৯
৪১+	১	২.০
গড়	২০.৫	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৬ : উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের বয়সের (বছর) মধ্যে পার্থক্য সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স	মোট

(বছর)	N	%
-১	৩	৫.৯
২	৩	৫.৯
৩-৫	১১	২১.৬
৬-১০	২৫	৪৯.০
১১-২০	৯	১৭.৬
২০+		
গড়	৭.৩	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৭ : উত্তরদাতা ও তাদের স্বামীদের দাম্পত্য জীবনযাপনের বয়স (বছর) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স (বছর)	মোট	
	N	%
-১	৮	১৫.৭
২	১৩	২৫.৫
৩-৫	৭	১৩.৭
৬-১০	১১	২১.৬
১১-১৫	৬	১১.৮
১৬-২০	৩	৫.৯
২১+	৩	৫.৯
গড়	৭.০	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.১৮ : উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা (জন) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সন্তান সংখ্যা (জন)	জীবিত- মৃত		মোট	
	জীবিত	মৃত	N	%
১-৩	৩১	১	৩১	৬০.৭
৪-৫	১		১	১.৯
৬-৭				
৮-৯				
সন্তান নাই	২০		২০	৩৯.২
অন্যান্য / অধিক/ উপরের কোনটিই নয়				
মোট			৫২	১০১.৮

টেবিল ৩.১.১৯ : উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের ধরণ	মোট	
	N	%
একক পরিবার	২৮	৫৪.৯
যৌথ পরিবার	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.২০.১ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন)	মোট	
	N	%
-১		
২ - ৪	২৫	৪৯.০
৫- ৬	৮	১৫.৭
৭ - ৮	৮	১৫.৭
৯ - ১০	৩	৫.৯
১১ - ১২	৩	৫.৯
১৩ - ১৪	১	২.০
১৫ - ১৬	২	৩.৯
১৭ - ১৮	১	২.০
১৯+		
গড়	৬.০	
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.২০.২ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

লিঙ্গ (পুরুষ ও মহিলা)	মোট	
	N	%
পূরুষ	১৪৫	২৮৪.৩
মহিলা	১৬৬	৩২৫.৫
মোট	৩১১	৬০৯.৮

টেবিল ৩.১.২০.৩ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বয়স (বছর) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বয়স (বছর)	মোট	
	N	%
-৫	৩১	৬০.৮
৬-১০	২৮	৫৪.৯
১১-১৫	২৮	৫৪.৯
১৬-২০	২০	৩৯.২
২১-২৫	৩৫	৬৮.৬
২৬- ৩০	৪০	৭৮.৪
৩১-৩৫	৩১	৬০.৮
৩৬-৪০	৩২	৬২.৭
৪১- ৪৫	১২	২৩.৫
৪৬-৫০	২২	৪৩.১
৫১- ৫৫	৯	১৭.৬
৫৬- ৬০	১২	২৩.৫
৬০+	১১	২১.৬
গড়	২৮.৯	
মোট	৩১১	৬০৯.৬

টেবিল ৩.১.২০.৪ : উত্তরদাতাসহ তাঁর (উত্তরদাতার) সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পারিবারিক সম্পর্ক	মোট	
	N	%
নিজ	৫১	১০০.০
স্বামী / স্ত্রী	৩৮	৭৪.৫
পুত্র / কন্যা / সৎ পুত্র /সৎ কন্যা	৫২	১০২.০
পিতা / মাতা	২৬	৫১.০
ভাই / বোন / সৎ ভাই /সৎ বোন	৪২	৮২.৪
দাদা / দাদী / নানা / নানী		
শ্বশুড় / শ্বাশুড়ী / সৎ শ্বশুড় / সৎ শ্বাশুড়ী	২৫	৪৯.০
শ্যালক / শালীকা / দেবর / ননদ	৫০	৯৮.০
সৎ পিতা / সৎ মাতা	১	২.০
ভাগিনা / ভাগ্নি / ভাতিজা / ভাস্তি	২০	৩৯.২
চাচা/চাচী/ফুফা/ফুফু/মামা/মামী/খালু/খালা		
সম্পর্ক নাই		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৬	১১.৮
মোট	৩১১	৬০৯.৯

টেবিল ৩.১.২০.৫ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা/অবস্থা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বৈবাহিক মর্যাদা / অবস্থা	মোট	
	N	%
অবিবাহিত / অবিবাহিতা	১১৩	২২১.৬
বিবাহিত / বিবাহিতা	১৮৮	৩৬৮.৬
আলাদা		
বিপত্নিক / বিধবা	১০	১৯.৬
তালাকপ্রাপ্ত		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৩১১	৬০৯.৮

টেবিল ৩.১.২০.৬ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট	
	N	%
লিখতে ও পড়তে পারে না	১৯৮	৩৮৮.২
শুধু লিখতে ও পড়তে পারে	৬	১১.৮
নিম্ন প্রাইমারী (প্রথম শ্রেণী - চতুর্থ শ্রেণী)	১৫	২৯.৪
প্রাইমারী (পঞ্চম শ্রেণী)	১৮	৩৫.৩
নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ শ্রেণী - অষ্টম শ্রেণী)	৩১	৬০.৮
এস.এস.সি.	১৪	২৭.৫
এইচ.এস.সি.	১৪	২৭.৫
ডিপ্লোমা	১	২.০
স্নাতক / স্নাতকোত্তর	১৪	২৭.৫
জানিনা / অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৩১১	৬১০.০

টেবিল ৩.১.২০.৭ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের পেশা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

পেশা	মোট	
	N	%
কৃষক	১৯	৩৭.৩
গৃহিণী	৯৭	১৯০.২
কৃষি মজুর	-	-
অকৃষি মজুর	৩	৫.৯
বেতনভুক্ত চাকুরী	২৯	৫৬.৯
রাজমিস্ত্রি	২	৩.৯
ছুতার মিস্ত্রি	-	-
রিক্সা / ভ্যান চালক	২	৩.৯
জেলে	-	-
মাঝি	-	-
কামার	-	-
কুমার	-	-
মুচি	-	-
দোকানদার	৪	৭.৮
সামান্য ব্যবসা	৩১	৬০.৮
ব্যবসা	৩	৫.৯
দর্জি	৪	৭.৮
ছাতা মেরামতকারী	-	-
গাড়ি চালক	৩	৫.৯
কুটির শিল্প	-	-
পল্লী চিকিৎসক / হাতুড়ে চিকিৎসক	-	-
ডাক্তার/হোমিওপ্যাথিক/আর্য়ুবেদিক/ইউনানী	১	২.০
ঈমাম / পাদরী / ভিক্ষু / পুরোহিত	-	-
মেকার (বিদ্যুৎ মিস্ত্রি / বলবিদ্যা মিস্ত্রি)	৩	৫.৯
নাপিত	-	-
অন্যের বাড়িতে কাজ করা	৬	১১.৮
দাই	-	-
কসাই	-	-
শিক্ষক	১	২.০
অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী / বয়স্ক মানুষ	-	-
ছাত্র / ছাত্রী	৩৪	৬৬.৭
বেকার	৩২	৬২.৭
বাচ্চা / শিশু (০-৫)	৩০	৫৮.৮
অক্ষম / বৃদ্ধা / বৃদ্ধ / শারীরিক প্রতিবন্ধী	৭	১৩.৭
নির্বাসিত (যে বিদেশে কাজ করে)	-	-
গৃহপরিচারিকা	-	-
ভিক্ষুক	-	-
জানিনা	-	-
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৩১১	৬০৯.৯

টেবিল ৩.১.২০.৮ : উত্তরদাতাসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত মাসিক আয় (টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মাসিক আয় (টাকায়)	মোট	
	N	%
আয় নাই	১৯৮	৩৮৮.২
< ১,০০০/	১	২.০
১,০০১/-২,০০০/	৮	১৫.৭
২,০০১/-৩,০০০/	৪	৭.৮
৩,০০১/-৪,০০০/	৯	১৭.৬
৪,০০১/-৫,০০০/	২৪	৪৭.১
৫,০০০/-১০,০০০/	৩৭	৭২.৫
১০,০০১/-১৫,০০০/	৬	১১.৮
১৫,০০০/ <	২৪	৪৭.১
গড়	৫৫৭৩.৩	
মোট	৩১১	৬০৯.৮

টেবিল ৩.১.২১ : উত্তরদাতারা বর্তমানে যে পরিবারে অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের প্রধানের সাথে সম্পর্ক	মোট	
	N	%
স্বামী	৩২	৬২.৭
নিজ		
পিতা- মাতা	৮	১৫.৭
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী	১০	১৯.৬
ভাই - ভাবী		
ভাসুর- জ্যা		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৩.১.২২ : উত্তরদাতাদের পিতা - মাতা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পিতা - মাতা	জীবিত- মৃত		মোট	
	জীবিত	মৃত	N	%
পিতা	৩২	২১	৫৩	১০৩.৯
মাতা	৪৪	৭	৫১	১০০.০
মোট			১০৪	২০৩.৯

টেবিল ৩.১.২৩ : উত্তরদাতাদের শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	জীবিত- মৃত		মোট	
	জীবিত	মৃত	N	%
শ্বশুর	৩০	২১	৫১	১০০.০
শ্বাশুড়ী	৪৩	১০	৫৩	১০৩.৯
মোট			১০৪	২০৩.৯

টেবিল ৩.১.২৪ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে প্রদেয় কাবিন/দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ(টাকায়) সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

কাবিন / দেনমোহর প্রদান কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	মোট	
	N	%
< ২০,০০০/	১	২.০
২০,০০১/-৫০,০০০/	১৭	৩৩.৩
৫০,০০১/-১,০০,০০০/	২০	৩৯.২
১,০০,০০১/-২,০০,০০০/	৭	১৩.৭
২,০০,০০০/ <	৬	১১.৮
গড়	১৫৩০১৯	
মোট	৫১	১০০.০

অধ্যায় চার : নারী নির্যাতনের ধরণ,স্বরুপ ও প্রকৃতি

টেবিল ৪.১.১ : উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের সেল সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

প্রকৃতি	মোট	
	N	%
পত্র পত্রিকা থেকে		
বই পুস্তক থেকে		
প্রচার মাধ্যম থেকে	২	৩.৯
মানবাধিকার সংস্থার সাথে জড়িত থেকে	৩	৫.৯
পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে	৪১	৮০.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.২ : উত্তরদাতারা নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নারী নির্যাতনের শিকার হলেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.৩ : উত্তরদাতারা কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

কার দ্বারা নির্যাতিত	মোট	
	N	%
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর-ননদ-ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর-জ্যা	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৬	১৮৮.২

টেবিল ৪.১.৪ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শারীরিক নির্যাতনের ধরণ / প্রকৃতি	মোট	
	N	%
দৈহিক আঘাত (লাথি/কিল/ঘুষি দ্বারা)	৪৫	৮৮.২
পিটানো (বেত/লাঠি দ্বারা)	৪০	৭৮.৪
দগ্ধ করা (খুনতী/লোহার সামগ্রী দ্বারা)	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৫	৯.৮
মোট	৯২	১৮০.৩

টেবিল ৪.১.৫ : উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি	মোট	
	N	%
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর-ননদ-ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর-জ্যা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৪	১৮৪.৩

টেবিল ৪.১.৬ : উত্তরদাতারা তাদের পরিবারে মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.৭ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মানসিক নির্যাতনের ধরণ	মোট	
	N	%
কটু কথার দ্বারা	৩৭	৭২.৫
বৈষম্যের দ্বারা	১৩	২৫.৫
অবহেলার দ্বারা	২৮	৫৪.৯
তিরস্কারের মাধ্যমে	২২	৪৩.১
কথা বন্ধ করার মাধ্যমে	৭	১৩.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	১০৯	২১৩.৬

টেবিল ৪.১.৮ : উত্তরদাতাদের উপর মানসিক নির্যাতনের শিকারে সহায়তাকারী ব্যক্তি সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে	মোট

সহায়তাকারী ব্যক্তি	N	%
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর-ননদ-ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর-জ্যা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৪	১৮৪.৩

টেবিল ৪.১.৯ : উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সামাজিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৩১	৬০.৮
না	২০	৩৯.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১০ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের সামাজিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সামাজিক নির্যাতনের ধরণ	মোট	
	N	%
কটু কথার দ্বারা	১৪	২৭.৫
বৈষম্যের দ্বারা	৪	৭.৮
অবহেলার দ্বারা	১৪	২৭.৫
তিরস্কারের মাধ্যমে	২৯	৫৬.৯
সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২০	৩৯.২
মোট	৮১	১৫৮.৯

টেবিল ৪.১.১১ : উত্তরদাতারা সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সামাজিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৩০	৫৮.৮
না	১	২.০
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২০	৩৯.২
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১২ : উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

অর্থনৈতিক ভাবেও নির্যাতনের শিকার হন কিনা	মোট	
	N	%

হ্যাঁ	৩৪	৬৬.৭
না	১৭	৩৩.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১৩ : উত্তরদাতারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

অর্থনৈতিক নির্যাতনের ধরণ	**মোট**	
	N	%
সন্তানের খরচ বহন না করা	১৩	২৫.৫
স্ত্রী'র খরচ বহন না করা	১৯	৩৭.৩
সংসারের খরচ বহন না করা	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১৮	৩৫.৩
মোট	৭৩	১৪৩.২

টেবিল ৪.১.১৪ : উত্তরদাতারা অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন কিনা	**মোট**	
	N	%
হ্যাঁ	৩৪	৬৬.৭
না		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১৭	৩৩.৩
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১৫ : উত্তরদাতাদের কি কারণে নির্যাতন করা হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের কারন	**মোট**	
	N	%
যৌতুকের জন্য	৩৯	৭৬.৫
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য	১৭	৩৩.৩
মতামত প্রদান করার কারণে	৬	১১.৮
স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য	৯	১৭.৬
সন্তানের জন্য		
নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে	২০	৩৯.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৯	১৭.৬
মোট	১০০	১৯৬.০

টেবিল ৪.১.১৬ : উত্তরদাতারা নির্যাতনের ফলে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	**মোট**	
	N	%
সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন	১৯	৩৭.৩

মানসিক অস্থিরতা	৩২	৬২.৭
সংসারের প্রতি উদাসীনতা	১৮	৩৫.৩
সন্তানদের প্রতি অবহেলা	৭	১৩.৭
সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা।	১৭	৩৩.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৯৩	১৮২.৩

টেবিল ৪.১.১৭ : উত্তরদাতাদের স্বামীরা নির্যাতনের সময় নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নেশা গ্রস্থ থাকেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৯	১৭.৬
না	৪২	৮২.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১৮ : উত্তরদাতাদের উপর শারীরিক,মানসিক,সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	২৮	৫৪.৯
না	২৩	৪৫.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.১৯ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক	মোট	
	N	%
স্বামী	৫১	১০০.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী	২৬	৫১.০
দেবর - ননদ - ননশ	৮	১৫.৭
ভাসুর - জ্যা	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৭	১৩.৭
মোট	৯৬	১৮৮.২

টেবিল ৪.১.২০ : উত্তরদাতাদের স্বামী তাদের (নির্যাতন কারীকে) কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতন কারীকে হুমকি প্রদান	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৩৫	৬৮.৬
হা	১৬	৩১.৪

অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.২১ : উত্তরদাতাদের স্বামী উত্তরদাতা ছাড়া তাদের পিতা - মাতা , অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পিতা - মাতা , অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণকেও কোনরুপ হুমকি দেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৩৫	৬৮.৬
ইা	১৬	৩১.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.২২ : উত্তরদাতাদের হুমকি দিলে তা কিরুপ - এই সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

হুমকি দিলে তা কিরুপ	মোট	
	N	%
মেরে ফেলার	১০	১৯.৬
তালাক দেবার	২৮	৫৪.৯
অঙ্গহানী করার		
অপহরণ করার	৫	৯.৮
দ্বিতীয় বিয়ে করার	৬	১১.৮
মুক্তিপন দাবী করার	৫	৯.৮
বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার	১১	২১.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৪	৭.৮
মোট	৬৯	১৩৫.৩

টেবিল ৪.১.২৩ : উত্তরদাতারা সংসার করতে আগ্রহী কিনা - এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সংসার করতে আগ্রহী কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৪১	৮০.৪
না	১০	১৯.৬
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.২৪ : উত্তরদাতারা তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৫০	৯৮.০
না	১	২.০

অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৪.১.২৫ : উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নারী নির্যাতনের গতাণুগতিক ধরণ	মোট	
	N	%
নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা)	১৬	৩১.৪
পারিবারিক বিশৃঙ্খলা,সমস্যা ও নির্যাতন	৯	১৭.৬
স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ	৪	৭.৮
যৌতুক	১৫	২৯.৪
খোরপোষ,ভরণ-পোষন	৫	৯.৮
শারীরিক,আর্থিক,মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন	১৩	২৫.৫
পাচার ও নারী নির্যাতন	১	২.০
কাবিন / দেনমোহর প্রদান না করা		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৬৩	১২৩.৫

অধ্যায় পাঁচ : নারী নির্যাতনের কারণ

টেবিল ৫.১.১ : উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বর্তমান অবস্থান	মোট	
	N	%
বাবা - মা'র বাড়ী	২৬	৫১.০
শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী	১	২.০
ভাড়া বাসায় একা	১৭	৩৩.৩
আত্মীয় স্বজনের বাড়ী	২	৩.৯
বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী		
নিজ সংসারে	৪	৭.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৫.১.২ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের কারণ কি - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের কারণ কি	মোট	
	N	%
যৌতুক না দেবার জন্য	২১	৪১.২
স্বামীর আরো যৌতুক পাবার জন্য	২৪	৪৭.১

স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য	৯	১৭.৬
স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য	১৮	৩৫.৩
নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য	৫	৯.৮
অন্যের উস্কানীতে	১৫	২৯.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৩	৫.৯
মোট	৯৫	১৮৬.৩

টেবিল ৫.১.৩ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	২২	৪৩.১
না	২৮	৫৪.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	১	২.০
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৫.১.৪ : উত্তরদাতাদের স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

স্বামীদের আচরণ পরিবর্তনযোগ্য হলে তা কি রুপ	মোট	
	N	%
আইনের মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
দাবী পূরণের মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে	৪	৭.৮
পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে	৮	১৫.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	৩৩	৬৪.৭
মোট	৭৫	১৪৭.০

অধ্যায় ছয় : নারী নির্যাতনের প্রভাব

টেবিল ৬.১.১ : উত্তরদাতাদের নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের প্রভাবে পরিবারের	মোট

শান্তি বিনষ্টের পরিমাণ	N	%
সম্পূর্ণ	৩৮	৭৪.৫
আংশিক	৮	১৫.৭
মোটেই না	৫	৯.৮
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	-	-
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৬.১.২ : উত্তরদাতাদের সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

সন্তানদের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে পড়ছে	মোট	
	N	%
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে	১৪	২৭.৫
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত	১৬	৩১.৪
সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা	২৪	৪৭.১
লেখাপড়ায় অমনোযোগী	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৩	৪৫.১
মোট	৭৯	১৫৫.০

টেবিল ৬.১.৩ : উত্তরদাতাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	২৮	৫৪.৯
না	২১	৪১.২
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২	৩.৯
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৬.১.৪ : উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার উপর নারী নির্যাতনের প্রভাব পড়ছে	মোট	
	N	%
বাবা - মা	১৭	৩৩.৩
ভাই - বোন	১১	২১.৬
সন্তান	১২	২৩.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৪	৪৭.১
মোট	৬৪	১২৫.৫

টেবিল ৬.১.৫ : উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

পরিবারের সদস্যগণ নারী নির্যাতনের প্রভাব কিভাবে দেখছে	মোট	
	N	%

অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়ে	১৩	২৫.৫
অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ হয়ে	৭	১৩.৭
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে	১৯	৩৭.৩
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৪	৪৭.১
মোট	৬৩	১২৩.৬

অধ্যায় সাত : নারী নির্যাতন দূর করার উপায়

টেবিল ৭.১.১ : উত্তরদাতারা নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে জানেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	১৮	৩৫.৩
না	৩৩	৬৪.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৭.১.২ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা নিজেরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	৫১	১০০.০
না		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৭.১.৩ : উত্তরদাতাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাবকরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের পরিবারের অভিভাকবরা কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	২৭	৫২.৯
না	২৪	৪৭.১
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৭.১.৪ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বিয়েতে কোন যৌতুক দেয়া হয়েছিল কিনা	মোট	
	N	%
হ্যাঁ	২৫	৪৯.০

না	২৬	৫১.০
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৫১	১০০.০

টেবিল ৭.১.৫ : উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

বিয়েতে যৌতুক হিসেবে কি দেয়া হয়েছিল	মোট	
	N	%
নগদ অর্থ	২৩	৪৫.১
স্বর্ণালংকার	১৯	৩৭.৩
আসবাবপত্র	৪	৭.৮
জমিজমা		
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়	২৬	৫১.০
মোট	৭২	১৪১.২

টেবিল ৭.১.৬ : উত্তরদাতাদের উপর নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মনে করেন - এ সম্পর্কে তথ্যাবলীর বিন্যাস

গ্রহনীয় ব্যবস্থা	মোট	
	N	%
আইনের সফল প্রয়োগ	৪৪	৮৬.৩
আরো নতুন আইন আরোপ	১৭	৩৩.৩
পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে	২৫	৪৯.০
মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে	২৩	৪৫.১
সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে	১২	২৩.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	১২১	২৩৭.২

টেবিল ৭.১.৭ : উত্তরদাতারা নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে মনে করেন - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ	মোট	
	N	%
প্রকৃত শিক্ষার অভাব	৩২	৬২.৭
সামাজিক মূল্যবোধের অভাব	১৬	৩১.৪
ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার	১১	২১.৬
পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণ	৩৩	৬৪.৭
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৯২	১৮০.৪

টেবিল ৭.১.৮ : উত্তরদাতাদের নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত প্রদান সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে মতামত	মোট	
	N	%
নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়	২৮	৫৪.৯

নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে	৩৫	৬৮.৬
পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়	৩৩	৬৪.৭
সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়	১৩	২৫.৫
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	১০৯	২১৩.৭

টেবিল ৭.১.৯ : উত্তরদাতারা তাদের উপর আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী - এ সম্পর্কিত সারণীর শতকরা বিন্যাস

আরোপকৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী	মোট	
	N	%
পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে	২৭	৫২.৯
সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে	১৮	৩৫.৩
আইন প্রয়োগের মাধ্যমে	৪১	৮০.৪
মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে	১৫	২৯.৪
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	১০১	১৯৮.০

টেবিল ৭.১.১০ : উত্তরদাতাদের কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত	মোট	
	N	%
নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ	৪৮	৯৪.১
সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা	১৫	২৯.৪
দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা	১২	২৩.৫
পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা		
আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা	২	৩.৯
অন্যান্য / উপরের কোনটিই নয়		
মোট	৭৭	১৫০.৯

সংযুক্তি - ২ :- উপাত্ত সম্পর্কিত তথ্যাবলী

" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ প্রশ্নাবলী : জাতীয় মহিলা সংস্থা
উত্তরদাতা : নির্যাতনের শিকার নারী

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে আর তার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের। নারীর অধিকার রক্ষা, তার উপর সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধের জন্য দেশে প্রচলিত আইন আছে বিভিন্ন নারী কল্যাণমূলক আইন। কিন্তু বাস্তবে আইনগুলো নারীদের কল্যাণে ও তাদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এখন পর্যন্ত একটি প্রধান সমস্যা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এটি বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। দেশে নারী নির্যাতন এখন যেন ক্রমবর্ধমান নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আর তাই নারী নির্যাতনের প্রকৃতি জেনে সেই উপযোগী আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অতীতে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করলে তা বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃত সম্পর্ককে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে। আর এ পরিস্থিতি গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরলে এর ফলে একদিকে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যেমন সুবিধা হবে তেমনি গবেষণালব্ধ ফলাফল সাধারণ জনগনের মধ্যে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলা এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ।

গবেষক
নুসরাত জাহান নিঝুম
এম.ফিল.
রোল নম্বর : কম - ০৫
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮ - ২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

“ বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা । ”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০০৮ - ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উত্তরদাতাদের সম্মতি

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন,আমার নাম .....। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ -এর একজন গবেষক হিসেবে আছি। আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি হল,**"বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আগের তুলনায় নারী নির্যাতনের হার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর এই গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য আপনার নিকট হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন। আপনার দেয়া উপাত্ত/তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। আপনার নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে। সুতরাং,আপনি কি এই স্বাক্ষাৎকার পর্বে অংশগ্রহণ করতে চান?

হ্যাঁ = ১ না = ২ (যদি না, তাহলে পরবর্তী উত্তরদাতা কাছ চলে যেতে হবে।)

সিডিউল নং ঃ

স্থান :
পুনাঙ্গ ঠিকানা :

তারিখ :
বার :
রেজিষ্ট্রেশন নং :
প্রথম আগমন :
ধার্য্য তারিখ :
মামলার শুনানীর তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

১। জনমিতিক তথ্য ঃ

১.১ অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ? নাম : .....।

১.২ আপনার বর্তমান বয়স কত ? .....বয়স (বছর) ।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
১.৩	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন ?	(১) নিরক্ষর (২) প্রাথমিক (৩) মাধ্যমিক (৪) উচ্চ মাধ্যমিক (৫) স্নাতক (৬) স্নাতকোত্তর (৭) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.৪	আপনি কোন ধর্মাবলম্বী ?	(১) ইসলাম (২) হিন্দু (৩) খ্রিষ্টান (৪) বৌদ্ধ (৫) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.৫	আপনার বর্তমান ঠিকানা বলুন ?	(১) গ্রাম (২) উপজেলা শহর (৩) জেলা শহর (৪) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.৬	আপনার স্থায়ী ঠিকানা বলুন ?	(১) গ্রাম (২) উপজেলা শহর (৩) জেলা শহর (৪) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.৭	আপনার পেশা কি ?	(১) চাকুরী (২) ব্যবসা (৩) শিক্ষকতা (৪) গৃহিণী (৫) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐

১.৮ আপনার মাসিক আয় কত ? ..... টাকা ।

১.৯ আপনি কি বিবাহিতা ?
(১) হ্যাঁ
(২) না
(৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।

১.১০ বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর নাম বলুন ? নাম : .....।

১.১১ বিবাহিতা হলে,আপনার স্বামীর বর্তমান বয়স কত বলুন ? ..... বয়স (বছর) ।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
১.১২	বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন ?	(১) নিরক্ষর (২) প্রাথমিক (৩) মাধ্যমিক (৪) উচ্চ মাধ্যমিক (৫) স্নাতক (৬) স্নাতকোত্তর (৭) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.১৩	আপনার স্বামী কোন ধর্মাবলম্বী ?	(১) ইসলাম (২) হিন্দু (৩) খ্রিষ্টান (৪) বৌদ্ধ (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.১৪	আপনার স্বামীর বর্তমান ঠিকানা বলুন ?	(১) গ্রাম (২) উপজেলা শহর (৩) জেলা শহর (৪) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
১.১৫	আপনার স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা বলুন ?	(১) গ্রাম (২) উপজেলা শহর (৩) জেলা শহর (৪) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
১.১৬	বিবাহিতা হলে, আপনার স্বামীর পেশা কি ?	(১) চাকুরী (২) ব্যবসা (৩) শিক্ষকতা (৪) বেকার (৫) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)	☐

১.১৭ আপনার স্বামীর মাসিক আয় কত ? ..... টাকা ।

১.১৮ বিবাহিতা হলে, বিবাহকালীন সময়ে আপনার বয়স কত ছিল ? ..... বয়স (বছর)।

১.১৯ বিবাহিতা হলে,আপনার-আপনার স্বামীর বয়সের মধ্যে পার্থক্য কত বছর ?
.....বয়স (বছর)।

১.২০ বিবাহিতা হলে, আপনি মোট কত বছর ধরে দাম্পত্য জীবযাপন করছেন ?
.....বয়স (বছর)।

১.২১ আপনার মোট সন্তান সংখ্যা কত ?

জীবিত ঃ .....জন। মৃত ঃ .....জন। মোট ঃ .....জন।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
১.২২	আপনার পরিবারের ধরণ কি রুপ ?	(১) একক পরিবার (২) যৌথ পরিবার (৩) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

১.২৩ অনুগ্রহ করে নিচের ছকে উল্লেখিত আপনার পারিবারিক তথ্য প্রদান করুন ঃ

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১।			বছর					
২।			বছর					
৩।			বছর					
৪।			বছর					
৫।			বছর					
৬।			বছর					
৭।			বছর					
৮।			বছর					
৯।			বছর					
১০।			বছর					

১১।			বছর					
১২।			বছর					
১৩।			বছর					
১৪।			বছর					
১৫।			বছর					
১৬।			বছর					
১৭।			বছর					
১৮।			বছর					
১৯।			বছর					
২০।			বছর					
							মোট ঃ	

কলাম (৩) লিঙ্গ :	পুরুষ = ০১, মহিলা = ০২।
কলাম (৫) সম্পর্ক :	নিজ = ০১, স্বামী / স্ত্রী = ০২, পুত্র / কন্যা / সৎ পুত্র / সৎ কন্যা = ০৩, পিতা / মাতা =০৪, ভাই / বোন / সৎ ভাই / সৎ বোন =০৫, দাদা / দাদী / নানা / নানী = ০৬, শ্বশুড় / শ্বাশুড়ী / সৎ শ্বশুড় / সৎ শ্বাশুড়ী = ০৭, শ্যালক / শালীকা / দেবর / ননদ = ০৮, সৎ পিতা / সৎ মাতা = ০৯, ভাগিনা / ভাগ্নি / ভাতিজা / ভাস্তি = ১০, চাচা / চাচী / ফুফা / ফুফু / মামা / মামী / খালু / খালা = ১১, সম্পর্ক নাই = ১২, অন্যান্য = ৯৬।
কলাম (৬) বৈবাহিক মর্যাদা :	অবিবাহিত / অবিবাহিতা = ০১, বিবাহিত / বিবাহিতা = ০২, আলাদা = ০৩, বিপত্নীক / বিধবা =০৪, তালাকপ্রাপ্ত = ০৫।
কলাম (৭) শিক্ষাস্তর :	লিখতে ও পড়তে পারে না = ০১, শুধু লিখতে ও পড়তে পারে = ০২, নিম্ন প্রাইমারী (১ম-৪র্থ শ্রেণী) =০৩, প্রাইমারী (৫ম শ্রেণী) = ০৪, নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী) = ০৫ , এস.এস.সি. = ০৬, এইচ.এস.সি. = ০৭, ডিপ্লোমা = ০৮, স্নাতক / স্নাতকোত্তর = ০৯ , জানিনা / অন্যান্য = ৯৭।
কলাম (৮) পেশা :	কৃষক = ০১, গৃহিণী = ০২, কৃষি মজুর = ০৩, অকৃষি মজুর = ০৪, বেতনভুক্ত চাকুরী = ০৫, রাজমিস্ত্রি = ০৬, ছুতার মিস্ত্রি = ০৭, রিক্সা/ভ্যান চালক = ০৮, জেলে = ০৯, মাঝি = ১০, কামার = ১১, কুমার = ১২, মুচি = ১৩, দোকানদার = ১৪, সামান্য ব্যবসা = ১৫, ব্যবসা = ১৬, দর্জি =১৭, ছাতা মেরামতকারী = ১৮, গাড়ি চালক = ১৯, কুটির শিল্প = ২০, পল্লী চিকিৎসক/হাতুড়ে চিকিৎসক = ২১, হোমিওপ্যাথিক/আর্য়ুবেদিক/ইউনানী = ২২, ঈমাম/পাদরী /ভিক্ষু/পুরোহিত = ২৩, বিদ্যুৎ মিস্ত্রি/বলবিদ্যা মিস্ত্রি = ২৪, নাপিত = ২৫, অন্যের বাড়িতে কাজ করা = ২৬, দাই = ২৭, কসাই = ২৮, শিক্ষক = ২৯, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী/বয়স্ক মানুষ = ৩০, ছাত্র / ছাত্রী = ৩১, বেকার = ৩২, বাচ্চা / শিশু (০-৫) = ৩৩, অক্ষম/বৃদ্ধা/শারীরিক প্রতিবন্ধী = ৩৪, নির্বাসিত (যে বিদেশে কাজ করে) = ৩৫, গৃহপরিচারিকা = ৩৬, ভিক্ষুক = ৩৭, জানিনা = ৩৮, অন্যান্য.....(নির্দিষ্ট করে) = ৩৯।

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
১.২৪	যে পবিারের আপনি অবস্থান করছেন সেই পরিবারের প্রধানের সাথে আপনার সম্পর্ক কি ?	(১) স্বামী (২) নিজ (৩) বাবা- মা (৪) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী (৫) ভাই - ভাবী (৬) ভাসুর- জ্যা (৭) অন্যান্য .... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

১.২৫ আপনার পিতা - মাতা সম্পর্কে বলুন ?

জীবিত হলে ; নাম, বর্তমান বয়স ..... (বছর)	মৃত হলে; মৃতকালীন সময়ে বয়স ছিল ..... (বছর)
পিতা ঃ	মৃত হলে পিতা ঃ
মাতা ঃ	মৃত হলে মাতা ঃ

১.২৬ আপনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সম্পর্কে বলুন ?

জীবিত হলে ; নাম, বর্তমান বয়স ..... (বছর)	মৃত হলে; মৃতকালীন সময়ে বয়স ছিল ..... (বছর)
শ্বশুর ঃ	মৃত হলে শ্বশুর ঃ
শ্বাশুড়ী ঃ	মৃত হলে শ্বাশুড়ী ঃ

১.২৭ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার তারিখ / সাল :

১.২৮ অন্যান্য বিষয়াবলী :

বাদী / বাদীনী নাম :

ঠিকানা :

বাসা / হোল্ডিং :

গ্রাম / রাস্তা :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

বিবাদী / বিবাদীনী নাম :

ঠিকানা :

বাসা / হোল্ডিং :

গ্রাম / রাস্তা :

ডাকঘর :

থানা :

জেলা :

১.২৯ আপনার বিয়েতে ধার্যকৃত কাবিন / দেনমোহর প্রদানকৃত অর্থের পরিমান (টাকায়) কত ছিল ? (.....টাকা মাত্র)

১.৩০ আপনার মোবাইল ফোন / টেলিফোন নম্বর :

২। নারী নির্যাতনের ধরণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি ঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
২.১	নারী নির্যাতন সেল সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানেন ?	(১) পত্র পত্রিকা থেকে (২) বই পুস্তক থেকে (৩) প্রচার মাধ্যম থেকে (৪) মানবাধিকার সংস্থার (৫) পরিবারের সদস্য, বন্ধু, স্বজনদের কাছ থেকে (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
ক্রমিক	**প্রশ্ন**	**মনোনয়ন**	**মতামত**

নং			
২.২	আপনি কি নির্যাতনের শিকার হন ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৩	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কার দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন ?	(১) স্বামী (২) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী (৩) দেবর-ননদ-ননশ (৪) ভাসুর-জ্যা (৫) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৪	আপনি কোন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ?	(১) দৈহিক আঘাত (লাথি/কিল/ঘুষি দ্বারা) (২) পিটানো (বেত/লাঠি দ্বারা) (৩) দগ্ধ করা (খুনতী/লোহার সামগ্রী দ্বারা) (৪) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৫	আপনার উপর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে সহায়তাকারী ব্যক্তি কে?	(১) স্বামী (২) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী (৩) দেবর-ননদ-ননশ (৪) ভাসুর-জ্যা (৫) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৬	এছাড়া আপনি আপনার পরিবারের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন কি না ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৭	উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ?	(১) কটু কথার দ্বারা (২) বৈষম্যের দ্বারা (৩) অবহেলার দ্বারা (৪) তিরস্কারের মাধ্যমে (৫) কথা বন্ধ করার মাধ্যমে (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৮	পরিবারে মানসিক নির্যাতন কে করে থাকেন অর্থাৎ সহায়তাকারী ব্যক্তি কে ?	(১) স্বামী (২) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী (৩) দেবর-ননদ-ননশ (৪) ভাসুর-জ্যা (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.৯	আপনি কি সামাজিক ভাবেও নির্যাতিত হন ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১০	নির্যাতিত হলে তার ধরন উল্লেখ করুন ?	(১) কটু কথার দ্বারা (২) বৈষম্যের দ্বারা (৩) অবহেলার দ্বারা (৪) তিরস্কারের মাধ্যমে (৫) সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১১	আপনি এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কিনা ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১২	আপনি কি অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতিত হন ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৩	নির্যাতিত হলে তার ধরন উল্লেখ করুন ?	(১) সন্তানের খরচ বহন না করা (২) স্ত্রী'র খরচ বহন না করা (৩) সংসারের খরচ বহন না করা (৪) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৪	আপনি এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কিনা ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
ক্রমিক	**প্রশ্ন**	**মনোনয়ন**	**মতামত**

নং			
২.১৫	পরিবারে আপনাকে কি কারণে নির্যাতন করা হয় ?	(১) যৌতুকের জন্য (২) স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য (৩) মতামত প্রদান করার কারণে (৪) স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত থাকার জন্য (৫) সন্তানের জন্য (৬) নারীর চাকুরীরত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক অবস্থানের কারণে (৭) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৬	নির্যাতনের ফলে আপনি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ?	(১) সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন (২) মানসিক অস্থিরতা (৩) সংসারের প্রতি উদাসীনতা (৪) সন্তানদের প্রতি অবহেলা (৫) সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিঘ্নতা। (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৭	আপনার উপর নির্যাতনের সময় আপনার স্বামী কি নেশাগ্রস্থ থাকে ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৮	আপনাকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন অর্থাৎ সব ধরণের নির্যাতনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নেয়া হয় কি ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.১৯	নির্যাতনের সময় এগিয়ে আসা ব্যক্তির সাথে আপনার সম্পর্ক কি ?	(১) স্বামী (২) শ্বশুর-শ্বাশুড়ী (৩) দেবর-ননদ-ননশ (৪) ভাসুর-জ্যা (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.২০	আপনার স্বামী আপনাকে কোনরূপ হুমকি দেন কি না ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.২১	আপনার পিতা-মাতা , অন্য কোন অভিভাবক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কেও কোনরূপ হুমকি দেন কি না?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.২২	হুমকি দিলে তা কিরূপ ?	(১) মেরে ফেলার (২) তালাক দেবার (৩) অঙ্গহানী করার (৪) অপহরণ করার (৫) দ্বিতীয় বিয়ে করার (৬) মুক্তিপন দাবী করার (৭) বাবার বাড়ীতে ফেরত পাঠাবার (৮) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.২৩	আপনি কি এখনো সংসার করতে আগ্রহী ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
ক্রমিক	**প্রশ্ন**	**মনোনয়ন**	**মতামত**

নং			
২.২৪	আপনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সময় প্রতিবাদ করেন কি না ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
২.২৫	নারী নির্যাতনের গতানুগতিক ধরণ সমূহ কি ?	(১) নারী নির্যাতন (পারিবারিক সমস্যা) (২) পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সমস্যা ও নির্যাতন (৩) স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ (৪) যৌতুক (৫) খোরপোষ, ভরণ-পোষন (৬) শারীরিক, আর্থিক, মানসিক নির্যাতন ও পারিবারিক নির্যাতন (৭) পাচার ও নারী নির্যাতন (৮) কাবিন / দেনমোহর প্রদান না করা (৯) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

৩। নারী নির্যাতনের কারণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
৩.১	আপনি বর্তমানে কোথায় আছেন ?	(১) বাবা - মা'র বাড়ী (২) শ্বশুর - শ্বাশুড়ী'র বাড়ী (৩) ভাড়া বাসায় একা (৪) আত্মীয় স্বজনের বাড়ী (৫) বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী (৬) নিজ সংসারে (৭) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৩.২	আপনার উপর নির্যাতনের কারণ কি ?	(১) যৌতুক না দেবার জন্য (২) স্বামীর আরো যৌতুক পাবার জন্য (৩) স্বামীর মানসিক চাপ ও বাহিরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার জন্য। (৪) স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য (৫) নিজের স্বাধীনচেতা মন ভাবের জন্য (৬) অন্যের উস্কানীতে (৭) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৩.৩	আপনার স্বামীর এ আচরণ পরিবর্তন যোগ্য বলে আপনি মনে করেন কি ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৩.৪	উত্তর হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে ?	(১) আইনের মাধ্যমে (২) দাবী পূরণের মাধ্যমে (৩) নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে (৪) পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

৪। নারী নির্যাতনের প্রভাব ঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
৪.১	আপনার এই নির্যাতনের প্রভাবে আপনার পরিবারের শান্তি কতটা বিনষ্ট হয় ?	(১) সম্পূর্ণ (২) আংশিক (৩) মোটেই না (৪) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৪.২	আপনার সন্তানের উপর এর প্রভাব কিভাবে পড়ছে ?	(১) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে (২) ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত (৩) সন্তানের ব্যয় নির্বাহে অনিশ্চয়তা (৪) লেখাপড়ায় অমনোযোগী। (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৪.৩	আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের উপর এর প্রভাব পড়ছে কিনা ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৪.৪	উত্তর হ্যাঁ হলে, কার উপর ?	(১) বাবা - মা (২) ভাই - বোন (৩) সন্তান (৪) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৪.৫	আপনার পরিবারের সদস্যগণ এটাকে কিভাবে দেখছে ?	(১) অত্যন্ত দু:চিন্তা গ্রস্থ হয়ে (২) অত্যন্ত হতাশা গ্রস্থ হয়ে (৩) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে (৪) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

৫। নারী নির্যাতন দূর করার উপায় ঃ

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত
৫.১	নারী নির্যাতন নিরোধ আইন সম্পর্কে আপনি জানেন কি ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)	☐
৫.২	আপনার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপনি কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন?	(৪) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৩	আপনার পরিবারের অভিভাবকগণ এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কি ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৪	আপনার বিয়ের সময় কোন যৌতুক হয়েছিল ?	(১) হ্যাঁ (২) না (৩) অন্যান্য .....(নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৫	উত্তর হ্যাঁ হলে, কি যৌতুক দেয়া হয়েছিল ?	(১) নগদ অর্থ (২) স্বর্ণালংকার (৩) আসবাবপত্র (৪) জমিজমা (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)	☐
ক্রমিক	প্রশ্ন	মনোনয়ন	মতামত

নং			
৫.৬	নারীদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?	(১) আইনের সফল প্রয়োগ (২) আরো নতুন আইন আরোপ (৩) পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে (৪) মহিলাদের আর্থিক সক্ষমতা ও শিক্ষিত করার মাধ্যমে (৫) সার্বিক, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৭	নারীদের উপর নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ?	(১) প্রকৃত শিক্ষার অভাব (২) সামাজিক মূল্যবোধের অভাব (৩) ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার (৪) পারিবারিক বৈষম্যমূলক আচরণ (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৮	নারী নির্যাতনের খারাপ দিকগুলোর সম্পর্কে বলুন ?	(১) নারীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়। (২) নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। (৩) পারিবারিক ভাঙ্গন ও অশান্তি বৃদ্ধি পায় (৪) সামাজিক, নৈতিকতার অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.৯	আপনার উপর আরোপ কৃত নির্যাতন দূর করার ক্ষেত্রে আপনি কি উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী ?	(১) পারিবারিক সমঝোতার মাধ্যমে (২) সামাজিক বিচার সালিশের মাধ্যমে (৩) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে (৪) মানবাধিকার সংস্থার মাধ্যমে (৫) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐
৫.১০	আপনার কল্যাণে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন-	(১) নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ (২) সন্তানের খোর পোষের ব্যবস্থা করা (৩) দেনমোহর আদায়ের ব্যবস্থা করা (৪) পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করা (৫) আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা (৬) অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)।	☐

(ধৈর্য্য সহকারে উত্তর প্রদানের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।)

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি - ৩ :- ঘটনা অধ্যয়ন দিকনির্দেশনা

“ বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা । ”

কেস স্টাডি গাইডলাইন

(ঘটনা অধ্যয়ন দিকনির্দেশনা)

গবেষক
নুসরাত জাহান নিঝুম
এম.ফিল.
রোল নম্বর : কম - ০৫
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮ - ২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি গাইডলাইন

(শুধুমাত্র নির্যাতনের শিকার নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

উত্তরদাতাদের সম্মতি

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন,আমার নাম.....। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ -এর একজন গবেষক হিসেবে আছি। আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি হল, **" বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রকৃতি ঃ ঢাকা শহর কেন্দ্রিক একটি সমীক্ষা। "** বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,আগের তুলনায় নারী নির্যাতনের হার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর এই গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য আপনার নিকট হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন। আপনার দেয়া উপাত্ত/তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। আপনার নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হবে। বর্তমান গবেষণার জন্য আপনার প্রদানকৃত তথ্য খুব ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

❖ **জনমিতিক তথ্য :**

- নাম :
- স্বামীর নাম :
- বিবাহের সাল :
- বিবাহিত জীবনের মেয়াদ :
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা :
- সন্তান সংখ্যা :
- পিতার নাম :
- মাতার নাম :
- বয়স :
- লিঙ্গ :
- শিক্ষাগত যোগ্যতা :
- পেশা :
- আয় :
- ধর্ম :
- জাতীয়তা :
- পরিবারের ধরণ :
- বর্তমান ঠিকানা :
- স্থায়ী ঠিকানা :

- জাতীয় মহিলা সংস্থার সেল নং:
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম :
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ :

❖ **নারী নির্যাতনের ধরণ :**

❖ **পটভূমি :**

❖ **পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন :**

❖ **তথ্য সংগ্রহের উৎস :**

- **পারিবারিক তথ্য :**

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবারের সদস্যদের লিঙ্গ	পরিবারের সদস্যদের বর্তমান বয়স	উত্তরদাতার সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক	পরিবারের সদস্যদের বৈবাহিক মর্যাদা	পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	পরিবারের সদস্যদের পেশা	পরিবারের সদস্যদের মাসিক আয়
১।								
২।								
৩।								
৪।								
৫।								
৬।								
							মোট ঃ	

- **মনো সামাজিক অনুধ্যান :**
- **অর্থনৈতিক অবস্থা :**
- **শিক্ষাগত অবস্থা :**
- **সামাজিক অবস্থা :**
- **শারীরিক অবস্থা :**
- **মানসিক অবস্থা :**
- **চিত্তবিনোদন :**
- **ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা :**
- **বাসস্থান অবস্থা :**
- **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :**
- **পোশাক পরিচ্ছেদ :**
- **খাদ্যাভ্যাস :**

- **অনুভূত সমস্যা (সমস্যা চিহ্নিতকরণ) :**
- **তার অনুভূতি (অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) :**
- **সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ :**
- **ফলোআপ :**
- **সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া :**
- **সমস্যা সমাধানের পরামর্শ :**
- **মূল্যায়ন :**

(ধৈর্য্য সহকারে উত্তর প্রদানের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।)

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্তি - ৪ :- নির্যাতনের শিকার নারীদের তথ্য সম্বলিত তালিকা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়

ক্রমিক নং	তারিখ (কেস গ্রহণ)	তারিখ (প্রথম আগমন)	তারিখ (চিঠি ইস্যু)	বাদীর নাম	বিবাদীর নাম	সেল নং	নারী নির্যাতনের ধরণ	মন্তব্য
১	০৭/০৮/২০১১	১০/০৩/২০১১	১০/০৩/২০১১	মো:শিউলি আক্তার	ইব্রাহিম খলিল	৩২২৭/১১	নারী নির্যাতন	.....
২	০৭/০৯/২০১১	.....	.....	সাহানা আক্তার	মো:দেলোয়ার হোসেন রাহমানী	.....	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে	উকিলের সাথে পরামর্শ করা
৩	১১/০৯/২০১১	১১/০৯/২০১১	১১/০৯/২০১১	কোহিনুর বেগম	মো:আবু তাহের	৩২৯৭/১১	নারী নির্যাতন	.....
৪	১১/০৯/২০১১	৩০/০৬/২০১১	৩০/০৬/২০১১	রুনা আক্তার	আব্দুর রব	৩২৭২/১১	নারী নির্যাতন	.....
৫	১১/০৯/২০১১	০২/০৬/২০১১	০২/০৬/২০১১	মো:মুক্তা বেগম	মো:হাবিবুর রহমান	৩২৬৪/১১	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা	.....
৬	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	.....	জমেলা	আমিনুর রশিদ বুলবুল	.....	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা	উকিলের সাথে পরামর্শ করা
৭	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	সুমাইয়া আক্তার সুমি	মো:ইমরান আলী রাসেল	৩৩০৯/১১	যৌতুক	.....
৮	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	সাথী আক্তার	মো:মকবুল	৩৩১২/১১	নারী নির্যাতন	.....
৯	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	২০/০৯/২০১১	ফাহিমা আক্তার স্বপ্না	মো:আল আমিন	৩৩১৩/১১	নারী নির্যাতন	.....
১০	২৫/০৯/২০১১	২৫/০৯/২০১১	.....	মাজেদা	কুদ্দুস আলী	.....	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা	গ্রাম্য মাতবরের সাথে পরামর্শ করা
১১	২৫/০৯/২০১১	২৫/০৯/২০১১	২৫/০৯/২০১১	রেখা বেগম	মো:ইমরান	৩৩১৭/১১	নারী নির্যাতন	.....
১২	২৫/০৯/২০১১	২৫/০৯/২০১১	২৫/০৯/২০১১	আফরোজা আলম	সাজ্জাদ নূর সুমন	৩৩১৫/১১	নারী নির্যাতন	.....

১৩	১০/১০/২০১১	১০/১০/২০১১	.....	নাসরিন সুলতানা	লুৎফর রহমান দেওয়ান (ফিরোজ)	.....	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা, নারী নির্যাতন	উকিলের সাথে পরামর্শ করা
১৪	১০/১০/২০১১	১০/১০/২০১১	১০/১০/২০১১	বিউটি আক্তার রুনু	মনোয়ারুল ইসলাম (মুন্না)	৩৩৩১/১১	নারী নির্যাতন	.....
১৫	১১/১০/২০১১	১১/১০/২০১১	১১/১০/২০১১	আসমা আক্তার	মো:সাজ্জাদ	৩৩৩৩/১১	যৌতুক	.....
১৬	১২/১০/২০১১	১২/১০/২০১১	.....	আসিয়া বেগম	টুটুল খান	.....	নারী নির্যাতন	মোহাম্মদপুর থানায় কেস চলছে
১৭	২০/১০/২০১১	২৫/০৯/২০১১	২৬/০৯/২০১১	মোসাম্মত লিপি আক্তার	মোহাম্মদ শিপন	৩৩১৬/১১	নারী নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ২৬/০৯/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
১৮	২০/১০/২০১১	২০/০৭/২০১১	২০/০৭/২০১১	মোসাম্মত মিনু আক্তার	মো:মানিক	৩২৮৩/১১	যৌতুক	.....
১৯	২৩/১০/২০১১	১৩/০৭/২০১১	১৩/০৭/২০১১	মো:নার্গিস খাতুন	সাহু মিয়া	৩২৭৮/১১	যৌতুক	.....
২০	২৩/১০/২০১১	২৩/১০/২০১১	২৫/১০/২০১১	রুনু আক্তার	মো:আব্দুল বারেক জসিম	৩৩৩৯/১১	যৌতুক	চিঠি ইস্যু হয় ২৫/১০/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
২১	২৪/১০/২০১১	২৪/১০/২০১১	.....	মোসাম্মত আছিয়া বেগম	আব্দুল হালিম	..... .	খোরপোষ	উকিলের সাথে পরামর্শ করা
২২	৩০/১০/২০১১	৩০/১০/২০১১	.....	তাহমিনা খাতুন তনু	সাইফুল আলম	.....	যৌতুক, নারী নির্যাতন	কুরবানির ঈদের পর আসতে হবে
২৩	৩১/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১	.....	আনোয়ারা খাতুন	মো:আইয়ুব আলী	.....	যৌতুক	কুরবানির ঈদের পর আসতে হবে
২৪	১৩/১১/২০১১	১২/০৯/২০১১	১২/০৯/২০১১	রুমা আক্তার	হারুন হোসেন	৩২৯৯/১১	নারী নির্যাতন	.....
২৫	১৫/১১/২০১১	০৩/১০/২০১১	০৫/১০/২০১১	মাকুল আক্তার সাথী	জহিরুল ইসলাম জুয়েল	৩৩২৬/১১	পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা	চিঠি ইস্যু হয় ০৫/১০/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
২৬	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	.....	আসমা বেগম	মো:মাহবুব আলম	.....	শারীরিক ও আর্থিক নির্যাতন	থানায় ডায়েরী করতে বলা হয়
২৭	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	মোসাম্মত সাহিদা আখতার	মো:আবদুস সামাদ মিয়া	৩৩৫৯/১১	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	.....
২৮	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	সুমা আক্তার	মো:নাজমুল	৩৩৬২/১১	শারীরিক নির্যাতন	.....
২৯	৩০/১১/২০১১	৩০/১১/২০১১	.....	সাহিদা আক্তার পলি	মো:রাশেদ	.....	পারিবারিক নির্যাতন	থানায় ডায়েরী করতে বলা হয়
৩০	০১/১২/২০১১	০১/১২/২০১১	০৭/১২/২০১১	সাকিনা বেগম	মো:সাহাবুদ্দিন	৩৩৬৮/১১	খোরপোষ	চিঠি ইস্যু হয় ০৭/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে

৩১	০১/১২/২০১১	০১/১২/২০১১	০৭/১২/২০১১	মোসাম্মত সাহিদা আক্তার	মো:উজ্জ্বল	৩৩৬৯/১১	শারীরিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ০৭/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৩২	১৩/১২/২০১১	১৩/১২/২০১১	১৫/১২/২০১১	চায়না	ইসমাঈল	৩৩৭৯/১১	শারীরিক নির্যাতন ও যৌতুক	চিঠি ইস্যু হয় ১৫/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৩৩	০১/০১/২০১২	০১/০১/২০১২	২৯/১২/২০১১	সালমা বেগম	মো:আরশাদ মৃধা	৩৩৯০/১২	যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ২৯/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৩৪	০২/০১/২০১২	০২/০১/২০১২	২৯/১২/২০১১	মোসা:রুমা	হারুন-অর-রশিদ	৩৩৯১/১২	পারিবারিক নির্যাতন ও ভরণ-পোষন, খোরপোষ	চিঠি ইস্যু হয় ২৯/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৩৫	০২/০১/২০১২	০২/০১/২০১২	০২/০১/২০১২	রুমা বেগম	মো:মামুন	৩৩৯২/১২	ভরণ-পোষন, যৌতুক, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে	.....
৩৬	০৩/০১/২০১২	০৩/০১/২০১২	০২/০১/২০১২	মোসাম্মত কুলসুম বেগম / কুলসুম আক্তার স্মৃতি	মো:রিপন মিয়া	৩৩৯৩/১২	শারীরিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ০২/০১/২০১২ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৩৭	০৪/০১/২০১২	০৪/০১/২০১২	০৪/০১/২০১২	মিলনি / পারুল	হেলাল	৩৩৯৫/১২	পারিবারিক সমস্যা	.....
৩৮	০৪/০১/২০১২	০৪/০১/২০১২	০৪/০১/২০১২	মোসা: সুফিয়া আক্তার	মো: কামরুজ্জামান	৩৩৯৪/১২	যৌতুক	.....
৩৯	০৮/০১/২০১২	২৮/১১/২০১১	২৮/১১/২০১১	সাথী বেগম /মোসা: সাথী আক্তার	মো:আরিফ	৩৩৬৬/১১	শারীরিক নির্যাতন	.....
৪০	০৮/০১/২০১২	২৭/১১/২০১১	২৭/১১/২০১১	মোসা: নাজমা	মো:আব্দুল কাদের	৩৩৬০/১১	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন	.....
৪১	০৮/০১/২০১২	১৫/১১/২০১১	১৭/১১/২০১১	নার্গিস আরা	মো:সামসুর রহমান	৩৩৫৮/১১	যৌতুক	চিঠি ইস্যু হয় ১৭/১১/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৪২	১০/০১/২০১২	১০/০১/২০১২	.....	লাকী আনিছা	সৈয়দ আজীজুর রহমান	.....	যৌতুক, পাচার ও নারী নির্যাতন	উকিলের মাধ্যমে জেলা ভিত্তিক বিচার কাজ চলবে
৪৩	১১/০১/২০১২	১১/০১/২০১২	১১/০১/২০১২	ওয়ানদিতা ত্রিপাঠী / সুমাইয়া আলম (মুসলমান : ধর্মান্তরিত নাম)	মো:নূরুল আলম	৩৪০০/১২	নারী নির্যাতন	স্পেশাল কেস : ভারতীয় হাইকমিশন হতে চাপ আসতে পারে। দ্রুত শেষ করতে হবে।

৪৪	১২/০১/২০১২	০৯/০২/২০১১	০৯/০২/২০১১	মোসা: রাজিয়া বেগম (বিনু)	মো:ওমর ফারুক	৩২১৭/১১	স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, পারিবারিক সমস্যা	.....
৪৫	১২/০১/২০১২	১১/১২/২০১১	১২/১২/২০১১	মমতাজ বেগম	আব্দুল বারেক	৩৩৭৩/১১	নারী নির্যাতন, যৌতুক	চিঠি ইস্যু হয় ১২/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৪৬	১২/০১/২০১২	০১/১১/২০১১	০৯/১১/২০১১	জান্নাতুল ফেরদৌস (বিউটি)	আকাশ (মনজু)	৩৩৫৩/১১	নারী নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ০৯/১১/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৪৭	১৫/০১/২০১২	০৮/১২/২০১১	১১/১২/২০১১	মোসা: মনুয়ারা আক্তার (মিলি)	মো: আলাউদ্দিন ফাতেমী (বাবু)	৩৩৭২/১১	মানসিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ১১/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৪৮	১৫/০১/২০১২	১৮/১২/২০১১	১৯/১২/২০১১	বেনজীর আজাদ	মো:জাহাঙ্গীর আলম	৩৩৮২/১১	ভরণ-পোষন	চিঠি ইস্যু হয় ১৯/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৪৯	১৫/০১/২০১২	২৬/১০/২০১১	২৭/১০/২০১১	মোসা: মাছুমা আক্তার	মো:মাছুম আহমেদ	৩৩৪২/১১	স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে	চিঠি ইস্যু হয় ২৭/১০/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৫০	১৫/০১/২০১২	১৮/১২/২০১১	১৯/১২/২০১১	তানিয়া আক্তার	মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম	৩৩৮৩/১১	শারীরিক নির্যাতন	চিঠি ইস্যু হয় ১৯/১২/২০১১ সিরিয়ালের চিঠির সাথে
৫১	১৫/০১/২০১২	১৫/০১/২০১২	১৫/০১/২০১২	মোছা:মুক্তা আক্তার	মো:বাদল মিয়া	৩৪০১/১২	যৌতুক	.....